NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

৪ সাম্য-মৈত্রী-বিশ্বভ্রাতৃত্ব-জাতীয় সংহতির জ্বলন্ত প্রতিক হল ঈদ-উল-ফিতর

আসানসোলে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালাতেই ভরসা রাখল বিজেপি ৬

কলকাতা ১১ এপ্রিল ২০২৪ ২৮ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার সপ্তদশ বর্ষ ২৯৯ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 11.4.2024, Vol.17, Issue No. 299, 8 Pages, Price 3.00

এক নজরে

ভোট প্রচারে হেলিকপ্টার ব্যবহারে প্রথম তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: নির্বাচন কমিশন লোকসভা ভোটের প্রচারে হেলিকপ্টার ব্যবহারের প্রবণতা বাড়ছে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া পরিসংখ্যান থেকে এই তথ্য সামনে এসেছে। নির্বাচন কমিশন জানাচ্ছে, লোকসভা ভোট প্রচারে হেলিকপ্টার ব্যবহারের এপর্যন্ত মোট ১২৭টি আবেদন এসেছে। এর মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে ১১৬টি আবেদন জমা পড়েছে। বিজেপি'র তরফে এখনও পর্যন্ত হেলিকপ্টার ব্যবহারের ৭টি আবেদন জমা পড়েছে। লোকসভা ভোটের প্রচার ইতিমধ্যেই তুঙ্গে উঠেছে। তৃণমূল-বিজেপি-সহ সমস্ত দলের নেতা-নেত্রীরা ছুটে বেড়াচ্ছেন রাজ্যের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে। সময় বাঁচাতে ভোট প্রচারে হেলিকপ্টারের কদর বাড়ছে। তবে হেলিকপ্টারের ব্যবহারের ওপর কমিশন কড়া নজর রাখছে। ভোটের প্রচারের জন্য হেলিকপ্টার ব্যবহার করতে গেলে কমিশনের কাছ থেকে আগাম অনুমতি নেওয়া বাধ্যতামূলক। কোথাও হেলিপ্যাড তৈরি করতে গেলেও তার অনুমোদন নিতে হবে। কার জন্য কোথায় হেলিকপ্টার ব্যবহার করছে, তার পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব রাখা হচ্ছে। হেলিকপ্টারে করে নগদ টাকা, মাদক কিংবা অন্য কোনও নিষিদ্ধ বস্তু নিয়ে যাওয়া হচ্ছে কি না, তার উপর নজর রাখতে আবগারি, শুল্ক এবং ইনকাম ট্যাক্স বিভাগকে সতর্ক করে দেওয়া হয়েছে। কোনও বিমানবন্দরে হেলিকপ্টার নামালে সেখানেও নজর রাখা হবে। প্রয়োজনে হেলিকপ্টারেও তল্লাশি চালানো হবে বলে কমিশন জানিয়েছে।

রামনবমীতে ছুটি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীতে ছুটি ঘোষণা করল রাজ্য সরকার। এই মর্মে বিজ্ঞপ্তি জারি করেছে অর্থ দপ্তর। এই প্রথম রামনবনীতে ছুটি থাকছে রাজ্যে। আগামী ১৭ এপ্রিল রামনবমী। ওই দিন জরুরি পরিষেবা বাদ দিয়ে রাজ্য সরকারি এবং সরকার পোষিত সমস্ত প্রতিষ্ঠানে ছুটি থাকবে। এছাড়া ওইদিন সমস্ত সরকারি ও সরকার পোষিত স্কুল, কলেজ-সহ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। গত বছর রিষড়া এবং হাওড়ায় হিংসার ঘটনা ঘটেছিল। তার জেরে আদালতের নির্দেশে হনুমান জয়ন্তীতে বেশ কিছু স্পর্শকাতর এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছিল।

আপ ও মন্ত্রিত্ব ছাড়লেন

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল: বুধবার দল ছাড়লেন দিল্লির মন্ত্রী রাজ কুমার আনন্দ। লোকসভা নির্বাচনের আগে ফের ধাক্কা খেল আপ। মন্ত্রীত্ব থেকে ইস্তফা দেওয়ার পাশাপাশি এদিন দল ছাড়ার কথাও জানিয়ে দেন তিনি। দিল্লির সমাজকল্যাণ ও শ্রম মন্ত্রকের দায়িত্ব ছিল রাজের হাতে। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনের আগেই আচমকা দল ছাড়লেন তিনি। তবে দল ছাড়ার আগে কেজরিওয়ালকেই তোপ দেগেছেন।

তিন আসনে আলাদা প্রার্থী দেওয়ার ঘোষণা মতুয়াদের

নিজস্ব প্রতিবেদন: চিন্তা বাড়ছে বিজেপির। কারণ এবার লোকসভা নির্বাচনে রাজ্যের তিন আসনে 'স্বাধীন' প্রার্থী দিচ্ছে মতুয়ারা। তাদের সংগঠন 'শান্তিহরি মতুয়া ফাউন্ডেশন' বারাসাত, বনগাঁ এবং কৃষ্ণনগর-এই তিন আসনে প্রার্থী দিচ্ছে। যার ফলে বিজেপির চিন্তা বাড়বে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল। পূর্ব বর্ধমানে প্রার্থী দেওয়ার কথা থাকলেও পরে সেই সিদ্ধান্ত থেকে সরে দাঁড়ায় সংগঠন। সংগঠনের অভিযোগ, রাজ্যে মতুয়া ও অন্যান্য জনজাতিদের উন্নয়ন ব্যাহত হয়েছে। তাদের কথা ভাবাই হয়নি কখনও। তাই এবার রাজ্যের তিন আসনে প্রার্থী দিচ্ছে মতুয়া সংগঠন। পূর্ব বর্ধমানে প্রার্থী দেওয়ার কথা থাকলেও সেখানে যাকে প্রার্থী করার কথা ভাবা হয়েছিল, তিনি অসুস্থ হওয়ায় ঝুঁকি নেওয়া হয়নি। এই সংগঠনের তরফে বনগাঁয় প্রার্থী হচ্ছেন সুমিতা পোদ্দার। কৃষ্ণনগরে লড়াই করবেন সঞ্জিৎ বিশ্বাস। বারাসাতে লড়বেন সইফুদ্দিন মণ্ডল।

ভূপতিনগরকাণ্ড নিয়ে শান্তির নিদান

উল্টো করে ঝুলিয়ে সিধে করার আশ্বাস অমিত শাহ-র

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোটে প্রথম বার বাংলায় প্রচারে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের গলায় ভূপতিনগর নিয়ে শান্তির নিদান। বালুরঘাট এবং মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সুকান্ত মজুমদার, খগেন মুর্মুর সমর্থনে আয়োজিত সভায় বঙ্গবাসীকে আশ্বস্ত করে শাহ বললেন, 'সবাইকে উল্টো করে টাঙিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে, আপনারা চিন্তা করবেন না।' শাহের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূলও।

২০২২ সালে পূর্ব মেদিনীপুরের ভূপতিনগরে একটি বোমা বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটেছিল। ২০২৩ সালের গোড়ায় হাইকোর্ট এনআইএকে বিস্ফোরণের তদন্ত করতে বলে। সেই মামলায় গত শনিবার ভূপতিনগরে দুই অভিযুক্তকে তুলে আনতে গিয়ে বিক্ষোভের মুখে পড়ে এনআইএ। এ বিষয়ে চাঞ্চল্যকর অভিযোগ করে তৃণমূল। রাজ্যের শাসকদলের দাবি, আসানসোলের বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি নির্বাচনী আচরণবিধি জারি হওয়ার পর এনআইএর এসপি ধন রাম সিংয়ের নিউটাউনের বাড়িতে গিয়ে দেখা করেছিলেন। ঢোকার সময় জিতেন্দ্রের হাতে ছিল একটি সাদা প্যাকেট, বেরনোর সময় অবশ্য তাঁর হাতে ওই প্যাকেট দেখা যায়নি। তৃণমূলের অভিযোগ, ওই প্যাকেটে ছিল অর্থ। কেন্দ্রীয় এজেন্সিটিকে তৃণমূলের ভোট সংগঠকদের তালিকা তুলে দিয়েছে বিজেপি। তার ভিত্তিতেই এনআইএ তৃণমূল নেতাদের গ্রেপ্তার করছে। ঠিক যেমন ঘটল ভূপতিনগরে।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেও একাধিক নির্বাচনী সভা থেকে একই অভিযোগ করছেন। কমিশনে নালিশও জানিয়েছে তৃণমূল। বিজেপি এমন অভিযোগ অস্বীকার করেছে। জিতেন্দ্র সাত দিন সময় দিয়েছেন, বক্তব্য প্রত্যাহার করা না হলে মানহানির মামলা করার হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। এই পরিস্থিতিতে সেই ঘটনা নিয়ে মুখ খুললেন শাহ।

অভিযোগ করলেন, মমতা বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। পাশাপাশি, স্পষ্ট করে জানিয়ে দিলেন, যাঁরা দোষী তাঁদের উল্টো করে টাঙিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে। মোদির ডেপুটি বলেন, 'একটি বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল ২০২২ সালে ভূপতিনগরে। তিন জনের মৃত্যু হয়েছিল। আমাকে বলুন ভাই, বোমা বিস্ফোরণ যাঁরা করিয়েছিলেন, তাঁদের জেলে ভরা উচিত কি না? এর তদন্তের ভার হাইকোর্ট এনআইএকে দিয়েছিল। মমতা দিদি, এনআইএর উপর মামলা করে বিস্ফোরণ যাঁরা করেছিল, তাঁদের বাঁচানোর চেষ্টা করছেন। মমতা দিদি, লজ্জা করুন! আপনি বোমা বিস্ফোরণে অভিযুক্তদের বাঁচাতে চান? বঙ্গবাসী চিন্তা করবেন না। হাইকোর্ট এনআইএ তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে। সবাইকে উল্টো ঝুলিয়ে সোজা করে দেওয়া হবে, আপনারা চিন্তা করবেন না।' শাহের মন্তব্যের পাল্টা জবাব দিয়েছে তৃণমূল। মুখপাত্র তথা রাজ্য সম্পাদক কুণাল ঘোষের দাবি, বাংলায় বিজেপি বলে কিছু নেই। তাই তৃণমূলকে লড়তে হচ্ছে ইডি, এনআইএ, সিবিআই; কেন্দ্রীয় এজেন্সিগুলির বিরুদ্ধে। তিনি বলেন, 'নির্বাচনী আচরণবিধি জারি হওয়ার পরে বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি প্যাকেট হাতে এনআইএ এসপি ধন রাম সিংহের বাড়িতে দেখা করতে গিয়েছিলেন কি না, সেই প্রশ্নের উত্তর দিন অমিত শাহ। তৃণমূলের কাকে গ্রেপ্তার করতে হবে সেই তালিকা এনআইএকে তুলে দেওয়া হয়েছে বলে আমাদের অভিযোগ। শুনেছি, ধন রাম সিংকে দিল্লিতে ডেকে পাঠানো হয়েছে। তাঁর জায়গায় অন্য কেউ দায়িত্ব নিয়েছেন। কিন্তু পদক্ষেপ চাই। এ সবে হবে না।'

শাহ বুধবার সন্দেশখালি নিয়েও আক্রমণ করেছেন। তিনি মুখ্যমন্ত্রীর উদ্দেশে বলেন, 'সন্দেশখালির ঘটনা নিয়েও আপনি রাজনীতি করছেন। আপনার নাকের ডগায় এত বছর ধরে এই কাজ চলে আসছে। হাইকোর্ট নির্দেশ দেওয়ার পর অপরাধী আত্মসমর্পন করেছে।' এর পরে তিনি এমনটাও বলেন যে, 'তৃণমূলকে জেতানোর মানে হল সন্দেশখালির মত ঘটনা হওয়ার ছাড়পত্র দেওয়া। তাদের শাস্তি দেওয়ার ভোট। আপনারা এত জোরে বোতাম টিপবেন যাতে বালুরঘাটে বোতাম টিপলে কলকাতায় কারেন্টের শক লাগে মুখ্যমন্ত্রীর।'

বাংলায় বিজেপির টার্গেট নিয়ে বিভ্রান্ত শাহ

নিজস্ব প্রতিবেদন: বাংলা থেকে কত আসন পাবে বিজেপি? বিভ্রান্ত খোদ কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহই। বছর খানেক আগে তিনি নিজেই রাজ্যের জন্য ৩৫ আসনের টার্গেট বেঁধে দেন। মাস কয়েক আগে সেটা নিজেই নামিয়ে আনেন ২৫-এ। এখন আবার নিজেই বলছেন, বাংলায় ৩০ আসন চাই। রাজনৈতিক মহল বলছে, হয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী নিজেই জানেন না বাংলায় ঠিক কোথায় দাঁড়িয়ে তাঁর দল, নয়তো তিনি দলের ভালো ফল নিয়ে আত্মবিশ্বাসী নন। বুধবার বালুরঘাটের সভা থেকে আবার নয়া টার্গেট দিলেন শাহ। এবার বলেন,'বাংলা থেকে ২০২৪-এ বিজেপিকে ৩০ আসন দিন।' জনতাকে চেনা মেজাজে প্রশ্ন করেন, কি বাংলায় বিজেপি ৩০ আসন পাবে তো? স্বাভাবিকভাবেই সমবেতা জনতা সস্মতিসূচক উত্তর দেয়।

অসম উৎসবে টাকা দিলেও বঞ্চিত উত্তরবঙ্গের দুর্গতরা

রাজভবন থেকে বেরিয়ে কমিশনকে তোপ অভিষেকের

নিজস্ব প্রতিবেদন: জলপাইগুড়িতে ঘূর্ণিঝড়ে ভেঙে যাওয়া বাড়ি নতুন করে গড়ে দেওয়ার টাকা দিতে চায় রাজ্য সরকার। কিন্তু নির্বাচন কমিশন তার অনুমতি দিচ্ছে না। বুধবার রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করে রাজভবন থেকে বেরিয়ে এমনটাই জানালেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তিনি জানিয়েছেন, বুধবার দুপুরেই কমিশনের তরফে রাজ্য সরকারকে লিখিত ভাবে জানানো হয়েছে, জলপাইগুড়িতে বাড়ি বানিয়ে দেওয়ার টাকা দেওয়ার অনুমতি সরকারকে দেওয়া হবে না। এ প্রসঙ্গে অসমের দৃষ্টান্ত তুলে ধরে বাংলার প্রতি আরও এক বার কেন্দ্রীয় বঞ্চনার অভিযোগ এনেছেন তিনি। জানিয়েছেন, আদর্শ আচরণবিধি চলাকালীনই অসমে বিহু উৎসব পালনের জন্য টাকা দেওয়ার অনুমতি কমিশন দিয়েছে।

তৃণমূলের 'সেনাপতি' আরও দাবি করেন, প্রতিশ্রুতি মতোই মুখ্য নির্বাচন কমিশনারকে ফোন করেছিলেন রাজ্যপাল। কিন্তু তিনি ফোন ধরেননি। অভিষেকের অভিযোগ, 'বাংলার রাজ্যপাল বলেই হয়তো ফোন ধরেননি কমিশনার। বাংলার দাবিদাওয়া তুলতে পারেন ভেবেই ফোন ধরেননি।'

অভিষেক বলেন, 'দুর্ভাগ্যবশত, দুপুরে কমিশনের তরফে রাজ্যকে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে, নতুন বাড়ি তৈরির ক্ষেত্রে অনুমতি দেওয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ, যাঁদের ঘর মাটিতে মিশে গিয়েছে, তাঁদের বাড়ি তৈরির টাকা রাজ্য দিতে চাইলেও কমিশন অনুমতি দেবে না। রাজ্যকে বলা হয়েছে, ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যাবে। আংশিক ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি মেরামতির জন্য টাকা দেওয়া যাবে। অল্প ক্ষতি হলে পাঁচ হাজার টাকা এবং বেশি ক্ষতি হলে ২০ হাজার টাকা। কিন্তু নতুন বাড়ি তৈরি করে দেওয়া যাবে না। আমার প্রশ্ন, এরা বাংলা বিরোধী নয় তো কারা বিরোধী?' এর পরই অসমের প্রসঙ্গ টানেন অভিষেক। একটি সর্বভারতীয় ইংরেজি দৈনিকের প্রতিবেদন দেখিয়ে বলেন, 'অসমে বিহু পালনের জন্য সম্প্রতি ২০০০টি কমিটিকে কমিশন ২০০০ টাকা করে দেওয়ার অনুমতি দিয়েছে। আদর্শ আচরণবিধি চলাকালীন উৎসব পালনের জন্য এই টাকা দেওয়া হল। উৎসব নিয়ে আমার সমস্যা নেই। কিন্তু বাংলার যখন প্রয়োজন, তখন কমিশন অনুমতি দিল না। কারণ বাংলায় বিজেপি সরকার নেই। অসমে রয়েছে। এর থেকেই প্রমাণিত, বিজেপি বাংলাবিরোধী।'

সন্দেশখালিকাণ্ডে সিবিআই তদন্তের নির্দেশ হাইকোর্টের

স্পর্শকাতর এলাকায় সিসিটিভি, আলো বসানোর নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: সন্দেশখালির ঘটনায় সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল কলকাতা হাইকোর্ট। কেন্দ্রীয় সংস্থাকে বুধবার থেকেই তদন্ত শুরু করতে বলা হয়েছে। আদালত জানিয়েছে, নতুন ইমেল আইডি চালু করে সন্দেশখালির ঘটনা সংক্রান্ত অভিযোগ জমা নিতে হবে সিবিআইকে। আদালতের নজরদারিতে তদন্ত চলবে। পাশাপাশি, সন্দেশখালির স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করে রাস্তায় সিসি ক্যামেরা, এলইডি আলো বসাতে বলেছে আদালত। আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যকে তার খরচ দিতে হবে।

সন্দেশখালি নিয়ে কলকাতা হাইকোর্টে মোট পাঁচটি জনস্বার্থ মামলা দায়ের করা হয়েছিল। একত্রে সেই মামলাগুলি শুনছে প্রধান বিচারপতি টিএস শিবজ্ঞানম এবং বিচারপতি হিরণ্ময় ভট্টাচার্যের ডিভিশন বেঞ্চ। সেই মামলাতেই মঙ্গলবার রায় ঘোষণা করা হল। সিবিআই তদন্তের নির্দেশ দিল উচ্চ আদালত।

ডিভিশন বেঞ্চের পর্যবেক্ষণ, ন্যায়বিচারের স্বার্থে সন্দেশখালির ঘটনায় যে নিরপেক্ষ তদন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে আদালতের কোনও সন্দেহ নেই। মহিলাদের উপর অত্যাচার, সাধারণ মানুষ, বিশেষ করে তপসিলি জনজাতির জমি কেড়ে নেওয়া-সহ বিভিন্ন অভিযোগ বিবেচনা করে তাই আদালত সিদ্ধান্ত নিয়েছে, সিবিআই সন্দেশখালির মানুষের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করবে। আদালতের নির্দেশ, মামলার সব পক্ষকে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিবিআইয়ের কাছে সব অভিযোগ জমা দিতে হবে। সিবিআইয়ের চালু করা ইমেল আইডির মাধ্যমে অভিযোগ জানাতে হবে। অভিযোগকারীদের গোপনীয়তা বজায় রাখতে এই ব্যবস্থা। সন্দেশখালি এলাকায় ওই ইমেল আইডির প্রচার করতে হবে উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসককে। স্থানীয় ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত দৈনিক কাগজেও ওই বিষয়ে মানুষকে অবহিত করতে হবে বলে জানিয়েছে হাই কোর্ট। আগামী ২ মে হাই কোর্টে এই মামলার পরবর্তী শুনানি। আদালত জানিয়েছে, স্থানীয়দের জমি কেড়ে নেওয়ার অভিযোগের যথাযথ অনুসন্ধান এবং তদন্ত করে পরবর্তী শুনানির দিন সিবিআইকে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। প্রয়োজনে যে কোনও ব্যক্তি, সংস্থা, সরকারি কর্তৃপক্ষ, পুলিশ কর্তৃপক্ষ, এনজিও-সহ এ বিষয়ে আগ্রহী যে কোনও ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য এবং মতামত নিতে পারবে সিবিআই। আদালত জানিয়েছে, সন্দেশখালিতে জমি হস্তান্তর, চাষের জমিকে ভেড়িতে রূপান্তরিত করার অভিযোগের তদন্ত করে বিস্তারিত রিপোর্ট দিতে হবে সিবিআইকে। তদন্ত প্রক্রিয়ার উপর আদালত নজরদারি চালাবে। সিবিআইয়ের রিপোর্ট দেখে পরবর্তী নির্দেশ দেওয়া হবে। সন্দেশখালির স্পর্শকাতর এলাকায় সিসি ক্যামেরা বসাতে বলেছে আদালত। উত্তর ২৪ পরগনার জেলাশাসক, পুলিশ সুপার, স্থানীয় প্রশাসনকে একসঙ্গে মিলে স্পর্শকাতর এলাকা চিহ্নিত করতে হবে। রাস্তায় বসাতে হবে এলইডি আলো। সিসিটিভি এবং এলইডি আলোর খরচ বহন করবে রাজ্য সরকার। আদালতের নির্দেশ, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যকে এই সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় অনুমোদন এবং খরচ দিতে হবে। এ ছাড়া আদালত জানিয়েছে, আইন অনুযায়ী নির্যাতিত, ক্ষতিগ্রস্ত এবং সাক্ষীদের নিরাপত্তা দেওয়ার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের জন্য পুলিশকে নির্দেশ দিতে পারবে সিবিআই।

ভূপতিনগর কাণ্ডে কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের

নিজস্ব প্রতিবেদন: ভূপতিনগরের মামলায় কড়া নির্দেশ হাইকোর্টের। বুধবার শুনানিতে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়, ভূপতিনগর কাণ্ডে এনআইএ অফিসারদের গ্রেপ্তার নয়। অর্থাৎ, কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার আধিকারিকদের রক্ষাকবচ দিলেন বিচারপতি জয় সেনগুপ্ত। একইসঙ্গে এদিন আরও একবার বিচারপতির ভর্ৎসনার মুখে পড়ে রাজ্য পুলিশ। এদিকে আদালত সূত্রে খবর, আদালতের তরফ থেকে এদিন রাজ্য পুলিশ প্রশাসনকে প্রশ্ন করা হয়, যেখানে তল্লাশিতে গিয়ে এনআইএ আধিকারিকদের নিগ্রহ করার অভিযোগ উঠেছে, সেখানে অফিসারদের বিরুদ্ধেই কেন অভিযোগ তা নিয়ে। একইসঙ্গে বিচারপতি সেনগুপ্ত এদিন জানতে চান, 'কোনও প্রমাণ ছাড়া অফিসারের বিরুদ্ধে গুরুতর আহত করার ধারা কেন যুক্ত করলেন তা নিয়েও। কারণ, কেস ডায়েরিতে আঁচড় বা গুরুতর আঘাতের কোনও উল্লেখ নেই। আর সেক্ষেত্রে কীভাবে ৩২৫ ধারায়

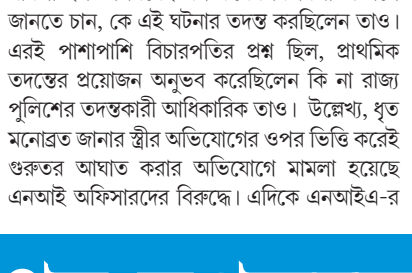

মামলা হল তা নিয়েই প্রশ্ন করেন বিচারপতি। সঙ্গে জানতে চান, কে এই ঘটনার তদন্ত করছিলেন তাও। এরই পাশাপাশি বিচারপতির প্রশ্ন ছিল, প্রাথমিক তদন্তের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন কি না রাজ্য পুলিশের তদন্তকারী আধিকারিক তাও। উল্লেখ্য, ধৃত মনোব্রত জানার স্ত্রীর অভিযোগের ওপর ভিত্তি করেই গুরুতর আঘাত করার অভিযোগে মামলা হয়েছে এনআই অফিসারদের বিরুদ্ধে। এদিকে এনআইএ-র তরফের আইনজীবী এদিন আদালতে দাবি করেন, সন্দেশখালিতে যা হয়েছিল ভূপতিনগরেও তাই হয়েছে। তিনি আরও জানান, হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির নির্দেশ অনুযায়ী ওই এলাকায় কাজ করতে যায় এনআইএ। অন্তত পাঁচজন জড়িত ছিলেন বলে দাবি এনআইএ-র। এরমধ্যে চার জনকে তলব করা হয়েছিল দু'বার। এরপরও তাঁরা যাননি। তদন্তে তাঁদের বিরুদ্ধে প্রমাণ উঠে আসায় তল্লাশিতে যায় এনআইএ। সঙ্গে এও জানানো হয়, ৬ এপ্রিল ভোর সাড়ে চারটেয় সাহায্য চাওয়া হয় পুলিশের কাছে। এরপর গ্রেপ্তার হন মনোব্রত। সে সময় অন্তত ১০০ মহিলা উপস্থিত ছিলেন বলে দাবি তদন্তকারী সংস্থার। মনোব্রত জানার স্ত্রীর অভিযোগ, ঠিক নয় বলেও দাবি করেন এনআইএ-র আইনজীবী। এনআইএ আধিকারিকদের বিরুদ্ধে যে এফআইআর করা হয়েছে, তার ভিত্তিতে যাতে কোনও পদক্ষেপ না করা হয় সেই আর্জিও জানানো হয় আদালতে।

আরামবাগের রণভূমে ভূমিকন্যার জয় দেখতে চায় তৃণমূল

শুভাশিস বিশ্বাস

বিজেপির বাড়বাড়ন্তে তৃণমূলের কাছে আরামবাগ ২০২৪-এ 'শক্ত' আসন। সেখানে দু'বারের সাংসদ অপরূপা পোদ্দারকে আর আরামবাগ আসনে প্রার্থী করেনি তৃণমূল। পরিবর্তে প্রার্থী করল এই মহকুমারই 'ভূমিকন্যা', মাটির বাড়ির বাসিন্দা মিতালি বাগকে। পেশায় অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী। বর্তমানে হুগলি জেলা পরিষদের সদস্য, গোঘাট ২ ব্লক মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রী। পঞ্চায়েত এবং পঞ্চায়েত সমিতির সদস্যের দায়িত্বও এক সময় সামলালেও জেলা তৃণমূলে তিনি অনেকেরই 'অপরিচিত'। ফলে কম পরিচিত প্রার্থীকে নিয়ে দলের স্থানীয় নেতারা দোলাচলে। 'কমজোরি' প্রার্থীর জয় নিয়ে অনিশ্চিত দলের এক পক্ষ। অন্যপক্ষের আশা, তৃণমূল স্তর থেকে প্রার্থী তুলে আনার সিদ্ধান্তই 'বাজিমাত' করবে। 'প্রতিবাদী ভাবমূর্তি'র জেরেই মিতালি টিকিট পেয়েছেন বলেই মনে করছেন অনেকে। নিজের দলেরই নেতা এবং দল পরিচালিত হাজিপুর পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে একাধিক বার বেআইনি ভাবে গাছ কাটা, দুর্নীতি, অন্যের দলীয় কার্যালয় দখল এরকম বেশ কিছু ঘটনায় সরব হতে দেখা গিয়েছিল এই মিতালিকে। আরামবাগের মধ্যে মোট সাতটি বিধানসভা কেন্দ্র রয়েছে যার ৬টি রয়েছে হুগলি জেলায়, একটি পশ্চিম মেদিনীপুর জেলায়। হুগলিতে থাকা বিধানসভা কেন্দ্রগুলির মধ্যে রয়েছে হরিপাল, তারকেশ্বর, পুরশুড়া, আরামবাগ, গোঘাট, খানাকুল। পশ্চিম মেদিনীপুরে রয়েছে চন্দ্রকোনা। ২০১৯-এর হিসেব অনুসারে এই কেন্দ্রে মোট ভোট দাতার সংখ্যা ১৬ লক্ষের উপর। সাক্ষরতার হার

৭৩.২ শতাংশ। এদিকে আরামবাগে রয়েছে বহুজাতিক মানুষের বসবাস। বৌদ্ধ রয়েছেন ০.০৩ শতাংশ, খ্রিস্টান ০.১৭ শতাংশ, শিখ ০.০৫ শতাংশ, জৈন ০.০৮ শতাংশ, মুসলিম ১৫.০৩ শতাংশ, তপসিলি জাতি ২৩.৬৫ শতাংশ, তপসিলি উপজাতি ৫.৭৩শতাংশ। একসময়ে এই আরামবাগে ছিল বামেদের একচ্ছত্র আধিপত্য।

আরামবাগের রাজনৈতিক ইতিহাস বলছে, শুরুতে এই লোকসভায় কিছু বছর ফরওয়ার্ড ব্লকের দাপট ছিল। ১৯৬৭-৭১ সাল পর্যন্ত আরামবাগের সাংসদ ছিলেন ফরওয়ার্ড ব্লকের অমিয়নাথ বোস। এরপর ১৯৭১ সালে জেতেন সিপিএম প্রার্থী মনোরঞ্জন হাজরা। ১৯৭৭-এ এই আসনেই জেতেন ভারতীয় লোক দলের প্রার্থী প্রফুল্ল চন্দ্র সেন। ১৯৮০ সালে ফের ক্ষমতায় ফেরে বামেরা। ১৯৮৪ সাল থেকে ২০০৯ সাল পর্যন্ত এই কেন্দ্রে একটানা সাংসদ থাকার জেরে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র আর বাম নেতা অনিল বসু এক সময় সমার্থক হয়ে ওঠেন। ২০০৪ সালে শেষবার যখন তিনি লোকসভায় নির্বাচিত হন তখন তাঁর প্রাপ্ত ভোটের পরিমাণ ছিল প্রায় ৭৭ শতাংশেরও বেশি। ৭ লাখ ৪০ হাজারেরও বেশি ভোট পেয়েছিলেন সেবার। এই ফল দেখে চমকে গিয়েছিল সারা দেশ। এরপর ২০০৯ সালে জেতেন সিপিএমের শক্তি মোহন মালিক। তবে ২০০৯-এও যখন রাজ্যের একাধিক জায়গায় বামেদের পরাজয় হয় তখনও আরামবাগ নিজেদের দখলে রাখতে পেরেছিল সিপিএম। তবে আরও আশ্চর্যজনক হল, এই লোকসভা কেন্দ্রে বেশ কয়েকবার দ্বিতীয় স্থানে থেকেছে বিজেপি।

বিস্তারিত পৃষ্ঠা ২-এ

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ১০/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ২৫৬৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Jaydeb Das S/o. Late Phakir Das ও Dhananjay Das S/o. Late Phakir Das R/o. Bankipur, Somra, Balagarh, Hooghly-712123, W.B. উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪ জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৩৪৪৪ নং এফিডেভিট বলে আমি Sashank Agarwala S/o. Santosh Kumar Agarwala (old name) R/o. 4, Library Lane, Serampore, Hooghly-712201, W.B., নাম পরিবর্তন করিয়া সর্বত্র Sashank Agarwal S/o. Santosh Kumar Agarwal (new name) নামে পরিচিত হইয়াছি। Sashank Agarwala S/o. Santosh Kumar Agarwala & Sashank Agarwal S/o. Santosh Kumar Agarwal উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম পরিবর্তন

আমি মনোজ কুমার ঘোড়ই, পিতা- ভরত কুমার ঘোড়ই, সাং- কৃষ্ণনগর, পোষ্ট- দোরো কৃষ্ণনগর, থানা- সুতাহাটা, জেলা- পূর্ব মেদিনীপুর, গত ইং ১৮/০৩/২০২৪ তারিখে ইসলামিক শরীয়ত মোতাবেক **ইসলাম ধর্মে ধর্মান্তরিত হইয়া সেখ আরমান নাম গ্রহন করিয়াছি** এবং ইং ০১/০৪/২০২৪ তারিখে তন্মর্মে নোটারী পাবলিক তমলুক এর নিকট ১০২৪০ নং এ্যাফিডেভিট করিয়াছি। **মনোজ কুমার ঘোড়ই**, **পিতা- ভরত কুমার ঘোড়ই** ও **সেখ আরমান**, **পিতা- ভরত কুমার ঘোড়ই** এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হইতেছে।

বিজ্ঞপ্তি

মাননীয় ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত, চন্দননগর

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নম্বর ৫৮/২০১৬

শ্যামাপ্রসাদ মোহন্ত দীং

...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব সাধারণকে জানানো যাইতেছেন যে, উমাপ্রসাদ মোহন্ত পিতা- দেবীপ্রসাদ মোহন্ত, সাং- ১৯ নং ভূদেব মুখার্জী রোড, বড়বাজার, পোঃ ও থানা- চন্দননগর, জেলা- হুগলী ইংরাজী ২৫/০৮/২০০৩ তারিখে পরলোকগমন করিয়াছেন। মৃত ব্যক্তির ত্যক্ত Standard Chartered Bank, Kolkata, 33130073123 নং A/C এর Term Deposit-এ গচ্ছিত ১,২১,৬৪২.১৪/- (এক লক্ষ একুশ হাজার ছয়শত বিয়াল্লিশ টাকা ও চোদ্দ পয়সা) তৎসহ সুদ, উক্ত 33130073131 নং A/C-এর Term Deposit-এ গচ্ছিত ১৮,৪৬,৯৪০.৫০/- (আঠারো লক্ষ ছেচল্লিশ হাজার নয়শত চল্লিশ টাকা ও পঞ্চাশ পয়সা) তৎসহ সুদ ও 33110097329 নং Savings A/c-এ ৫,৬৮,১৪৩.৮৯/- (পাঁচ লক্ষ আটষট্টি হাজার একশত তেতাল্লিশ টাকা ও ঊননব্বই পয়সা) তৎসহ সুদ একুনে ২৫,৩৬,৭২৬.৫৩/- (পঁচিশ লক্ষ ছত্রিশ হাজার সাতশত ছাব্বিশ টাকা ও তিপান্ন পয়সা) তৎসহ সুদ চাহিয়া অত্র আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। উক্ত বিষয়ে কাহারো কোন আপত্তি থাকিলে অত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ হইতে ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে নিজে/ উপযুক্ত মাধ্যমে অত্র আদালতে হাজির হইয়া আপত্তি দাখিল করিবেন। অন্যথায় নির্দিষ্ট সময়ান্তে একতরফা শুনানী শেষে দরখাস্তকারীর পক্ষে তাহার প্রার্থনা মঞ্জুর হইবে।

দরখাস্তকারী পক্ষের
উকিলবাবু
নেপাল চন্দ্র সেন
আইনজীবী

অনুমত্যানুসারে
সন্দীপ দাস
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,
চন্দননগর

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী, ডিঃ ডেলিগেট আদালত, চুঁচুড়া সদর, হুগলী

এ্যাক্ট ৩৯ কেস নং- ৪১/২০২২ সাল

শ্রী লাল্টু কৈরী, ...দরখাস্তকারী

এতদ্বারা সর্ব্ব সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, জেলা- হুগলী, থানা- গুড়াপের অধীন, সাং-দূর্গাপুর নিবাসী অধুনামৃত মুনিলাল কৈরী, পিতা- স্বর্গীয় লোচন কৈরী মহাশয়ের কর্তৃক নিম্ন তপশীল বর্নিত সম্পত্তি লইয়া সম্পাদিত গত ইংরাজী ২৫/০৮/২০২০ তারিখের 'উইল' প্রবেট পাইবার জন্য উপরোক্ত দরখাস্তকারী চুঁচুড়াস্থিত হুগলী ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালতে দরখাস্ত করিয়াছেন। যদি কোন স্বার্থ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি উক্ত দরখাস্তের বিরুদ্ধে কোন আপত্তি প্রদান করিতে চাহেন তাহা হইলে তিনি স্বয়ং বা উপযুক্ত ব্যক্তি মারফৎ বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার ৩০ দিনের মধ্যে অত্র আদালতে হাজির হইবেন অন্যথায় দরখাস্তকারীর অনুকূলে একতরফা শুনানী হইবে।

তপশীল

জেলা- হুগলী, এ্যাডিশন্যাল ডিষ্ট্রীক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিস- ধনিয়াখালী, থানা- গুড়াপ, ১৬৮ নং জে. এল. ভূক্ত পূর্ব নারায়নপুর মৌজায় হাল ১৫৮ নং খতিয়ানে ভূক্ত সাবেক ২৬২ তথা হাল ২৯০ দাগে ০২ শতক শুনা জমি, সাবেক ২৭০ তথা হাল ২৯৬ দাগে ৪৮ শতক ডাঙ্গা জমি, সাবেক ২৭৩ তথা হাল ২৯৯ দাগে ১৭ শতক শালি জমি, সাবেক ২৮০ তথা হাল ৩০৮ দাগে ৪৯ শতক শুনা জমি ও সাবেক ২৭৮/৭১৭ তথা হাল ৩০৬ দাগে ৩৭ শতক শালি জমি এবং জেলা-হুগলী, এ্যাডিশন্যাল ডিষ্টীক্ট সাব রেজিষ্ট্রী অফিস- ধনিয়াখালী, থানা-গুড়াপ, ১৬৫ নং জে. এল. ভূক্ত গোপালপুর মৌজায় হাল ৩৪২ নং খতিয়ানে ভূক্ত সাবেক ৮৫০ তথা হাল ৮৯৬ দাগে ৩১ শতক শালি জমি, সাবেক ৮৫০ তথা হাল ৮৯৮ দাগে ২৬ শতক শালি জমি, সাবেক ৮৫০ তথা হাল ৯০৪ দাগে ২৭ শতক শালি জমি, সাবেক ৮১২ তথা হাল ৮৬৭ দাগে ২০ শতক শালি জমি, সাবেক ৮৫০ তথা হাল ৮৯৭ দাগে ১৭ শতক শালি জমি, সাবেক ৮৫১ তথা হাল ৯০৬ দাগে ০৫ শতক শালি জমি, সাবেক ৮৫১ তথা হাল ৯০৭ দাগে ১৯ শতক শালি জমি, সাবেক ৮৫১ তথা হাল ৯০৮/১৯৬৬ দাগে ০৬ শতক শালি জমি ও সাবেক ৮৫০ তথা হাল ৯০৫ দাগে ৬০ শতক শালি জমি।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
শান্তনু ঘোষাল
উকিলবাবু

আদালতের অনুমতি অনুসারে
শ্রী চরণ সিং
সেরেস্তাদার
ডিষ্ট্রীক্ট ডেলিগেট আদালত,
চুঁচুড়া, হুগলী

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১১ই এপ্রিল। ২৮শে চৈত্র। বৃহস্পতিবার। দুর্গা তৃতীয়া তিথি। জন্মে মেষ রাশি। অষ্টোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল বিংশোত্তরী শুক্র র মহাদশা কাল। মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : বন্ধু স্বজন থেকে সতর্ক। পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : এক প্রভাবশালী রাজনৈতিক ব্যক্তির দ্বারা সম্মান প্রাপ্তি। শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : সতর্ক থাকুন। যে প্রভাবশালী নেতা কথা দিয়েছিলেন তা এক মায়া। প্রেমিক কে বিশ্বাস করে-সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : গুপ্ত শত্রুতা। পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : শুভ। নতুন উদ্যমে আবার, জমি-জমা-কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত-সাংবাদিক-লেখক-মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সন্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্ত্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো।তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে-তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্ত্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতির সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনস্তত্র পাঠ।

মকর রাশি : সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(আজ চৈত্র বাসন্তী শ্রীশ্রী দুর্গা তৃতীয়া তিথী।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার, সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি, প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪

নদিয়া

টাইপ কর্ণার, নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮

রাজ টেলিকম, অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, মোঃ ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ, শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩২, মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।

অবসর, ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ ৭৪০৭৪৮০১০৮।

সবিতা কমিউনিকেশন, প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১

পূর্ব মেদিনীপুর

আইনক্স অ্যাড এজেন্সি
সুরজিৎ মাইতি, পিটপুর, কেশপাট, পূর্ব মেদিনীপুর-৭২১১৩৯, মোঃ ৯৭৩২৬৬৬০৫২

শ্যাম কমিউনিকেশন, দেবব্রত পাঁজা, দেউলিয়া বাজার, জেলা - পূর্ব মেদিনীপুর, পিন: ৭২১১৫৪, মোঃ ৯৪৭৪৪৪৬৮৯৬/ ৭০৭৪৪৯৩৭৯৬

আরামবাগের রণভূমে ভূমিকন্যার জয় দেখতে চায় তৃণমূল

প্রথম পাতার পর...

এরপর ২০১১-তে পালাবদলের ছোঁয়া লাগে আরামবাগের রাজনীতিতেও। ধীরে ধীরে শক্তি বৃদ্ধি হতে থাকে ঘাসফুল শিবিরের। ২০১৪ সালে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে প্রথম জয় আসে তৃণমূলের। জেতেন তৃণমূল প্রার্থী আফরিন আলি ওরফে অপরূপা পোদ্দার। ২০১৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে অপরূপা পান ৭,৪৮,৭৬৪ ভোট। সেবারও দ্বিতীয় স্থানে ছিল বামেরা।

সিপিআইএম প্রার্থী শক্তি মোহন মালিক পেয়েছিলেন ৪,০১,৯১৯ ভোট। অন্যদিকে বিজেপি প্রার্থী মধুসূদন বাগ পেয়েছিলেন ১,৫৮,৪৮০ ভোট। এরপর ২০১৯ সালের রকেটের গতিতে উত্থান ঘটে বিজেপির। লোকসভা নির্বাচনেও ৬,৪৯,৯২৯ ভোট পেয়ে অপরূপা জিতলেও বিজেপির তপন কুমার রায় ৬,৪৮,৭৮৭ ভোট পেয়ে চলে আসেন দ্বিতীয় স্থানে। এরপর ২০২১-এ গেরুয়া ঝড়ের এই ট্রেন্ড বজায় থাকে আরামবাগে। পুরশুড়া, খানাকুল, আরামবাগ ও গোঘাটে জেতে বিজেপি। তবে ২০২৪-এ বঙ্গে যে ক'টি আসন টার্গেট করেছে বিজেপি তার মধ্যে একটি নিঃসন্দেহে এই আরামবাগ।কারণ হল, অপরূপা পোদ্দার এখানে ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে জিতেছিলেন মাত্র ১১৪২ ভোটে। নির্বাচন কমিশনের হিসেবে, গোটা রাজ্যে সর্বনিম্ন ব্যবধানে জয় এই আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্র। এমনকী আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রের নির্বাচনের ইতিহাসেও তাই। এই অঙ্ক থেকেই এবার টার্গেট করা হয়েছে আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রকে। আর তৃণমূল প্রার্থী মিতালিকে হালকা ভাবেই নিচ্ছে বিজেপি। মিতালিকে প্রার্থী করার পর আরামবাগ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি সভাপতি বিমান ঘোষের মন্তব্য ছিল, 'তৃণমূল জানে, আরামবাগ বিজেপির শক্ত ঘাঁটি। তাই ভোটে আমাদের ওয়াকওভার দিল।' লড়াই বিজেপির কাছে এতো সহজ হবে কি না তা নিয়ে প্রশ্ন কিন্তু থেকেই যাচ্ছে। কারণ, মোদির সভার দিন আরামবাগের বিজেপি বিধায়ক মধুসূদন বাগের ছবি ও বিজেপির লোগো সহ পোস্টার নজরে আসে।যেখানে লেখা ছিল 'আরামবাগ লোকসভা কেন্দ্রে বর্তমান বিধায়ক জননেতা মধুসূদন বাগকে প্রার্থী করতে হবে, এছাড়া অন্য কাউকে মানা হবে না'। এমন এক পোস্টার ঘিরে অস্বস্তিতে পড়ে আরামবাগ বিজেপি নেতৃত্ব। যদিও ঘটনায় বিজেপির দাবি, শাসক দলের মদতে লাগানো হয়েছে এই পোস্টার। তবে প্রার্থী নিয়ে বিজেপির অন্দরে যে লড়াই চলছে তা কিন্তু স্পষ্ট হয় এই ঘটনায়। ফলে সব মিলিয়ে ২০১৯ সালে যে হাওয়া ছিল বিজেপির তা এখন নেই বলে মনে করে তৃণমূল কংগ্রেস। এদিকে ২০২৪ শে লোকসভা নির্বাচনে সিপিআইএম এর প্রার্থী করা হয়েছে স্কুল শিক্ষক এবং সমাজসেবক বিপ্লব মৈত্রকে। খানাকুলের সিপিএমের ৩ বারে বিধায়ক বংশীবদন মৈত্রের ছেলে এই বিপ্লব মৈত্র। বামদুর্গ বলে একদা পরিচিত আরামবাগে দুই ফুলের সঙ্গে লড়াইয়ে বিপ্লব কতটা যুঝতে পারেন এখন সেটাই দেখার।

অজ্ঞ লোকেরা রাজনীতি করলে সেটা অজ্ঞতার রাজনীতিই হয়, হোমিওপ্যাথি দিবসে খোঁচা বিজেপি প্রার্থী রথীনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার হাওড়ার নতুন রাস্তার কাছে 'অল বেঙ্গল হোমিওপ্যাথি ডক্টর ফোরাম'-এর উদ্যোগে আয়োজিত একটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে রাজ্য সরকারকে অজ্ঞ বলেই কটাক্ষ করলেন হাওড়ার বিজেপি প্রার্থী ও হোমিওপ্যাথি চিকিৎসক রথীন চিকিৎসক। তিনি বলেন, 'অজ্ঞ লোকেরা রাজনীতি করলে সেটা অজ্ঞতা মিশ্রিত রাজনীতি হয়ে যায়। রাজ্য সরকার বরাবরই হোমিওপ্যাথি নিয়ে একটা বিমাতৃসুলভ আচরণ করে এসেছে। রাজ্যের হোমিওপ্যাথি কলেজগুলোতে পঠন-পাঠন প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ার মুখে, সেখানে সঠিক সময়ে চিকিৎসক নিয়োগ করা হয় না। প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী অজিত পাঁজা প্রান্তিক এলাকার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে বহু পদ সৃষ্টি করেছিলেন, সেগুলোকে সঠিকভাবে পরিচালনা ও কর্তব্যরত চিকিৎসকদের উৎকর্ষতাকে ব্যবহার করা হচ্ছে না। তাদেরকে শুধুমাত্র সহকারী হিসাবে ব্যবহার করা হচ্ছে। এতে বহু রোগ এমন আছে যা প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে সম্পূর্ণ নির্মূল করা সম্ভব নয়।

এছাড়াও রথীন দাবি করে বলেন বর্তমানে বিশ্বে বিকল্প চিকিৎসা পদ্ধতি বলে কিছু নেই। এখন উন্নত দেশ সহ বহু দেশে আলোপ্যাথির সঙ্গে হোমিওপ্যাথি একইসঙ্গে ব্যবহার করা হচ্ছে। এটা কোনও কুস্তির প্রতিযোগিতা নয়। তাই এখন 'কমপ্লিমেন্টারি চিকিৎসা' বলে উল্লেখ হয়, যদিও এটা নিয়ে রাজ্য সরকারের মাথায় কিছুই নেই। তাই স্বাস্থ্যসাথীতে হোমিওপ্যাথিকে জায়গা দেওয়া হিয় নি, সেক্ষেত্রে আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পে একে জায়গা দেওয়া হয়েছে। গোটা বিশ্বের বহু দেশে হোমিওপ্যাথিকে প্রচলিত চিকিৎসা পদ্ধতিতে অন্তর্ভুক্ত করেছে। দেশের সরকার হাওড়ার বিই কলেজে মৌলিক পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করেছে। আর চিকিৎসা শাস্ত্রে উত্তীর্ন হলে তাকে সারাজীবনের জন্য শংসাপত্র দেওয়া হয়। অথচ রাজ্যে হোমিওপ্যাথির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সময় উল্লেখ করে তাকে শংসাপত্র দেওয়া হচ্ছে, এটা কেউ শোনে নি। কেন্দ্রীয় সরকার যখন এত উদ্যোগ নিচ্ছে সেখানে রাজ্যে এর কোনো অগ্রগতি হওয়ার পরিস্থিতি চোখে পড়ছে না।

এই পরিস্থিতির জন্য রাজনীতি ও অজ্ঞতা দুয়ের মিশ্রনে এক অদ্ভুত পরিস্থিতি সৃষ্টি করেছে বলেই দাবি করেন চিকিৎসক রথীন চক্রবর্তী।

ইদে চলছে লাচ্চা সিমাই কেনাবেচা।

এমসিসিআই-আয়োজিত ভারত-ইথিওপিয়া দ্বিপাক্ষিক বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখছেন ইথিওপিয়ার রাষ্ট্রদূত আম্ব পিটার মুনিরি। পাশে রয়েছেন এমসিসিআই-এর প্রাক্তন সভাপতি ঋষভ কোঠারি।

শুভেন্দুকে মানহানি মামলার চিঠি ধরাচ্ছেন পার্থ ভৌমিক

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর : পাহাড়ে জিটিএ এলাকাতে নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় 'রহস্যময়' চিঠির হদিশ মিলল। কলকাতা হাই কোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসুকে সেই চিঠি দেন নামপ্রকাশে অনিচ্ছুক এক ব্যক্তি। আদালত সেই চিঠির সত্যতা অনুসন্ধান করার নির্দেশ দেয় সিবিআইকে। আদালতের নির্দেশ, আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সিবিআইকে ওই চিঠির সত্যতা অনুসন্ধান করে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। একইসঙ্গে ওইদিন জিটিএকেও আদালতে রিপোর্ট জমা দিতে হবে। সূত্র বলছে, রহস্যময় চিঠিতে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক-সহ শাসকদলের একাধিক নেতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

যদিও এপ্রসঙ্গে তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের সাফাই, শুভেন্দু অধিকারী নাকি তাঁর নাম বলেছে। তাঁর নাম কোথাও জড়ায়নি।

পার্থ ভৌমিক বলেন, তিনি মানহানি মামলার চিঠি পাঠাচ্ছেন শুভেন্দুর অধিকারীর কাছে। যেহেতু শুভেন্দু অধিকারী তাঁর নাম উচ্চারণ করেছেন। পার্থর দাবি, তাঁর স্বচ্ছ ভাবমূর্তি নষ্ট করার চেষ্টা চলছে। কিন্তু ব্যারাকপুরের মানুষ তাঁকে ভালো করেই চেনেন ।

গোলাবাড়ি থানা এলাকা থেকে উদ্ধার লক্ষ লক্ষ টাকা, ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: লোকসভা নির্বাচন ঘোষণা হয়ে যাওয়ার পর থেকেই একাধিক স্থান থেকে নগদ টাকা উদ্ধার হয়েছে। এবার ওড়ার গোলাবাড়ি থানা এলাকা থেকেও উদ্ধার হল লক্ষ লক্ষ টাকা। নির্বাচন কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন স্থানে চলছে নাকা চেকিং ও কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল। কড়া নিরাপত্তার মাধ্যমে নাকা চেকিংয়ের কাজও শুরু হয়েছে। আর সেই নাকা চেকিংয়ে উদ্ধার হল লক্ষ লক্ষ টাকা।

পুলিশ সূত্রে খবর বুধবার দুপুর বারোটা নাগাদ গোলাবাড়ি থানার সামনে নাকা চেকিং এর সময় একটি গাড়িকে দেখে কর্তব্যরত পুলিশের সন্দেহ হয়। গাড়ি দাঁড় করিয়ে গাড়িটিতে পুলিশ আধিকারিকরা তল্লাশি শুরু করেন। সেখান থেকে দু'টি ব্যাগ উদ্ধার হয়। সেখান থেকেই মেলে ৫৮ লক্ষ ৭১ হাজার নগদ । গ্রেপ্তার করা হ. প্রশান্ত কুমার সোনি(৩৯) ও ভূপিন্দর সিং(৩৪) নামের দুইজন ব্যক্তি। পুলিশ সূত্রের খবর এরা মধ্যপ্রদেশের বাসিন্দা। পুলিশ সূত্রে খবর আয়কর দপ্তরের খ বর দেওয়া হয়েছে। আয়কর দপ্তরের আধিকারিকদের হাতে ওই টাকা তুলে দেওয়া হয়। এদের বিরুদ্ধে আইনের নির্দিষ্ট ধারাতে মামলা রুজু করা হয়েছে।

অখিল ভারত জয়গুরু সংঘের বার্ষিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিবেদন শ্রীশ্রীঠাকুর সীতারামদাস ওঙ্কারনাথদেব প্রতিষ্ঠিত অখিল ভারত জয়গুরু সম্প্রদায় পরিচালিত পার্কের নামের ৬৮তম বার্ষিক সম্মেলন সম্পন্ন হল উত্তর কলকাতা কোম্পানি বাগান সংলগ্ন হরিনামতলায়। এই উপলক্ষে সারাদিনব্যাপী অখণ্ড নামসংকীর্তন, ঠাকুর কথা, প্রসাদ বিতরণ করা হয়। ধর্মকথায় অংশ নেন কিঙ্কর শ্যামানন্দজি, ওঙ্কারনাথজির প্রিয় পার্শ্বদ স্মরণানন্দজি।

ওঙ্কারনাথদেবের মানসপুত্র ত্রিদণ্ডিস্বামী পরাঙ্কুশ রামানুজ প্রতিষ্ঠিত ও প্রবর্তিত হুগলি ত্রিবেণী সংলগ্ন পারোল কমলামাতা আশ্রমে মঙ্গলবার ১৬ এপ্রিল অন্নপূর্ণ পূজার আয়োজন করা হয়েছে।

প্রথম দফায় কোথায় কত বাহিনী, তার হিসাব দিল নির্বাচন কমিশন

নিজস্ব প্রতিবেদন: লোকসভা ভোট দোরগড়ায়। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফায় ভোট হবে জলপাইগুড়ি, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহারে। এরই মধ্যে প্রথম দফার ভোটে কোথায় কত কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হবে তার হিসাব দিল নির্বাচন কমিশন।

প্রথম থেকে বাংলার প্রতিটি বুথেই অর্থাৎ মোট ৮০ হাজার ৫৩০ বুথে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করানোর কথা ঘোষণা করেছিলেন নির্বাচন কমিশন। বাংলায় প্রথমেই ১৭৭ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হয়েছিল। এরপর আরও ১০০ কোম্পানি কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানো হচ্ছে রাজ্যে।

প্রথম দফায় কোথায় কত বাহিনী মোতায়েন করা হবে, তার তালিকা প্রকাশ করল নির্বাচন কমিশন। তবে কমিশন সূত্রে খবর হাতে থাকা ১৭৭ কোম্পানি বাহিনীর পুরোটাই ভোটে ব্যবহার করা হচ্ছেনা। প্রথম দফায় ভোট সামলাবে ১৬৩ কোম্পানি বাহিনী। বাকি বাহিনী রাজ্যের অন্যান্য জেলায় মোতায়েন থাকবে। এরিয়া ডমিনেশন, রুট মার্চের মত দৈনন্দিন কাজ চালিয়ে যাবে।

নির্বাচন কমিশন সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রথম দফায় কোচবিহারে সবচেয়ে বেশি বাহিনী মোতায়ন করছে কমিশন। ১১২ কোম্পানি বাহিনী মোতায়েন থাকবে কোচবিহারে। আলিপুরদুয়ার ৬৩ কোম্পানি, জলপাইগুড়িতে ৭৫ কোম্পানি, শিলিগুড়িতে ১৩ কোম্পানি বাহিনী থাকবে। নিশীথ প্রামাণিকের কোচবিহার যথেষ্ট উত্তেজনামূলক কেন্দ্র। সেদিকে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে।

রাজ্যের একশো শতাংশ বুথকেই স্পর্শকাতর হিসাবে গণ্য করে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে চাইছে কমিশন। সুষ্ঠু ও অবাধ নির্বাচনই লক্ষ্য। এবারের লোকসভা নির্বাচনে মোট ৯২০ কোম্পানি বাহিনী দিয়ে ভোট করাতে চাইছে কমিশন। বিশেষজ্ঞরাই বলছেন, সেই সংখ্যা আরও বাড়তে পারে প্রয়োজন বুঝে।

প্রথম দফায় বেশি পরিমাণ বাহিনী মোতায়েন নিয়ে একটা সংশয় তৈরি হয়েছিল। কিন্তু এবার সব ঠিক হয়ে গিয়েছে। প্রথম দফাতে কোচবিহারে সব থেকে বেশি কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন করা হচ্ছে। কারণ, গত পঞ্চায়েত নির্বাচনে কোচবিহারেই ফলিমারিতে বুথের মধ্যে ঢুকে বিজেপি এজেন্টকে বোমা ছুড়ে খুনের অভিযোগ উঠেছিল। এই কোচবিহারেই আবার শীতলকুচি বিধানসভা কেন্দ্র। গত একুশের নির্বাচনে সেখানেও রক্ত ঝরে। তাই নির্বাচন কমিশন খুবই সতর্ক।

কে কাকে বাঁচায়, আর কে কাকে মারে ভোটের পর দেখা যাবে

পাল্টা হুঁশিয়ারি অর্জুন সিংয়ের

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: মঙ্গলবার হুগলির সিঙ্গুরে সংগঠনিক বৈঠকে যোগ দিয়ে বিরোধীদের নিশানা করেন তৃণমূলের সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। সেখানে তিনি বিজেপিকে হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'কি পরিণতি হয় দেখবেন। বাঁচানোর লোক থাকবে না।' বুধবার সকালে ভোট প্রচারে বেরিয়ে পাল্টা ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিংয়ের হুঁশিয়ারি, 'ভোটের পর দেখা যাবে কে কাকে বাঁচায়, আর কে কাকে মারে।' তাঁর দাবি, '২০১৯ সালে জিতেছি। এবারও জিতবো।' এদিন নৈহাটি বিধানসভা কেন্দ্রের কাঁপা চাকলা গ্রাম পঞ্চায়েতের চাকলা ঠাকুরতলা থেকে তিনি ভোট প্রচার শুরু করেন। উক্ত পঞ্চায়েতের বিস্তীর্ন গ্রাম পরিক্রমা শেষে কল্যাণী এক্সপ্রেসওয়ে সংলগ্ন জয় জওয়ান ক্লাবের সামনে তিনি প্রচার শেষ করেন। এদিন প্রচারে তাঁর সঙ্গে ছিলেন নৈহাটি গ্রামীণ মন্ডলের সভাপতি সুকুমার দাস ও দলীয় নেত্রী সোমা দাস, রানা দাশগুপ্ত প্রমুখ।

বড় কেলেঙ্কারি বাংলায় মিড ডে মিল প্রকল্পে

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: 'তৃণমূল শুধু গরিব মানুষের রেশন চুরি করেনি। শিশুদের খাবারও চুরি করেছে। রাজ্যে মিড ডে মিল প্রকল্পে ব্যাপক দুর্নীতি হয়েছে।', বুধবার সন্ধেয় জগদ্দল মণ্ডল-২ অধীনস্থ ভাটপাড়া পুরসভার ২৭ নম্বর ওয়ার্ডের শালবাগান অটো স্ট্যান্ডের কাছে নির্বাচনী কার্যালয়ের উদ্বোধনে এসে এমনটাই বললেন ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন তিনি দাবি করলেন, দেশের সবচেয়ে বড় কেলেঙ্কারি বাংলায় মিড ডে মিল প্রকল্পে হয়েছে। তাঁর কথায়, তৃণমূল এমন একটা দল। যা প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানিতে পরিণত হয়েছে। প্রসঙ্গত, অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বারবার বলেন, তিনি যদি চুরি করে থাকেন। প্রমাণিত হলে তিনি নাকি ফাঁসির মঞ্চে ঝুলবেন। এ প্রসঙ্গে বিজেপি প্রার্থী বলেন, 'প্রায় ২৮ কোটি টাকার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করেছে কেন্দ্রীয় এজেন্সি। চুরির পয়সা না হলে বাজেয়াপ্ত হল কী করে?'

একদিন আমার শহর

কলকাতা ১১ এপ্রিল ২০২৪ ২৮ চৈত্র ১৪৩০ বৃহস্পতিবার

বরানগরে উপ নির্বাচনে বামেদের প্রার্থী প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্য

বারাসতে ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রার্থী বদল

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: তৃণমূল ও বিজেপি আগেই প্রার্থী ঘোষণা করেছিল। এবার বরানগর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে প্রার্থী ঘোষণা করল বামফ্রন্ট। তৃণমূলের অভিনেত্রী প্রার্থী সায়ন্তিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজেপির সজল ঘোষের সঙ্গে ভোট লড়াইয়ে নামার জন্য বামেরা বেছে নিয়েছে তাদেরই লড়াকু এক সৈনিক প্রাক্তন বিধায়ক তন্ময় ভট্টাচার্যকে। সায়ন্তিকা-সজল ঘোষদের বিরুদ্ধে বর্ষীয়ান মুখেই আস্থা রাখল সিপিএম । ২০১৬ সালে উত্তর দমদম থেকে বিধায়ক হয়েছিলেন তন্ময়। এদিকে বারাসতের ফরওয়ার্ড ব্লক প্রার্থীর বিজেপি যোগের জল্পনা ছিল। শেষমেশ ওই প্রার্থীও বদলে দিল ফরওয়ার্ড ব্লক। প্রবীর ঘোষের বদলে ওই কেন্দ্রে বামেদের হয়ে লড়বেন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়।

তৃণমূল থেকে বিজেপিতে যোগ দেওয়া বিধায়ক তাপস রায় পদত্যাগ করায় বরানগরে উপনির্বাচন হবে। জাতীয় নির্বাচন কমিশন জানিয়েছিল, যে এলাকায় যেদিন ভোট, সেদিনই উপনির্বাচন। ফলে লোকসভা ভোটের আবহেই বাংলার ভগবানগোলা ও বরানগর বিধানসভা কেন্দ্র দু'টিতে ভোট হবে। সূচি অনুযায়ী, ১ জুন ভোট হবে বরানগরে। ইতিমধ্যেই ওই আসনে প্রার্থী দিয়েছে তৃণমূল এবং বিজেপি।

তন্ময় ভট্টাচার্য রাজ্য রাজনীতিতে পরিচিত নাম। উত্তর ২৪ পরগনা জেলা সিপিএমের সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। উত্তর দমদম কেন্দ্র থেকে আগে বিধায়কও ছিলেন। সুবক্তা হিসাবে পরিচিতি আছে। বামেরা দমদম কেন্দ্রে প্রার্থী করছে সুজন চক্রবর্তীকে। তারা চাইছিল বরানগরেও শক্তিশালী কাউকে প্রার্থী করতে যাতে সুজনের লড়াইয়ে সুবিধা হয়। উপনির্বাচনের পাশাপাশি লোকসভার এক আসনেও প্রার্থী ঘোষণা করেছে বামফ্রন্ট। জয়নগর থেকে আরএসপির টিকিটে লড়বেন সোমেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এই কেন্দ্রটিতে দাবি ছিল কংগ্রেসের।

তিহাড়ে বসে নির্বাচন লড়বেন পার্থ ভৌমিক, বিস্ফোরক অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: তিহাড় জেলে বসেই নির্বাচন লড়বেন তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিক। বুধবার নোয়াপাড়া বিধানসভা কেন্দ্রের গারুলিয়ায় ভোট প্রচারে বেরিয়ে সাংবাদিকদের প্রশ্নের উত্তরে এমনটাই দাবি করলেন বিদায়ী সাংসদ তথা ব্যারাকপুর কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। এদিন বিকেলে গারুলিয়ার লেনিননগর খেলার মাঠ থেকে তিনি ভোট প্রচার শুরু করেন। গারুলিয়ার সূর্যনগর, রাধানগর-সহ বিস্তীর্ন অঞ্চল পরিক্রমা করে তিনি লেনিন নগর চৌমাথায় প্রচার শেষ করেন। এরপর সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন বিজেপি প্রার্থী অর্জুন সিং। তিনি বলেন, 'আমি অনেকবার বলেছিলাম সন্দেশখালি টু নৈহাটি। সিবিআই দুয়ারে হাজিরা দেবে। এবার পাহাড়ে নিয়োগ দুর্নীতিতে স্বনামধন্য তৃণমূল প্রার্থী পার্থ ভৌমিকের নামও জড়িয়েছে।' বিজেপি প্রার্থীর দাবি, খুব শীঘ্রই দেখ বেন তিহাড় জেলে বসে উনি নির্বাচন লড়বেন। প্রসঙ্গত, প্রচারে বেরিয়ে বারবার পার্থ ভৌমিক ব্যারাকপুরে 'গুন্ডারাজ' দমন করার দাবি করছেন। যদিও এই গুন্ডারাজ নিয়ে অর্জুন সিং বলেন, 'তার মানে ব্যারাকপুরে গুন্ডারাজ কায়েম আছে। এখানে সরকার তৃণমূলের। পুলিশ মন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তবুও 'গুন্ডারাজ' কায়েম হল কী করে? প্রশ্ন অর্জুন সিংয়ের। তাঁর দাবি, বিজেপিতে একটাও গুন্ডা নেই। এদিনের ভোট প্রচারে হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সম্পাদক কুন্দন সিং, গারুলিয়া মণ্ডল-১ সভাপতি সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়, দলীয় নেত্রী সোমা দাস প্রমুখ।

আজ খুশির ইদ, সুষ্ঠুভাবে অনুষ্ঠান সম্পাদনে নিরাপত্তাতে কড়াকড়ি

ছুটির দিনে কম চলবে মেট্রো

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, বৃস্পতিবার রাজ্য জুড়ে খুশির ইদ পালিত হবে। এই উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। সকাল ন'টায় রেড রোডে প্রথা মেনে ইদের বিশেষ নমাজ হবে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রতিবছর ওই জমায়েতে উপস্থিত থাকেন। এছাড়াও রাজ্যের নানা প্রান্ত থেকে বহু মানুষ ওই অনুষ্ঠানে যোগ দেবেন। ইদ উপলক্ষে শহরের নিরাপত্তা ব্যবস্থা জোরদার করা হচ্ছে। রেড রোড তথা শহরের গুরুত্বপূর্ণ জায়গা ও দর্শনীয় স্থানগুলিতে বাড়তি পুলিশ মোতায়ন করা হয়েছে। আজ শহরে তিন হাজারের বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন থাকবেন বলে জানা গিয়েছে। মেট্রো রেলওয়ে স্টেশন, বিমানবন্দর,শিয়ালদা হাওড়ার মতো জায়গায় বাড়তি পুলিশি নজরদারি রাখা হচ্ছে।

ক্যাপশন-ইদ উপলক্ষে আলোয় সেজেছে কলুটোলা।

তবে ইদে ছুটির দিনে কম মেট্রো চলবে। কলকাতা মেট্রো রেল এক বিজ্ঞপ্তি জারি করে জানিয়েছে, ১৩০টি মেট্রোর পরিবর্তে বৃহস্পতিবার এসপ্ল্যানেড-হাওড়া ময়দান রুটে মেট্রো চলবে ১২২টি। দুটি মেট্রোর মাঝে সময়ের ব্যবধানও বাড়ানো হচ্ছে। জানা গেছে, ১২, ১৫ ও ২০ মিনিট অন্তত অন্তর চলবে মেট্রো। বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, এসপ্ল্যানেড-হাওড়া ময়দান রুটে ৬১টি মেট্রো এসপ্ল্যানেড থেকে এবং ৬১টি ছাড়বে হাওড়া ময়দান থেকে। দু'দিক থেকেই প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায় এবং শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯.৪৫-এ।

শিয়ালদহ-সেক্টর ৫ রুটে ১০৬টি মেট্রোর পরিবর্তে ৯০টি মেট্রো চলবে। দিনের প্রথম ও শেষ মেট্রোতে কোনও রদবদল করা হচ্ছে না। অন্যান্য দিনের মতোই শিয়ালদহ থেকে সেক্টর ৫ এর উদ্দেশে প্রথম ট্রেন ছাড়বে সকাল ৬.৫৫ মিনিটে এবং শেষ গাড়ি ছাড়বে রাত ৯.৩৫ মিনিটে। সেক্টর ৫ থেকে দিনের প্রথম মেট্রো ছাড়বে সকাল ৭টায়, এবং শেষ মেট্রো ছাড়বে রাত ৯.৪০ মিনিটে। দুটি গাড়ির মধ্যে সময়ের ব্যবধান থাকবে ২০ মিনিটের।

ইদে রাজ্য জুড়ে বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ, ইদের দিন রাজ্যের সমস্ত জেলাতে কমবেশি বৃষ্টির সম্ভাবনা। দক্ষিণবঙ্গের বেশিরভাগ জেলাতেই হতে পারে বৃষ্টি। ঘণ্টায় ৩০-৪০ কিলোমিটার বেগে ঝোড়ো হাওয়া বইতে পারে দার্জিলিং-সহ পার্বত্য এলাকাগুলিতে, এমনটাই জানাচ্ছে আলিপুর আবহাওয়া দপ্তর। উত্তরবঙ্গের উপরের দিকের পাঁচ জেলাতে বৃষ্টির পাশাপাশি ঝোড়ো হাওয়া বইবে। এদিকে দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের ও উপকূলের জেলাগুলিতে বৃষ্টির সম্ভাবনার কথাও শোনাচ্ছে আবহাওয়া দপ্তর। বৃহস্পতিবার ইদের দিন ফের কলকাতায় সামান্য বৃষ্টিপাত হতে পারে। কলকাতার দিন এবং রাতের তাপমাত্রা থাকতে পারে স্বাভাবিকের থেকে নীচে। আকাশ থাকবে আংশিক মেঘলা।

তবে এরপর থেকেই বাড়বে গরম। পশ্চিমে শুকনো আবহাওয়া এবং উপকূলের কাছাকাছি অঞ্চলে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে। রাজ্যজুড়ে এই তাপমাত্রা বাড়ার সম্ভাবনা তিন থেকে পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত।

বুধবার কলকাতায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ২৬.৩ ডিগ্রি সেলসিয়াস। স্বাভাবিক তাপমাত্রার থেকে যা ১ ডিগ্রি সেলসিয়াস বেশি। মঙ্গলবার বিকেলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল ৩৫.২ ডিগ্রি সেলসিয়াস। যা স্বাভাবিক তাপমাত্রা। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতার পরিমাণ ৩৫ থেকে ৮৪ শতাংশ। আগামী ২৪ ঘণ্টায় কলকাতা শহরে তাপমাত্রা থাকবে ২৬ থেকে ৩৬ ডিগ্রি সেলসিয়াসের মধ্যে।

গাঙ্গুর পুজো উপলক্ষে বড় বাজারে বিক্রি হচ্ছে প্রতিমা। **ছবি: অদিতি সাহা**

রেশন দুর্নীতি মামলায় তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দেবে ইডি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রেশন দুর্নীতি মামলায় এবার তৃতীয় সাপ্লিমেন্টারি চার্জশিট দিতে চলেছে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট। সূত্রের খবর, এই চার্জশিটে নাম রয়েছে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাস ও তার একাধিক সংস্থার। এদিকে ইডি সূত্রে খবর, শঙ্কর আঢ্যর পাশাপাশি বিশ্বজিৎ দাসও প্রাক্তন খাদ্যমন্ত্রী জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের রেশন দুর্নীতির টাকা বিদেশে পাচার করেছেন বলে উল্লেখ থাকবে চার্জশিটে।

ইডি সূত্রে এও জানা যাচ্ছে, বিশ্বজিৎ একসময় শঙ্কর আঢ্যর ঘনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁর সংস্থায় ম্যানেজার হিসেবে কাজ করতেন। পরে নিজেই ব্যবসা শুরু করেন বলে অভিযোগ। বস্তুত, রেশন দুর্নীতিকাণ্ডে গ্রেফতার জ্যোতিপ্রিয় মল্লিক, শঙ্কর আঢ্য ও তার ঘনিষ্ঠ ব্যবসায়ী বিশ্বজিৎ দাসকে গ্রেফতার করে ইডি। তাঁর বাড়িতে তল্লাশি চলাকালীন হাওয়ালা সংক্রান্ত প্রচুর নথি উদ্ধার হয়। এদিকে তদন্ত আধিকারিকেরাও জানতে পেরেছেন, শঙ্কর ঘনিষ্ঠ বিশ্বজিতের বিদেশি মুদ্রা কেনাবেচার ব্যবসা রয়েছে, সোনার ব্যবসা রয়েছে, এছাড়াও এক্সপোর্ট ইমপোর্ট সংস্থা রয়েছে।

এই প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় এজেন্সির দাবি, বিশ্বজিৎ পাঁচ শতাংশ কমিশনে জ্যোতিপ্রিয় মল্লিকের দুর্নীতির টাকা বিদেশ পাচারে কাজ করতেন। ২০১৪-২০১৫ সালে রেশন দুর্নীতির সাড়ে তিনশো কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন তিনি। ইডি'র অভিযোগ, এজেন্ট মারফত জ্যোতিপ্রিয়র রেশন দুর্নীতির নগদ টাকা পৌঁছে যেত এই ব্যবসায়ীর কাছে। এরপর তিনি সেই টাকা হাওলার মাধ্যমে বিদেশে পাঠিয়ে দিতেন বলে অভিযোগ।

স্কুলে বিলি করা খাতায় মমতার ছবি, কমিশনে গেল বিজেপি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্য সরকারি স্কুলে বিলি করা খাতায় মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল সুপ্রিমোর ছবি রয়েছে। যা নির্বাচনী বিধি ভঙ্গ করছে। এমনই অভিযোগ তুলে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে কমিশনের দ্বারস্থ হল বিজেপি।

সরকারি স্কুলে পড়ুয়াদের খাতা দেয় শিক্ষাদপ্তর। সরকারি স্কুলে যে সমস্ত খাতা দেওয়া হচ্ছে তাতে রয়েছে মুখ্যমন্ত্রীর ছবি। সাত দফায় বঙ্গে লোকসভা ভোট হচ্ছে। ১৯ এপ্রিল প্রথম দফা। নির্বাচনী আচরণ বিধি জারি হয়েছে। বিজেপির দাবি, খাতায় এই ছবি আদতে রাজ্য সরকারের বিজ্ঞাপনের কাজ করছে। অথচ নির্বাচনী আচরণবিধি অনুযায়ী যা নিষিদ্ধ।

খাতা থেকে মমতার ছবি সরানোর দাবি জানিয়েছে তাঁরা। এই প্রথম নয়, এর আগেও একবার মমতার বিরুদ্ধে কমিশনে গিয়েছিল বিজেপি।

প্রসঙ্গত, নির্বাচনী জনসভার মঞ্চ থেকে প্রধানমন্ত্রীর উদ্দেশে অসাংবিধানিক ভাষা প্রয়োগ করার অভিযোগ উঠেছিল মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে। তাঁর বিরুদ্ধে কমিশনে নালিশ জানিয়েছিল বিজেপির। এছাড়া চুঁচুড়ার বিধায়ক অসিত মজুমদারের বিরুদ্ধেও কমিশনে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

এনআরএস-এ সদ্যোজাতদের ইনজেকশনের ভায়ালে ছত্রাক!

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ফের কাঠগড়ায় নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজ। একরত্তিদের শ্বাসকষ্টের নিরাময়ে ব্যবহৃত ইঞ্জেকশনেই ধরা পড়ল ছত্রাকের উপস্থিতি। আর তা আগেভাগে নজর আসতে প্রাণে বাঁচল ওই একরত্তি। এদিকে নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের তরফ থেকে জানানো হচ্ছে, ইঞ্জেকশনের গায়ে ২০২৫ সালের ৩০ মে পর্যন্ত ওষুধের মেয়াদ লেখা ছিল। সূত্রের খবর, নীলরতন সরকার মেডিক্যাল কলেজের এসএনসিইউ ওয়ার্ডে ভর্তি ছিল ওই একরত্তি।

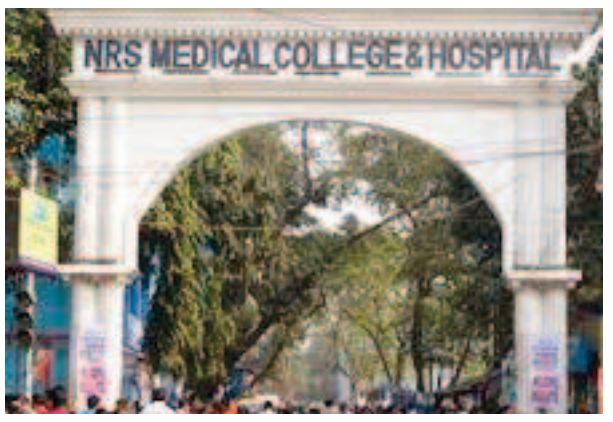

হাসপাতালের তরফ থেকে জানানো হয়েছে, ওই সদ্যোজাত ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর থেকেই শ্বাসকষ্টের সমস্যা শুরু হয়। তখন হাসপাতালের তরফ থেকে ইঞ্জেকশন দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। মেয়াদের মধ্যেই ছিল সেই ওষুধ। কিন্তু ইঞ্জেকশনের ভয়েলের মধ্যে ছত্রাক দেখা যায়। কিন্তু কীভাবে স্টোর থেকেই এই ছত্রাক যুক্ত ভায়াল চলে গেল ওয়ার্ডে তা নিয়েই উঠেছে প্রশ্ন। এদিকে এই এসএনসিইউ ওয়ার্ডে অনেক সদ্যোজাতকেই একসঙ্গে রেখে চিকিৎসা করানো হয়। সেখানে এই নজরদারি নিয়ে বিস্তর অভিযোগ উঠেছে। চিকিৎসকদের একাংশ জানাচ্ছেন, সরকারি হাসপাতালে যে ধরনের ব্যস্ততা থাকে, তাতে ছত্রাক চোখে নাই পড়তে পারত। সেক্ষেত্রে বড় অঘটন ঘটতেই পারত।

এই প্রসঙ্গে শিশু রোগ বিশেষজ্ঞরা জানাচ্ছেন, 'সদ্যোজাতর ক্রমাগত পালমোনারি উচ্চ রক্তচাপের ক্ষেত্রে সিনডেনাফিল ইঞ্জেকশন ব্যবহার করা হয়। যাতে হৃদরোগে আক্রান্ত না হয়। যে কোনও ইঞ্জেকশনেই ছত্রাক থাকা উচিত নয়।'

এই ঘটনায় নীলরতন মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষের তরফ থেকে জানানো হয়েছে যে তাঁরা আশা করছেন কয়েকদিনের মধ্যে গোটা বিষয়টি পরিষ্কারভাবে সামনে আসবে। যদি এরকম কিছু ঘটে থাকে, যা সরকারি নিয়ম অনুযায়ী পদক্ষেপ করা হবে। একইসঙ্গে তা ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানোও হবে। অন্য দিকে, এএইচএসডি চিকিৎসক নেতা মানস গুমটা এই ঘটনাকে ভয়ঙ্কর বলে জানিয়েছেন। তাঁর ক্ষোভ, বাচ্চাদের চিকিৎসায় এ ধরনের গাফিলতি বাংলায় বলেই সম্ভব হচ্ছে।

দুর্ঘটনায় গুরুতর আহত মহিলাকে নিয়ে চার হাসপাতালে ঘুরলেন পরিজনরা!

রাতভর অ্যাম্বুল্যান্সে থাকার পর অবশেষে ভর্তি

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: দুর্ঘটনায় আহত রোগীকে নিয়ে দিনভর এ হাসপাতাল থেকে ও হাসপাতালে ছুটলেন পরিজনরা। অভিযোগ, কলকাতার বুকে চার চারটি হাসপাতালের কেউ পরিকাঠামোগত সমস্যা, কেউ বেডের অভাব, কেউ আবার চিকিৎসকের অনুপস্থিতির কথা জানিয়ে রোগী ফেরালেন। ম্যাটাডোরের ধাক্কায় গুরুতর আহত বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে রাতভর অ্যাম্বুল্যান্সে রেখে পরিবারের লোকেরা ছোটাছুটি করে বেড়ালেন। প্রায় ২০ ঘণ্টা ধরে চলা এই হয়রানির পরে শেষ পর্যন্ত এসএসকেএম কর্তৃপক্ষ বিশেষ উদ্যোগ নিয়ে ভর্তি করেন ওই মহিলাকে।

এই ঘটনায় ফের সামনে হল শহর ও শহরতলির স্বাস্থ্য পরিকাঠামোর অবস্থা। পথ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছিলেন বছর পঁয়তাল্লিশের উমা দত্ত। মহিলার পরিবারের সদস্যদের অভিযোগ, সোমবার সন্ধ্যা থেকে মঙ্গলবার দুপুর পর্যন্ত ভাটপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতাল, কামারহাটি সাগর দত্ত হাসপাতাল, আরজি কর এবং এসএসকেএম তাঁকে নিয়ে যাওয়া হলেও ভর্তি করাতে পারেননি তাঁরা। অসহায় রোগীকে নিয়ে এসএসকেএম চত্বরেই রাত কাটাতে হয় অ্যাম্বুল্যান্সের ভিতরে।

সূত্রের খবর, সোমবার বিকেলে একটি ম্যাটাডোরের ধাক্কায় কোমর ও পা ভাঙে মানসিক ও শারীরিক ভাবে প্রতিবন্ধকতার শিকার উমা। পরিবারের লোকজন প্রথমে তাঁকে

কলকাতার বুকে চার চারটি হাসপাতালের কেউ পরিকাঠামোগত সমস্যা, কেউ বেডের অভাব, কেউ আবার চিকিৎসকের অনুপস্থিতির কথা জানিয়ে রোগী ফেরালেন। ম্যাটাডোরের ধাক্কায় গুরুতর আহত বিশেষভাবে সক্ষম মহিলাকে রাতভর অ্যাম্বুল্যান্সে রেখে পরিবারের লোকেরা ছোটাছুটি করে বেড়ালেন।

ভাটপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যান। কিন্তু সেখানে পরিকাঠামোর অভাব দেখিয়ে উমাকে ভর্তি করা হয়নি বলে অভিযোগ। সাগর দত্ত হাসপাতালেও একই কারণে ফিরিয়ে দেওয়া হয় বলে অভিযোগ। এরপর আরজি করে গেলে সেখান থেকে বলা হয়, অর্থোপেডিক বিভাগ অস্ত্রোপচার করতে রাজি থাকলেও এই অপারেশনে প্লাস্টিক সার্জারিরও প্রয়োজন। তবে সেই মুহূর্তে কোনও প্লাস্টিক সার্জেন হাসপাতালে নেই। আর সেই কারণেই উমাদেবীকে আরজি করে ভর্তি করা সম্ভব হয়নি। এরপর উমাদেবীর পরিবারের তরফ থেকে এ অভিযোগও ওঠে যে, তাঁরা 'স্বেচ্ছায় এসএসকেএম যাচ্ছেন বলে লিখতে হয় আরজি করে।' কিন্তু এসএসকেএমের ট্রমাকেয়ার সেন্টারে গিয়েও তাঁদের শুনতে হয়, বেড খালি নেই। উপায় না পেয়ে রাতভর এসএসকেএম চত্বরে অ্যাম্বুল্যান্সের মধ্যে রাত কাটিয়ে মঙ্গলবার সকালে অর্থোপেডিক আউটডোরে দেখানো হয় উমাকে। চিকিৎসক অপারেশনের জন্য ভর্তির কথা লিখে দেন প্রেসক্রিপশনে। কিন্তু অ্যানাস্থেশিয়া চেক-আপ সম্ভব না হওয়ায় ফের ভর্তি আটকে যায় বলে অভিযোগ। এরপরেই ঘটনাটি জানাজানি হতে নড়েচড়ে বসেন কর্তৃপক্ষ। নিউ ইমার্জেন্সি অর্থোপেডিক ফিমেল ওয়ার্ডে অবশেষে এদিন বিকেলে ভর্তি হন জখম মহিলা। এদিকে এই ঘটনায় স্বাস্থ্য সচিব নারায়ণস্বরূপ নিগম জানান, ঘটনার কথা খোঁজ নিয়ে দেখবেন তিনি।ড

দমদম বিমানবন্দর এলাকা থেকে গ্রেপ্তার সশস্ত্র দুষ্কৃতী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: এয়ারপোর্ট সংলগ্ন এলাকা থেকে আগ্নেয়াস্ত্রসহ এক দুষ্কৃতীকে দমদম বিমান বন্দর থেকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। ধৃতের নাম এনামুল শেখ। এদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে কলকাতা বিমানবন্দর থানার পুলিশ এয়ারপোর্ট সংলগ্ন কৈখালি থেকে আগ্নেয়াস্ত্র-সহ গ্রেপ্তার করে এই এনামুল শেখকে। সঙ্গে এও জানানো হয়েছে, ওই দুষ্কৃতী আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কৈখালি এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল। এরপরই এই খ

বরের ভিত্তিতে অভিযান চালায় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের কাছ থেকে একটি ওয়ান শাটার পাইপ গান ও এক রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার হয়েছে। শুধু তাই নয়, তদন্তে নেমে এ তথ্যও পুলিশের হাতে এসেছে যে এনামুল নিউটাউন এলাকায় ঘর ভাড়া নিয়ে থাকত। বুধাবর এনামুলকে আদালতে তোলা হয়। এরপর নিজেদের হেপাজতে নেওয়ার আবেদনও জানানো হয় এয়ারপোর্ট থানার পুলিশের তরফ থেকে।

সম্পাদকীয়

বারাণসীর বাঙালিটোলার দ্বিতীয় কলকাতার তকমা আজ কিছু কারণের জন্য অস্তমিত

বঙ্গের বাইরে, এমনকি বিদেশেও বাঙালিরা সমষ্টিগত ভাবে বসতি গড়েছেন, অনেকেই স্ব-স্ব ক্ষেত্রে প্রতিভার স্বাক্ষর রেখেছেন, বাঙালিকে সফল জাতিগোষ্ঠী হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। বাঙালিটোলার বাঙালিরা সমষ্টিগত ভাবে সেই প্রতিষ্ঠা অর্জন করতে পারেননি বলেই আমার মনে হয়। তাঁরা না পেয়েছেন সামাজিক প্রতিষ্ঠা, না আর্থিক সাচ্ছল্য। ব্যতিক্রম কিছু আছে, তবে তা ব্যতিক্রমই। বারাণসীর চেয়ে ইলাহাবাদ বা লখনউয়ের বাঙালিরা আর্থিক, সামাজিক বা সাংস্কৃতিক ভাবে অনেক সমৃদ্ধ। দুটো বিষয় উল্লেখ না করলে বারাণসী সম্বন্ধে যে কোনও লেখাই অসম্পূর্ণ থেকে যায়। সেটা হল বাঙালিটোলার বাড়িগুলির শক্ত কাঠের দরজার মধ্যে লাগানো বিখ্যাত তালা। খুব মজবুত আর মোটা চাবি, 'কাশীর তালা' বলে বিখ্যাত ছিল। দ্বিতীয়টি হল ওখানে বাঁদরের উৎপাত। প্রায় সব বাড়িতেই বড় উঠোন থাকত, যার মাথার উপরে খোলা আকাশ। সেই উঠোনে যখন তখন বাঁদরের নেমে আসা আটকানোর জন্য উঠোনের উপরের খোলা জায়গা লোহার জাল দিয়ে ঢেকে দেওয়া হত। ২০২২ সালের শেষের দিকে বারাণসীর যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে দেখেছিলাম শহরটা একেবারে পাল্টে গেছে। রাস্তাঘাট অনেক চওড়া, বিশ্বনাথ মন্দির প্রাঙ্গণের নতুন রূপ চমকে দেওয়ার মতো। দশাশ্বমেধ ঘাটে আরতির সময় থিকথিকে ভিড়। বাঙালিটোলায় গিয়ে থ বনে যেতে হয়। অনেক বাড়িই হোটেলে পর্যবসিত হয়েছে। দক্ষিণ ভারতীয় ভাষায় সাইনবোর্ড। গলির মধ্যে প্রচুর দক্ষিণ ভারতীয় রেস্তরাঁ, ইডলি-ধোসার ছড়াছড়ি। দই-মালাই-রাবড়ির দোকানগুলো প্রায় উধাও। দক্ষিণের পর্যটকেরা আগেও আসতেন, কিন্তু এত আধিক্য ছিল না। বাঙালিটোলায় কিছু পুরনো মানুষের সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলাম যে, বিশ্বনাথ মন্দিরের নতুন আদল দেওয়ার পর দক্ষিণের মানুষদের কাছে বারাণসীর আকর্ষণ বেড়েছে। দক্ষিণের কিছু হোটেল ব্যবসায়ী বাঙালিটোলার বাড়ির মালিকদের মোটা টাকা দিয়ে বাড়ি কিনে নিয়ে হোটেল বা খাবার দোকান করেছেন। গঙ্গার ধার আর মন্দিরের কাছে থাকার কারণে হোটেলের দর বেশ চড়া। হঠাৎ করে ওখানে গেলে দক্ষিণের কোনও শহরে এসে পড়েছি বলে ভুল হতে পারে। আর বাঙালিরা অনেক টাকা পেয়ে শহর থেকে বেশ কিছুটা দূরে গিয়ে নতুন বাসস্থান তৈরি করেছেন। আর তাই বারাণসীর বাঙালিটোলার দ্বিতীয় কলকাতার তকমা আজ অস্তমিত।

আনন্দকথা

পণ্ডিতেরা মানুষ,
অতএব পণ্ডিতেরা মরে যাবে।
''আর একরকম আছে, বিশেষ দৃষ্টান্ত বা ঘটনা দেখে সাধারণ সিদ্ধান্তে পৌঁছানো। যেমন ঃ
এ কাকটা কালো,
ও কাকটা কালো
(আবার) যত কাক দেখছি সবই কালা,
অতএব সব কাকই কালো।
''কিন্তু এরকম সিদ্ধান্ত করলে ভুল হতে পারে, কেননা হয়তো খুঁজতে খুঁজতে আর এক দেশে সাদা কাক দেখা গেল। আর এক দৃষ্টান্ত — যেখানে বৃষ্টি সেইখানে মেঘ ছিল বা আছে;

(ক্রমশঃ)

জন্মদিন

আজকের দিন

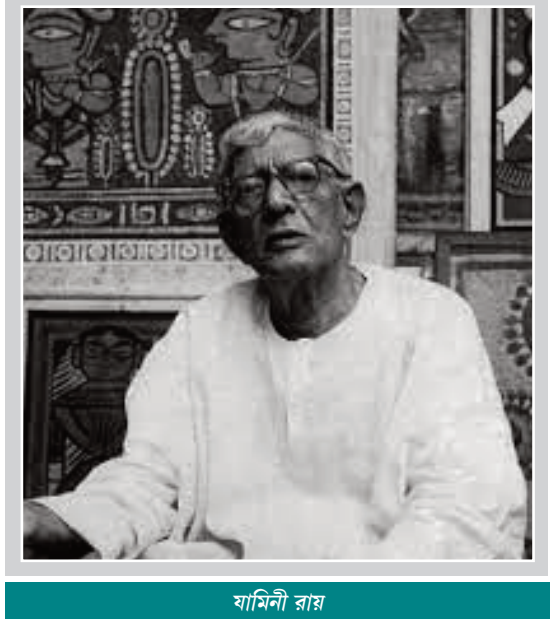

যামিনী রায়

১৮৮৭ *বিশিষ্ট চিত্রশিল্পী যামিনী রায়ের জন্মদিন।*
১৯৪১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী সন্ধ্যা রায়ের জন্মদিন।*
১৯৫১ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেত্রী রোহিনী হাত্তাঙ্গিনীর জন্মদিন।*

জনপ্রতিনিধিদের প্রাপ্তি

অশোক সেনগুপ্ত

'টিকিট মেলেনি, ক্ষুব্ধ অপরূপা' বা 'আমি অভিমানী', বললেন বাবুন; এ ধরণের শিরোনামায় বেশ ক'দিন ধরে মশগুল প্রচারমাধ্যম। লোকসভা ভোটে প্রার্থী হতে না পেরে রাজ্যসভার কোনও প্রাক্তন সদস্য চোখের জলে বিছানা ভাসান, কেউ বা হতাশায় বিষপান করে নিজের জীবনের ওপর যতিচিহ্ন টেনে দেওয়ার চেষ্টা করেন। বড় দলের প্রার্থী হতে পারলে প্রচার, নাম, যশ, গুরুত্ব, সময়বিশেষে অর্থাগম; ক'জন এই সুযোগটা হাতছাড়া করতে চান? আর জিতে গেলে?

সাংসদ/জনপ্রতিনিধিদের প্রাপ্তির একটা অংশ তাঁদের মর্যাদা ও গুরুত্ব। সেটা অঙ্কের হিসাবে মাপা যায় না। কিন্তু তাঁদের অর্থকরী দিকটা সম্পর্কেও অনেকের স্পষ্ট ধারণা নেই। এখন একজন সাংসদ মাসে পান এক লক্ষ টাকা। সঙ্গে আইন মেনেই নানা উপরি। প্রতি পাঁচ বছর অন্তর বাড়ে সাংসদদের প্রাপ্য। ২০১০ সালের 'অ্যালাওন্সেস অফ পেনশন অফ মেম্বার্স অফ পার্লামেন্ট (অ্যামেন্ডমেন্ট অ্যাক্ট)' অনুযায়ী নির্ধারিত হয় এ সব।

সংসদ অধিবেশনে হাজিরার জন্য দৈনিক ২ হাজার টাকা, গাড়ি করে ঘুরলে প্রতি কিলোমিটারে ১৬ টাকা করে, প্রতি মাসে ৪৫ হাজার টাকা, কাগজ ও ডাকমাশুলের জন্য প্রতি মাসে ১৫ হাজার টাকা, সাংসদের অফিসের খরচ-বাবদ প্রতি মাসে আরও ৩০ হাজার টাকা, প্রতি মাসে ৫০০ টাকার বিনিময়ে নিজের এবং পরিবারের সদস্যদের বিনামূল্যে চিকিৎসা, কোনও কাজ ও বৈঠকে অংশ নিতে যাতায়াতের খরচ, যতদিন সাংসদ থাকবেন দিল্লিতে, বিনা ভাড়ায় বাংলোয় থাকার সুযোগ প্রভৃতি।

আর প্রধানমন্ত্রী? প্রতি মাসে ১ লক্ষ ৬৬ হাজার টাকা বেতন, ভাতা হিসাবে টুকটাক খরচের জন্য প্রতি মাসে ৩ হাজার টাকা, সংসদে হাজিরার জন্য ৪৫ হাজার টাকা, প্রতি দিন আরও ২ হাজার টাকা। এগুলো খাতায় কলমে ব্যক্তিগত বরাদ্দ। এর সঙ্গে তাঁর নিরাপত্তা বাহিনী, তাঁর ও সঙ্গীদের কনভয়, তাঁর ও সঙ্গীদের দেশ-বিদেশে যাতায়তের বিমান ভাড়া ও অন্যান্য ব্যবস্থা, বাংলো ও সেটি তদারকির জন্য একগুচ্ছ কর্মীর বেতন; এ সব যুক্ত করলে মোট বাৎসরিক সরকারি খরচ কত দাঁড়াবে, তার হিসেব কে রাখেন?

১৯৯২ সালের ২২ ডিসেম্বর মমতা বন্দোপাধ্যায়ের আমন্ত্রণে নয়াদিল্লিতে তাঁর বাংলোয় অতিথি হিসাবে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলাম। ঠিক ক'টি ঘর, ঘরগুলোর সঠিক মাপ এখন আর মনে নেই। কিন্তু সেগুলোর বিশালত্ব নজর কেড়েছিল। সবুজ ঘাসে মোড়া বিশাল বাগানে রংবেরঙের ফুলের জলসা। ক'পা অন্তর রক্ষী অথবা তদারককারী। সেসময় মমতার সদাসঙ্গী থাকতেন সোনালী গুহ। ওঁরা দু'জন মিলে বিভিন্ন গাছের ফুলের নামের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বছর পাঁচ আগে উপ রাষ্ট্রপতির অতিথি হিসাবে নয়াদিল্লিতে তাঁর বাংলোয় গিয়ে এই প্রতিবেদককে অবাক হতে হয়েছে সেটির বিশালত্ব সৌন্দর্য, পরিকল্পনা, ব্যবস্থাপনা দেখে। আর রাষ্ট্রপতির বাংলো আরও বড় ও চোখধাঁধানো। সেখানে কেবল ঘরের সংখ্যাই ৩৪০। এগুলোর উল্লেখ করলাম আবাসন খাতে তাঁদের জন্য কী বিপুল অর্থবরাদ্দ হয়, তা বোঝাতে।

আর নিরাপত্তা ব্যবস্থা? প্রতিটি বাংলো সিসি ক্যামেরায় মোড়া। রাস্তার ধারে উপ রাষ্ট্রপতির বাংলোর ধারে কাছে আপনি একটু অপেক্ষা করুন, বাইরে থেকে সাদা পোষাকের রক্ষীরা এসে জেরা শুরু করে দেবেন। প্রধানমন্ত্রী ও রাষ্ট্রপতির বাংলোর কথা বাদই দিলাম, জনপ্রতিনিধিদের এই সব নিরাপত্তা-পরিকাঠামোর জন্য সামগ্রিক খরচ কত হতে পারে, কেউ তার আন্দাজ দিতে পারবেন না।

রাষ্ট্রপতির ও উপ রাষ্ট্রপতির কেবল মাসিক বেতন যথাক্রমে প্রতি মাসে ৫ লক্ষ টাকা ও ৪ লক্ষ টাকা। এর সঙ্গে তাঁদের মর্যাদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে হাজারো ভাতা ও সরকারি সহায়তা। এসবের সঙ্গে রয়েছে অবসরের পর জনপ্রতিনিধিদের পেনশন। প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীরা তো বাংলো, নিরাপত্তা, বিদ্যুৎ-জল প্রভৃতি নানা পরিষেবা পান নিখরচায়।

ভারতের লোকসভা সচিবালয় প্রতি মাসে সাংসদদের জন্য মঞ্জুর আর্থিক পরিমাণের তথ্য প্রকাশ করে। ২০১৪ সালে ৫৪৩ জন লোকসভা সদস্যকে বেতন এবং খরচ বাবদ ১৭৬ কোটি টাকারও বেশি মঞ্জুর করে। সংসদ সদস্যদের প্রতি মাসে মঞ্জুর হয় গড়ে ২.৭ লাখ টাকা। এই খাতে মোট খরচ দ্রুত বেড়ে চলেছে। ২০২১-২২ সালে, কেবল রাজ্যসভার সদস্যদের জন্য কোষাগার ৯৭ কোটি টাকারও বেশি ব্যয় করে। ২০২১-২৩ সালে, মোট ১০০ কোটি টাকা খরচ হয়। এর মধ্যে ৩৩ কোটি টাকা ছিল অভ্যন্তরীণ এবং বিদেশী ভ্রমণ খরচের। মধ্যপ্রদেশের চন্দ্রশেখর গৌড়ের তথ্যের অধিকার (আরটিআই) আইনের অধীনে দায়ের করা একটি প্রশ্নে রাজ্যসভা সচিবালয় এই উত্তর দেয়।

এ সবই খাতায়-কলমে। দুর্জনে বলে, করিৎকর্মা জনপ্রতিনিধিদের আয়ের উৎস এবং পরিমাণ এত বেশি যে তার হিসেব করতে গেলে যে কেউ ভিরমি খাবেন। কেন্দ্রের মত এত বিপুল অর্থ না হলেও রাজ্যস্তরে জনপ্রতিনিধিদের আয়ও এখন যথেষ্ঠ। পশ্চিমবঙ্গের দুই নবীন অভিনেত্রী এবার প্রার্থী হয়েছেন। একজন লোকসভায়, একজন বিধানসভার উপনির্বাচনে। দু'জনই অতি ছাপোষা ঘরের। কোনওভাবে জিতে গেলে যা প্রাপ্তি হবে, অন্য কীভাবে তা পেতে পারতেন? আর এসবের জন্যই তো প্রার্থী হতে না পেরে ২০১৯-এ বঙ্গ বিজেপির অন্যতম সহ সভাপতি রাজকমল পাঠক দল ছাড়েন।

ভাঙড়ে ২০২১-এ বিধানসভা নির্বাচনে তৃণমূল প্রার্থী হন ডাক্তার রেজাউল করিম প্রার্থী না করায় সাংবাদিক সম্মেলনে কেঁদে দেন আরাবুল ইসলাম। এবার লোকসভা ভোটে উত্তর মালদহে তৃণমূল প্রার্থী ঘোষণা করার পর থেকেই খোঁজ মিলছিল না মালদহের গনি খান পরিবারের সদস্য তথা তৃণমূল সাংসদ মৌসমের। ইদানীং তৃণমূলের প্রচারেও মৌসমকে সে ভাবে দেখা যায়নি। নানা গুঞ্জন দানা বাঁধছিল তাঁকে নিয়ে। শেষ পর্যন্ত বুকভাঙা দুঃখ আগলে আত্মপ্রকাশ করেন তিনি।

এবার বিজেপির লোকসভার প্রথম দফার প্রার্থীতালিকা ঘোষণার পরদিনই নিজের সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডলে লম্বা বিবৃতি দিয়ে দল ছাড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী হর্ষবর্ধন। প্রায় ৩০ বছরের রাজনৈতিক জীবনে ইতি টানলেন জীবনে পাঁচটি বিধানসভা ও দুটি লোকসভা ভোটে লড়ে জয়ী হওয়া পেশায় এই চিকিৎসক।

সবশেষে একটা বিষয়। একজন সাংসদের পেনশন কত হতে পারে? 'কন্টেন্ট ক্রিয়েটর' ও 'দি ব্রোকেন পিলার্স অফ ডেমোক্রাসি'-র লেখক নীতিশ রাজপুত জানিয়েছেন, 'প্রাক্তন সাংসদরা প্রতি মাসে ২৫,০০০ টাকা পেনশন পাওয়ার অধিকারী। যদি তাঁরা তাঁদের পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করেন তবে পাঁচ বছরের মেয়াদে এমপি হিসাবে প্রতি বছরের জন্য অতিরিক্ত ২,০০০ টাকা পাবেন। সুতরাং কেউ ১০ বছর সাংসদ থাকলে তাঁর মাসিক পেনশন হবে (২৫,০০০+৫x০০০) = ৩৫ হাজার টাকা। এমনকি, যদি কোনও ব্যক্তি একদিনের জন্যও সাংসদ হন, সারা জীবন তিনি ২০ হাজার টাকা পেনশন পাবেন। আরও একটি মজার বিষয় হল, প্রাক্তন বিধায়ক বা এমএলসি হিসাবে কেউ পেনশন পেলেও প্রাক্তন সাংসদ হিসাবে তিনি পেনশন পাওয়ার অধিকারী। আবার প্রাক্তন এমপিরা প্রাক্তন বিধায়ক বা প্রাক্তন এমএলসি হিসাবে সুবিধা পেলেও পেনশন নিতে পারেন। কিন্তু একজন সাধারণ মানুষ পেনশন পাওয়ার ক্ষেত্রে এই সুযোগ পাবেন না। আপনি যদি একজন জনপ্রতিনিধি হন তবে আপনার জন্য বেশ কিছু শর্তাবলী শিথিল হয়ে যাবে।

লেখাটা পড়েছেন? এবার চিন্তা করুন, এখন থেকেই আপনি আগামী নির্বাচনে কোনও বড় দলের হয়ে প্রার্থী হওয়ার চেষ্টায় ঝাঁপিয়ে পড়ার পথ খুঁজবেন কিনা।

সাম্য-মৈত্রী-বিশ্বভ্রাতৃত্ব-জাতীয় সংহতির জ্বলন্ত প্রতিক হল ঈদ-উল-ফিতর

ফারুক আহমেদ

ঈদ শব্দটি আরবী। 'আউদ' ধাতু থেকে এসেছে। এর অর্থ হল পুনরাগমন যা বারবার ফিরে আসে। বৎসরান্তে নির্দিষ্ট সময়ে বারংবার ফিরে আসে বলেই এই মিলন ও সম্প্রীতির উৎসবের নাম হয়েছে ঈদ। ঈদ সকলের মনে আনে খুশি। তাই খুশির উৎসব হল ঈদ। খুশির জন্য চাই সকলের খোলামেলা মন। মুক্ত মনের বহিঃপ্রকাশেই ঈদ মিলন উৎসব সার্থক হয়। তাই ঈদের আনন্দ খুশি ছড়িয়ে পড়ে সংকীর্ণ ভেদ-বুদ্ধির সীমানা আলগা করে জাতি ধর্ম-বর্ণ ও ভাষার গণ্ডি পেরিয়ে সকল সম্প্রদায়ের কাছে চিরন্তন সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, শাশ্বত প্রেম ও মহা মিলনের খুশির বার্তা নিয়ে।

'ফিতর' অর্থে খুলে খুলে যাওয়া মুক্ত হওয়া বা পূর্ণতা প্রাপ্ত যা সমাপ্ত হওয়া বুঝায়। কেউ কেউ ফিতর অর্থে শেষের পর্বে খাওয়ার অর্থ বুঝে থাকেন। তাই ঈদ-উল-ফিতর সেই বিশেষ দিনটির নাম, যেদিন দীর্ঘ এক মাস রমজানের নিয়মানুগ কঠোর উপবাস, এবাদত ও সবরকম অপরাধ থেকে দূরে থাকার বিধিনিষেধ, অনুশাসন ও আত্মনিয়ন্ত্রণের সাধানায় নিযুক্ত থেকে পুনরায় দৈনন্দিন আহারের নিযুক্ত হওয়ার অনুমতি। আসলে ঈদ-উল-ফিতর হল আল্লাহ'র কাছ থেকে পাপমোচন করে নিজেকে সৎ পথে ফিরিয়ে আনা। তাই মহা আনন্দে পালিত হয় এই খুশির উৎসব ঈদ-উল-ফিতর। নবী করিম (সঃ) বলেছেন; 'নিশ্চয়ই প্রত্যেক জাতির 'ঈদ' অর্থে আনন্দোৎসব আছে। তাই আজকের দিন অর্থৎ ঈদ-উল-ফিতর হল আমাদের সকলেরই সেই খুশির ঈদ।' ঈদ সারা বিশ্বে সকল মানুষের জন্য প্রসন্নতার সুখবর এনে দেয়। ঈদের দিন সকল সামর্থ্যবান মুসলিমকেই মুক্ত হাতে ফেতরা, জাকাত, সাদকা ও দান খয়রাত করতে হয়। যার ফলে, আমাদের সমাজের প্রতিটি আর্ত পীড়িত অসহায়, বিপন্ন সর্বহারা ও হতদরিদ্র মানুষেরাও এই খুশির ভাগ নিতে পারেন। এখানেই এই মিলন উৎসবের সার্থকনামা সকলের মধ্যেই সঞ্চারিত হয়। ঈদ হল ত্যাগের, ধৈর্যের, ক্ষমার, ভালবাসার, সাম্য, মৈত্রী ও ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতীক। সকলের মনে ন্যায় ও নীতিই সঞ্চারিত করার পক্ষে আদর্শ।

সকল মুসলিম রমজান মাসে রোজা রেখে ক্ষুধা ও তৃষ্ণাকে ভুলে গিয়ে কঠোর সংযম ও আত্মনিয়ন্ত্রণের মধ্য দিয়ে নিজের দোষ ত্রুটি সংযোধন করে আত্মশুদ্ধি করতে বদ্ধপরিকর হয়ে আল্লাহ'র নৈকট্য লাভ করতে পারেন। নবী করিম (সঃ) বলেছেন— 'যে রোজা আমাদের আত্মশুদ্ধি করে না, সেই রোজা প্রকৃত রোজা নয়, তা নিছক উপবাস মাত্র যা গন্ধহীন ফুল কিংবা নিষ্প্রাণ দেহ মাত্র।' তাই খাদ্য ও পানীয় থেকে দূরে থাকার নাম রোজা নয়। প্রকৃত রোজা হল অন্যায় ও অসৎ চিন্তা থেকে বিরত থাকা।

'রমজান' শব্দের অর্থ হল অগ্নিদগ্ধ। যে মাসে রোজা পালনের মধ্য দিয়ে অনাহারের তীব্র দহনজ্বালা ও সহনশীলতার কঠিন পরীক্ষা, সেই মাসের গুণাগত নাম হল রমজান। রোজার উপবাস দ্বারা প্রশমিত হয় রোজদারের অসৎ চিন্তা ও কুমনোবৃত্তি। সীয়াম সাধনায় মানুষরের মনে বেড়ে যায় তাঁর আত্মিক, মানসিক ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতি। তাই মাহে রমজানে মুসলিমদের মনে ও সমাজে নেমে আসে, দয়া-মায়া, স্নেহ-প্রীতি, ভক্তি-করুণা ও সহনশীলতার মতো অজস্র সৎ চিন্তার বিচিত্র সমারোহ।

মুসলিম জাহানে রমজান মাস হল রহমতের মাস, বরকতের মাস, গোনাহ পাপ মাফ হওয়ার মাস, আল্লাহ'র অসীম করুণায় নৈকট্যলাভের মাস, আত্মশুদ্ধির মাস, ধৈর্যের মাস, সাধনার মাস ও সকল দুস্থ গরিব, অনাথ ও দীন-দুঃখীর সাহায্য করার মাস। প্রকৃত সমাজ বিকাশে ও শিক্ষা প্রসারের জন্য সঠিক পদক্ষেপ নেওয়ারও মাস। তাই শাশ্বত কালের চিরন্তন সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রীতির বন্ধন ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতর জাতীয় সংহতির জ্বলন্ত প্রতিক হল মহামিলনের মহোৎসব ঈদ-উল-ফিতর। ঈদ পালনে জাতিধর্ম নির্বিশেষে পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে মধুর আলিঙ্গণের মধ্যে খুঁজে পাই;বৈচিত্রের মধ্যে একতার মধুর ও অনাবিল ঐকতানের আনন্দ খুশির অত্যুজ্বল সুবর্ণময় তিথি। ঈদ বয়ে আনুক বিশ্বের সকল মানুষের জন্য অফুরন্ত শান্তি সুখ ও সমৃদ্ধি এবং গভীর ভালবাসা। তাই আসুন, আমরা সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে বিভেদকে দূরে ঠেলে ঈদ মিলনের মধ্য দিয়ে সম্পীতির বন্ধনে ও আলিঙ্গণে আবদ্ধ হয়ে প্রকৃত মানুষ রূপে নিজেদেরকে গড়ে তুলি। আর তা করতে পারলেই দেশ ও দশের সত্যি মঙ্গল হবেই। সাম্প্রদায়িক চিন্তা-চেতনা ও মানুষের ক্ষতিসাধন থেকে সাধারণ মানুষদের বুঝিয়ে সৎ পথে আনতে পারলেই সমাজ উপকৃত হবে। তখনই মহতি ঈদ পালনের উদ্দেশ্য সফল হবে বলে মনে করি। তাই এই সমাজকে শিক্ষা সচেতন করে তোলা জরুরি। ঈদ মিলনের ময়দানে জায়নামাজে দু'হাত তুলে শেষ দোয়ায় শপথ নিতে হবে আমাদেরকে সকলের জন্য সুস্থ সমাজ গড়ার। মনের মধ্যে রাগ-অভিমানকে কমিয়ে নিজেদের অধিকার নিজেদেরই অর্জন করতে হবে। কারণ কারও মৌলিক অধিকার কেউ পাইয়ে দিতে পারে না, তা নিজ যোগ্যতায় ছিনিয়ে নিতে হয়। নিজেদের মধ্যে হানাহানি ও কাটাকাটি না করে, কে কী দিল আর দিল না, এই ভেবে সময় নষ্ট করার থেকে যার যেটুকু ক্ষমতা আছে তাই দিয়ে নিজের অনগ্রসর সম্প্রদায়কে টেনে তুলতে হবে। পাড়ায়-পাড়ায় শিক্ষা থেকে বঞ্চিত প্রতিভাদেরকে শিক্ষা আলোয় আলোকিত করতে হবে নিজেদেরই। তাহলে সমাজ ও দেশ এগিয়ে যাবে সামনে আরও সামনে। ভ্রান্ত ধারণাগুলোকে ভুল প্রমাণ করে নিজেদেরকে এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে। মুসলিম বলে কিছু হবে না। এমন ধারণা পোষণ করা পাপ। ইসলাম সৎ পথে সঠিক লক্ষ্যে সামনে এগিয়ে যাওয়ার সাহস জোগায়। পারতেই হবে। আধুনিক শিক্ষা প্রসারে বাংলার অনন্য পথিকৃৎ মোস্তাক হোসেন। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের দেশভাগের পর পশ্চিমবঙ্গের মুসলিমদের অবস্থা ছিল একেবারেই করুণ ও সংকটাপন্ন। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য কালের ধারাবাহিকতায় নানা পর্যায়ের কায়িক শ্রম ও ছোট পরিসরে ব্যবসা করে কেউ কেউ স্বল্পবিস্তর আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে শুরু করে। তবে কেউ কেউ আর্থিকভাবে সচ্ছল হতে শুরু করলেও শিক্ষাদীক্ষায় তাদের অবস্থান ছিল একেবারে তলানিতে। সেই অবস্থা থেকে উত্তরণ ঘটতে শুরু করে আশির দশকে। আর এই পরিবর্তনের নিমিত্তে মহীরুহ হিসেবে মুখ্য ভূমিকা পালন করেছেন বিশিষ্ট সমাজসেবক ও শিল্পপতি মোস্তাক হোসেন। মহৎপ্রাণ এই মানুষটি উদার হস্তে ব্যক্তিগত তহবিল থেকে অর্থ দিয়ে আধুনিক শিক্ষার প্রসারে মানবতার দূত হিসেবে এগিয়ে আসেন। দৃঢ় প্রত্যয়ে তাই বলতে হয় পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে গড়ে উঠেছে মোস্তাক হোসেন-এর আর্থিক সহযোগিতায় প্রতিষ্ঠা পাওয়া মিশন স্কুলগুলো। তাঁর একক কৃতিত্ব ও সোনালি পৃষ্ঠপোষকতার কারণে বাঙালি মুসলিম সমাজ অন্ধকার জগৎ থেকে আলোর পথে প্রবেশ করেছে। এমনকী তাঁর প্রত্যক্ষ পৃষ্ঠপোষকতার কারণে জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সবশ্রেণির মানুষ প্রতিনিয়ত উপকৃত হচ্ছেন। সে কারণে আজ বলতে হয়, পশ্চিমবঙ্গের অনগ্রসর মুসলিম মানসে আধুনিক শিক্ষাবিস্তারে বসন্ত এনে দিয়েছেন দানবীর মোস্তাক হোসেন। সমাজসেবী ও দানবীর মোস্তাক হোসেনকে তাই অনুসরণ করে নতুন প্রজন্ম গড়ে উঠবে মানবকল্যাণের অগ্রযাত্রায়। সংগত কারণে কৃতজ্ঞতার দায়বোধ থেকে নয়া সমাজ নির্মাণের অগ্রনায়ক মোস্তাক হোসেনকে কুর্নিশ জানাই।

জি ডি স্টাডি সার্কেলের মিশন স্কুল গড়ে উঠেছে মোস্তাক হোসেন-এর আর্থিক সহযোগিতা নিয়ে। এই মিশন আন্দোলনে শিল্পপতি মোস্তাক হোসেনের সোনালি পৃষ্ঠপোষকতার ফলেই বাঙালি মুসলিম সমাজ এগিয়ে আসছে। তাঁর ছত্রছায়ায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ-গোত্র নির্বিশেষে সকলেই উপকৃত হয়েছেন এবং নিয়মিত হচ্ছেন। বর্তমানে মুসলিম দরদী সহমর্মী মোস্তাক হোসেনকে অনুসরণ করে নতুন প্রজন্ম উঠে আসুক সমাজকল্যাণে। অনুপ্রেরণা অবশ্যই মোস্তাক হোসেন। মামুন ন্যাশানাল স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা হলেন বক্তা সম্রাট গোলাম আহমদ মোর্তজা। জি ডি স্টাডি সার্কেলের পরিচালনা সমস্ত মিশন স্কুলগুলোর মধ্যে অন্যতম মিশন স্কুল হচ্ছে মামুন ন্যাশানাল স্কুল। ইতিমধ্যে জি ডি স্টাডি সার্কেলের উদ্যোগে সরকারি চাকরির উপযুক্ত করে তুলতে কোচিং দিয়ে বড় সাফল্য লাভ করেছে। রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি দফতরে নতুন প্রজন্ম যোগ্যতা প্রমাণ করে চাকরি পাচ্ছেন। মোস্তাক হোসেন ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করছেন বলেই বাংলার ঘরে ঘরে প্রতিষ্ঠিত হচ্ছেন পিছিয়ে পড়া সমাজের একটা অংশ।

লেখক: সমাজকর্মী, প্রকাশক ও সম্পাদক উদার আকাশ

ভোটের আগে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, রেজিনগর: নির্বাচনের আগে তৃণমূলের গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগে রণক্ষেত্রের চেহারা নিল রেজিনগর। অভিযোগ, মুড়ি মুড়কির মতো চলল বোমাবাজি। বিধায়ক ও প্রাক্তন ব্লক তৃণমূল সভাপতি গোষ্ঠীর সংঘর্ষে জখম হলেন তিনজন। জখম তিনজনের মধ্যে একজন তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য। জখম তিনজনকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এলাকায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন করা হয়েছে।

রেজিনগরে পঞ্চায়েত নির্বাচনের পর থেকে বিধায়ক রবিউল আলম চৌধুরী ও ব্লক সভাপতি আতাউর রহমানের মধ্যে ব্যাপক আকচাআকচি চলছে বলে অভিযোগ। অভিযোগ, দুই প্রভাবশালী তৃণমূল নেতার এলাকা দখলকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে রেজিনগর। আতাউর রহমানকে সরিয়ে ব্লক সভাপতি করা হয়েছে মঞ্জুর শেখকে। নব নির্বাচিত ব্লক সভাপতি আতাউর রহমানের সুরেই সুর মিলিয়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে গিয়েছেন। দিন কয়েক আগে বিকেলনগরে দলীয় কার্যালয়ের দখল নিয়ে উত্তেজনা তৈরি হয়েছিল। পুলিশ এসে দলীয় কার্যালয়ে তালা ঝুলিয়ে চলে যায়।

এবার দেওয়াল লিখন নিয়ে তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। রবিউল গোষ্ঠীর অনুগামীদের দাবি, ইউসুফ পাঠানের সমর্থনে তাঁদের দেওয়াল লিখতে বাধা দেওয়া হয়েছে। এই নিয়েই তাদের উপর হামলা চালানো হয়েছে। অন্যদিকে আতাউর গোষ্ঠীর নির্বাচিত পঞ্চায়েত সদস্য শামিম বিশ্বাসের অভিযোগ, 'যাঁরা তাঁর ওপর হামলা চালিয়েছেন, তাঁরা কংগ্রেস সমর্থক। আমি এলাকায় শান্তি ফেরানোর দাবি জানিয়েছিলাম পুলিশের কাছে। আমার ভাইকে মারছে দেখে আমি বাধা দিতে গেলে আমার ওপর হামলা চালানো হয়।'

আরামবাগে শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগে পকসো মামলা

ধৃতের জেল হেপাজতের নির্দেশ বিচারকের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: এক আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগে রণক্ষেত্র হয়ে ওঠে আরামবাগের কালীপুর। অভিযুক্তের শাস্তির দাবিতে পুলিশ গাড়িকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় এলাকার মানুষ। বুধবার এই ঘটনায় মূল অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলে পুলিশ। ধৃতের নাম মনসা বারিক। বাড়ি কালীপুর এলাকাতেই। প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, শিশু কন্যাকে যৌন নির্যাতনের অভিযোগ দায়ের হয় এবং পুলিশ নির্দিষ্ট ধারায় অভিযোগ দায়ের করে মামলা শুরু করে। পকসো মামলা দায়ের হয়। আরামবাগ মহকুমা আদালতের মহামান্য বিচারক তাকে ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বলে জানা যায়। জানা গেছে, ৮ বছরের নাবালিকাকে বাড়িতে একা পেয়ে বারবার ধর্ষণ করা হয় বলে অভিযোগ পরিবারের সদস্যদের। এই আদিবাসী নাবালিকাকে ধর্ষণের ঘটনায় রাজনৈতিক দলগুলি রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ জানায়। নির্যাতিতা নাবালিকার বাড়ি যায় আরামবাগ সিপিএমের একটি প্রতিনিধি দল। এই প্রতিনিধি দলে আরামবাগের সিপিএম নেতা পূর্ণেন্দু চট্টোপাধ্যায়, প্রাক্তন সাংসদ শক্তি মোহন মালিক-সহ বাম

নেতৃত্ব যান। এই বিষয়ে বাম নেতা শক্তিমোহন মালিক বলেন, আমরা ওই নাবালিকা ও তার পরিবারের পাশে আছি। অভিযুক্তের উপযুক্ত শাস্তির দাবি জানাচ্ছি। পাশাপাশি ওই পরিবারের নিরাপত্তার জন্য প্রশাসনের কাছে আবেদন করছি। অপরদিকে এদিন আরামবাগ মহকুমা শাসকের কার্যালয়ের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করে বিজেপি। দীর্ঘ কয়েক ঘণ্টা অবস্থান বিক্ষোভ চলার পর প্রশাসনের আশ্বাসে অবরোধ ওঠে। এই বিষয়ে বিজেপি নেতা নাসির খান বলেন, এটা খুব লজ্জা জনক ঘটনা। বাংলায় শিশু কন্যা থেকে নাবালিকা ও মহিলাদের কোনও নিরাপত্তা নেই। অভিযুক্তের ফাঁসির দাবি তুলছি। পরিবারের সদস্যরা জানায়, এই ঘটনার আগেও ওই ব্যক্তি এরকম আর একটি ঘটনা ঘটিয়েছিল। এই ঘটনায় অভিযুক্তকে ধরে রেখে গণধোলাই দেয় উত্তেজিত জনতা। ঘটনার খবর পেয়েই এলাকায় পৌঁছয় আরামবাগ থানার পুলিশ। পরিস্থিতি এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়ায় অভিযুক্তকে পুলিশ গাড়িতে নিয়ে আসার সময় এলাকার বাসিন্দারা উত্তেজিত হয়ে পড়ে। পুলিশ গাড়িকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায় দফায় দফায়। মঙ্গলবার বিকেল পাঁচটা নাগাদ আরামবাগ থানায় নির্যাতিতা নাবালিকার পরিবারের লোকজন অভিযোগ জানাতে এলে রাত্রি ৮ টা পর্যন্ত অভিযোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ। এলাকা উত্তেজনা থাকায় অভিযুক্তকে পুলিশের সামনেই গণধোলাই দেয় উত্তেজিত জনতা। অভিযুক্ত মনসা বারিককে তারপর আটক করে আরামবাগ থানার পুলিশ। অভিযোগ না নেওয়ায় কালীপুর এলাকার মানুষজন আরামবাগ থানার ভেতর বিক্ষোভ দেখায় পরবর্তীতে পুলিশ অভিযোগ নেয় ও নির্যাতিতা নাবালিকাকে আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য পুলিশ নিয়ে যায়।

তারপর পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে। স্থানীয় যুবক, অনুদীপ রায় বলেন, একটি শিশুকে ধর্ষণ করা হয়েছে। অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চাই। পাশাপাশি পরিবারটির নিরাপত্তার ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যদিকে অভিযুক্ত ওই ব্যক্তি মনসা বারিক বলেন, আমি মদ খেয়েছিলাম কি করেছি তা আমি নিজেও জানি না। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় তোলপাড় পড়ে যায় আরামবাগ মহকুমায়।

ছেলের আবদারে এয়ারগান রাইফেল কিনে শ্রীঘরে বাবা

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: ছেলের আবদার মেটাতে পাখি মারার বন্দুক নিয়ে পুলিশের হাতে ধরা পরল বাবা। লোকসভা নির্বাচনের মধ্যে নজরদারি চালানোর সময় অস্ত্র আইনে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। বুধবার ঘটনাটি ঘটেছে হরিশ্চন্দ্রপুর থানার কুশিদ এলাকার বাংলা-বিহার নাকা চেকিং পয়েন্টের কাছে।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ধৃতের নাম আব্দুল কাদির। তার বাড়ি উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের হরিশ্চন্দ্রপুর থানার চণ্ডীপুর এলাকায়। এদিন কুশিদায় বাংলা-বিহার নাকা চেক পয়েন্টের কাছে বিহার থেকে আসা প্রত্যেকটি গাড়ির তল্লাশি চালায় পুলিশ। সেই সময় একটি অটোতে একটি লম্বা এয়ারগান রাইফেল নজরে আসে পুলিশের। আব্দুল কাদির নামে ওই ব্যক্তি এয়ারগানটি নিয়ে আসছিল। কিন্তু তার স্বপক্ষে তিনি কোনও বৈধ কাগজপত্র দেখাতে পারেননি। তারপরেই আব্দুল কাদিরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পেরেছে, ছেলের শখ পূরণ করতেই তিনি বিহার থেকে এই পাখি মারার বন্দুকটি নিয়ে আসছিলেন। হরিশ্চন্দ্রপুর থানা আইসি মনোজিৎ সরকার জানিয়েছেন, সমস্ত ঘটনা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এই ধরনের এয়ারগান দিয়ে শুধু পাখি কেন মানুষও মারা যেতে পারে। এদিন ধৃতকে পুলিশি হেপাজতের আবেদন জানিয়ে চাঁচল মহকুমা আদালতে পেশ করা হয়েছে।

লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের পাসওয়ার্ড জালিয়াতির অভিযোগে গ্রেপ্তার ৩

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বিডিও-র পাসওয়ার্ড ব্যবহার করে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারে জালিয়াতি। লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা পাইয়ে দিতেন বাবা-কাকা-পাড়ার ভাইদের! আর এই ঘটনাতেই খানাকুল থানার পুলিশের হাতে গ্রেপ্তার বিজেপি নেতা সহ দু'জন। যদিও এই ঘটনায় মূল অভিযুক্ত শ্রীকান্ত দাস এখনও অধরা। আর এই ঘটনা ঘটেছে খানাকুল দু'নম্বর ব্লকে। ধৃত ব্যক্তিদের নাম অশোক কুমার দাস, সনাতন জানা ও গোপাল জানা। জানা গেছে, অভিযুক্ত শ্রীকান্ত দাস বিভিন্ন জায়গায় ডেটা এন্ট্রির কাজ করতেন। সেইমতো খানাকুল দুই ব্লকে ডেটা এন্ট্রি কাজ করতেন তিনি। আর সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে এই ঘটনা ঘটিয়েছে।

সূত্রের খবর, প্রথমে বিষয়টি নজরে আসে রাজ্য প্রশাসনের। দেখা যায়, বহু পুরুষের অ্যাকাউন্টেও খানাকুল ২ ব্লকে লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের আইডি থেকে টাকা যাচ্ছে। যাদের অ্যাকাউন্টে টাকা যাচ্ছে তাদের কারও বাড়িই খানাকুলে নয়। প্রত্যেক পুরুষ উপভোক্তার বাড়ি মেদিনীপুরের ময়না থানার দক্ষিণ হরকালী গ্রামে। খানাকুল থানার পুলিশ বিষয়টি তদন্ত শুরু করে বিডিওর অভিযোগের ভিত্তিতে। তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ। অভিযোগ শ্রীকান্ত দাস নাকি বিডিওর পাসওয়ার্ড জাল করে লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা বিভিন্ন পুরুষকে পাইয়ে দিয়েছিল। মঙ্গলবার অভিযুক্ত শ্রীকান্ত দাসের বাবা সহ দুই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। জানা গেছে, শ্রীকান্ত দাসের বাবা নাকি ওই এলাকার বিজেপির বুথ সভাপতি। বুধবার তাদেরকে আরামবাগ মহকুমা আদালতে তোলা হয়। যদিও এই ঘটনায় জড়িত মূল অভিযুক্তকে ধরার জন্য তল্লাশি চালাচ্ছে খানাকুল থানার পুলিশ। এই বিষয়ে খানাকুল দু'নম্বর ব্লকের বিডিও মধুমিতা ঘোষ বলেন, বিষয়টি জানাজানি হতেই থানায় অভিযোগ দায়ের করা হয়েছিল।

আর তার পরিপ্রেক্ষিতেই পুলিশ। মূল অভিযুক্তর খোঁজ চলছে। তবে এর সঙ্গে এখনো আর কেউ যুক্ত রয়েছে কিনা সেই বিষয়টিও খতিয়ে দেখছে খানাকুল থানার পুলিশ। অপরদিকে খানাকুল এক নম্বর ব্লক তৃণমূল কংগ্রেসের সভাপতি দীপেন মাইতি বলেন, এটা বিজেপির কালচার। মা বোনেদের লক্ষ্মী ভাণ্ডারের টাকা বিজেপি জালিয়াতি করে নিচ্ছে। আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেবে প্রশাসন। তৃণমূল নেতা অভিজিৎ বাগ বলেন, বিজেপি মানেই দুর্নীতি গ্রস্ত একটা দল। জনগণ সবই বুঝতে পারছে। সবমিলিয়ে এই ঘটনায় শোরগোল রাজনৈতিক মহলে।

অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই পুরসভার উদ্যোগে চৈত্র সেল চলার অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: অগ্নিনির্বাপক দপ্তরের অনুমতি ছাড়াই বর্ধমান পুরসভার উদ্যোগে বাঁকার মাঠে চৈত্র সেল চলার অভিযোগ। আরও অভিযোগ, প্রায় একমাস ধরে চলা এই চৈত্র সেলে নেই কোনও অগ্নি নিয়ন্ত্রণ সিলিন্ডার। অগ্নিনির্বাপক দপ্তরেরও কোনও অনুমোদন নেই বলে মঙ্গলবার রাতে খোদ বর্ধমান পুর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে বলে দাবি।

পাশাপাশি চৈত্র সেলের এত ভিড়ের মাঝেও চায়ের স্টল রয়েছে মেলা প্রাঙ্গণের ভিতরে, যে কোনও সময় এই চৈত্র সেলে বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা রয়েছে। স্টল প্রতি আট হাজার টাকা এবং বিদ্যুতের জন্য অতিরিক্ত টাকা নেওয়া হলেও পুরসভার পক্ষ থেকে তেমন কোনও সুযোগ-সুবিধা পাচ্ছেন না বলে দাবি ব্যবসায়ীদের। বর্ধমান পুরসভার উদ্যোগে বাঁকার মাঠে প্রায় একমাস ধরে চলছে এই চৈত্র সেল। আগে চৈত্র সেল বসত বিসি রোডে ব্যবসায়ীদের দোকানের সামনে ফুটপাথে। ক্রেতা-বিক্রেতাদের যানজটে সমস্যায় পড়তে হত পথচলতি সাধারণ মানুষদের।

বিসি রোড যানজট মুক্ত করতে বর্ধমান পুরসভার উদ্যোগে গতবছর ধরে বিসি রোড থেকে সরিয়ে প্রথমে টাউনহলে, পরে বাঁকার মাঠে তিনশোরও বেশি স্টল নিয়ে করা হয় এই চৈত্র সেল।

SBI এসবিআই আরএসিপিসি উত্তরপাড়া (৬৪১০০)
৫ম তল, রিজেন্ট স্টার মল, হুগলি, ৯, কে জি টি রোড, পশ্চিমবঙ্গ - ৭১২২৩৩, ইমেল : sbi.64100@sbi.co.in

পরিশিষ্ট - IV [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

A/c No- 36240690413 & 36240714913

যেহেতু
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, আরএসিপিসি উত্তরপাড়া অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নস্বাক্ষরকারী ২০০২ সালের (২০০২ এর নং ৩) সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(১২) ধারা এবং তৎসহ পঠিতব্য ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৩ সংস্থান অধীনে ৩০.০১.২০২৪ তারিখে ঋণগ্রহীতা **শ্রী প্রণব দাস, ১০০/এ/১ কুমীরজলা রোড, পো. মল্লিকপাড়া, থানা - শ্রীরামপুর, হুগলি - ৭১২২০১** এবং **৬৩, জি. টি. রোড, শ্রীরামপুর, হুগলি-৭১২২০১** এবং **২১, গাঙ্গুলি বাগান লেন, মহেশ, শ্রীরামপুর, হুগলি - ৭১২২০১** কে নোটিশে উল্লিখিত পরিমাণ **৩০,০২,৮৩০ টাকা (তিরিশ লাখ দুই হাজার আটশ তিরিশ টাকা) টাকা ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ এবং জরিমানা সুদ সহ সম্পূর্ণ আদায় না হওয়া পর্যন্ত। আপনি চুক্তি মোতাবেক হারে উল্লিখিত পরিমাণের সহিত পরবর্তী সুদ সহ তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি উক্ত নোটিশের ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা উক্ত বকেয়া পরিমাণ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণের প্রতি অবগত করা হচ্ছে নিম্নস্বাক্ষরকারী উক্ত আইনের ১৩ ধারার (৪) উপধারা এবং উক্ত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮ সংস্থান অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতাবলে **৬ এপ্রিল ২০২৪ তারিখে** নিম্নোক্ত জামিনদত্ত সম্পত্তির স্বত্ব দখল করেছেন।
ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে বিশেষভাবে এবং সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে সতর্কিত করা হচ্ছে কোনওভাবেই সংশ্লিষ্ট সম্পত্তির লেনদেন না করতে এবং কোনওরূপ লেনদেন **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, শ্রীরামপুর ব্রাঞ্চ,** নিকট বকেয়া **৩০,০২,৮৩০ টাকা (তিরিশ লাখ দুই হাজার আটশ তিরিশ টাকা) টাকা ৩০.০১.২০২৪ অনুযায়ী** পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি আদায়দান সাপেক্ষ।
ঋণগ্রহীতা অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বাস্তু জমি পরিমাণ কমবেশি ০১ কাঠা ১৫ বর্গফুট এবং তদস্থিত আর টি শেড পরিমাণ কমবেশি ১০০ বর্গফুট আরএস দাগ নং ৬০০৩, ৬০০৫ এবং ৬০০৬, আরএস খতিয়ান নং ৪৬২৩,২৫০৬ এবং ২৫১১, এলআর দাগ নং ৬৩২০, এলআর খতিয়ান নং ৩০০৯১, ৩০০৯২ এবং ৩০০৯০ , মৌজা : শ্রীরামপুর,জেএল নং ১৩, পুর হোল্ডিং নং ১০০/এ/১, কুমীরজলা রোড, শ্রীরামপুর পুরসভার ওয়ার্ড নং ২০, থানা এবং এডিএসআর অফিস শ্রীরামপুর, হুগলি-৭১২২০১। **চৌহদ্দি : উত্তরে :** অন্যান্যের সম্পত্তি, **দক্ষিণে :** অন্যান্যের সম্পত্তি, **পূর্বে :** পূর্ব রেলের সম্পত্তি, **পশ্চিমে :** সড়ক।
সম্পত্তি শ্রী প্রণব দাস এর নামে উল্লেখ্য দলিল নং ০৬০৫০৪৫৬৫-২০১৬ সালের, ভল্যুম নং ০৬০৫-২০১৬, পৃষ্ঠা ১০২৪৯৪ থেকে ১০২৫০৯, নথিভুক্ত বুক নং ১, এডিএসআর, শ্রীরামপুর, জেলা : হুগলি।

দ্রষ্টব্য- ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতাকে ইতিমধ্যেই স্পিড পোস্টে দখল নোটিশ পাঠানো হয়েছে। ঋণগ্রহীতা/জামিনদাতা কোনও কারণে নোটিশ না পেয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট এই নোটিশকে বিকল্প নোটিশ হিসেবে গণ্য করতে হবে।

তারিখ - ০৬.০৪.২০২৪
স্থান - উত্তরপাড়া, হুগলি

অনুমোদিত অফিসার,
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: পশ্চিম মেদিনীপুরের কেশপুরে এবং ঝাড়গ্রামের দহিজুড়িতে বিজেপি কর্মীদের মারধরের অভিযোগ উঠল তৃণমূলের বিরুদ্ধে। মঙ্গলবার বিকালে দহিজুড়িতে রামনবমীর জন্য কিছু মহিলা চাঁদা আদায় করছিল। সেই সময় বিনপুর থানার পুলিশ ৫ জন মহিলাকে তুলে নিয়ে যায় ও হেনস্তা করে বলে অভিযোগ। তার মধ্যে একজন গর্ভবতী ছিল। পরে থানা থেকে তাকে ছেড়ে দেয় কিন্তু বাকিদের কেস দিয়ে গ্রেপ্তার করে বলে বিজেপির অভিযোগ।

কেশপুরের গোপীনাথপুরে বিজেপির পতাকা ছেঁড়ার অভিযোগ উঠেছে শাসকদলের বিরুদ্ধে। এখানে বিজেপির বুথ সভাপতি অংকন নিয়োগীকে মারধর করা হয়েছে বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার রাত ৯ টা নাগাদ বিজেপির ঘাটাল সংগঠনিক জেলার সভাপতি তন্ময় দাস আনন্দপুর থানায় আহত বিজেপি কর্মী সমর্থকদের নিয়ে এফআইআর দায়ের করেন। তিনি সংবাদমাধ্যমকে জানান, দেব বলেছিল কেশপুরে সৌজন্যের রাজনীতি করতে। তাহলে তার কথা কি এখন তৃণমূল নেতৃত্ব শুনছে না? তৃণমূল কংগ্রেস আবার মারধরের রাজনীতি শুরু করেছে, শেষটা কিন্তু খুব খারাপ হবে। এই ঘটনায় শাসকদলের পক্ষ থেকে কোনও প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

চোলাই মদ সহ ধৃত ২

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ৮০ লিটার চোলাই মদ সহ ২ জনকে গ্রেপ্তার করল পূর্ব বর্ধমান জেলার মাধবডিহি থানার পুলিশ। অভিযুক্ত চোলাই মদ কারবারির বিরুদ্ধে মাধবডিহি থানার পুলিশ নির্দিষ্ট

ধারায় মামলা রুজু করে বুধবার বর্ধমান জেলা আদালতে পাঠাল পুলিশ।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, অভিযুক্ত চোলাই মদ কারবারিদের নাম অলোক মালিক ও অরুণ মালিক ওরফে রিণ্টু, তাঁদের বাড়ি বড়বৈনান অঞ্চলের বড়বৈনান গ্রামে। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় মাধবডিহি থানার অ্যাসিস্ট্যান্ট সাব-ইন্সপেক্টর মৃণাল চট্টোপাধ্যায় গোপন সূত্রে খবর পেয়ে অভিযুক্তদেরকে গ্রেপ্তার করেন। চোলাই মদ বিক্রির সময় মাধবডিহি থানার পুলিশ মদ সহ তাঁদেরকে গ্রেপ্তার করেন। পুলিশ সূত্রে জানা যায়, চোলাই মদের বিরুদ্ধে অভিযান আরও জোরদার করা হবে আগামী দিনে।

প্রতিবেশীর কান কামড়ে কাটলেন যুবক, চাঞ্চল্য

নিজস্ব প্রতিবদন, কালনা: পূর্ব বর্ধমান জেলার কালনা থানার অন্তর্গত পূর্ব সাতগাছিয়া জলকল এলাকায় এক যুবকের কান কামড়ে কেটে নিলেন প্রতিবেশী আর এক যুবক। গুরুতর জখম অবস্থায় কালনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন সুবল মণ্ডল নামের ওই যুবক।

আহত ওই যুবক কালনা হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকা অবস্থায় বুধবার দাবি করেন, মঙ্গলবার রাতে প্রতিবেশী এক মহিলার বাথরুমে উঁকি মারছিলেন দু'জন প্রতিবেশী। তারই প্রতিবাদ করেন তিনি, এরপরই তাঁর কান কামড়ে নেন এক যুবক। কানের নীচের অংশ পুরো চামড়া খুবলে তুলে ফেলে দেন ওই যুবক। পুরো বিষয়টি নিয়ে কালনা থানায় লিখিত অভিযোগ জানাবেন বলেও বুধবার জানিয়েছেন তিনি।

লরির ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: বুধবার বর্ধমান ১ নং ব্লকের কামনাড়া এলাকায় লরির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক মহিলার। মৃত মহিলার নাম শিউলি দাস, বয়স ২৮ বছর। তাঁর বাড়ি ভাতার থানার অন্তর্গত বিজিপুর এলাকায়। মৃতের স্বামী দিলীপ কুমার দাস জানান, গতরাতে তাঁর শ্বশুর অসুস্থ হওয়ার কারণে বিএমসিএইচে ভর্তি করে আর বাবাকে দেখতে শিউলি দাস এদিন বাড়ি থেকে বেরিয়ে পরে স্বামীর মোটর সাইকেলে চড়ে আসার পথেই কামনাড়ার কিছুটা আগেই কাটোয়ামুখী লরির ধাক্কায় গুরুতর আহত হন। স্থানীয় মানুষের সহযোগিতায় তাঁকে বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজে নিয়ে এলে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। এদিন মৃতদেহ ময়নাতদন্ত হল বর্ধমান মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে।

ছেলের হাতে খুন হলেন মা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঝাড়গ্রাম: ঝাড়গ্রামের ডালকাটিতে ছেলের হাতে খুন হলেন মা। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, পারিবারিক অশান্তির জেরে ছেলে তার মাকে খুন করে। খুনের ঘটনায় অভিযুক্ত ছেলে বিশ্বনাথ মল্লিককে মঙ্গলবার রাতেই পুলিশ গ্রেপ্তার করে। বুধবার তাকে ঝাড়গ্রাম আদালতে পেশ করে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। পুলিশ জানিয়েছে, অভিযুক্ত ছেলে বিশ্বনাথ মল্লিক মদ্যপ অবস্থায় তার মাকে প্রায়ই মারধর করত। ছেলের কারণে পরিবারে অশান্তি লেগেই থাকত। পুরো ঘটনা তদন্ত নেমেছে ঝাড়গ্রাম থানার পুলিশ। জানা গেছে, অভিযুক্ত ছেলে মদ্যপান করে তার মাকে শাবল দিয়ে কুপিয়ে খুন করে।

অত্যাধুনিক চশমা আবিষ্কার ষষ্ঠ শ্রেণির আয়ুষের

১ মিটার রেঞ্জে প্রবেশে পাঠাবে সংকেত!

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: টুথ ব্রাশের ঢাকনা, কিছু ইলেকট্রিকাল কম্পোনেন্ট এবং ১০০ টাকার প্লাস্টিকের একটি চশমা দিয়ে এক তাজ্জব ডিভাইস বানিয়েছে বাঁকুড়ার খুদে আয়ুষ সেন। যাঁরা চোখে দেখতে পান না, তাঁদের জীবন পালটে দিতে পারে এই আশ্চর্য চশমা, এমনটাই দাবি।

চোখে দেখতে পান না এমন একজনকে দেখেই এই রকম একটি আধুনিক চশমা বানানোর সিদ্ধান্ত নেয় ষষ্ঠ শ্রেণির পড়ুয়া আয়ুষ সেন। চশমাটি পড়লে সামনে কোনও বাধা বা মানুষ চলে এলে

নিজে থেকেই সংকেত দেবে। আগাম সংকেত শুনে সময়মতো সরে যেতে পারবেন চশমা পড়া ব্যক্তি। বাঁকুড়ার ইন্দিরাগোরার বাসিন্দা আয়ুষ সেন নিজেই চশমাটি ডেমোনস্ট্রেট করে দেখায়। প্রায় ১ মিটার রেঞ্জের মধ্যে প্রবেশ করলেই চশমা পাঠাবে সংকেত।

আনুমানিক খরচ পড়েছে ৫১০ টাকা। আয়ুষ জানিয়েছে বাবা, মা এবং দাদু-দিদার কাছ থেকে টাকা নিয়ে সেই টাকা খরচ করে তৈরি করেছে চশমাটি। চশমাটি তৈরি করতে ব্যবহার করা হয়েছে ট্রান্সমিটার, রিসিভার, টাইমার আইসি, রেসিসটর, ক্যাপাসিটর, লিথিয়াম আয়ন ব্যাটারি, টাইপ ৪৫ সি চার্জার এবং বাজার। প্রায় ২১ দিন লেগেছে চশমাটি পুরোপুরি কার্যকরী করে

ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক Indian Bank
ইলাহাবাদ ALLAHABAD

জোনাল অফিস : কলকাতা সাউথ
১৪, ইন্ডিয়া এক্সচেঞ্জ প্লেস, ৪র্থ তল, কলকাতা - ৭০০ ০০১

পরিশিষ্ট -IV-A [রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় নোটিশ

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন এবং তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ।
এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতাগণের প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধক/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি **ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** এর **অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক স্বত্ব/প্রতীকী দখলীকৃত এবং** 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যে অবস্থায় আছে' এবং 'যেখানে যা আছে' ভিত্তিতে **২৯.০৪.২০২৪ তারিখে ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক (জামিন অধীনে ঋণদাতা)** নিকট বকেয়া পরিমাণ নিম্নলিখিত ঋণগ্রহীতা(গণ) কাছ থেকে আদায়ের জন্য বিক্রি করা হবে।

ক্রম নং	ক) অ্যাকাউন্ট/ঋণগ্রহীতার নাম খ) শাখার নাম	স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত	জামিন অধীনে ঋণদাতা বকেয়া পরিমাণ	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ এবং তারিখ গ) ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ ঘ) সম্পত্তির আইডি ঙ) দায়বদ্ধতা
১.	ক) শ্রী দীপায়ণ দাস, পিতা শ্রী শেখর বিশ্বাস, ঠিকানা : ১২/২, দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন রোড, বজ বজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পিন : ৭০০১৩৭ খ) বড়িশা শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট নং ৩বি, সুদৃশ্য টাইলসের মেঝে সমন্বিত সুপার বিল্ট আপ এরিয়া পরিমাণ কমবেশি ৬৯৬ বর্গফুট চতুর্থ তলে, দক্ষিণ পশ্চিম দিকে চারতলা ভবনে নাম 'গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্ট', ১ বেড রুম, ১ ডাইনিং, ১ কিচেন, ১ টয়লেট, ১ বারান্দা অবস্থিত হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪ স্টেনা রোড, থানা : মহেশতলা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ এবং সুবিধাদি এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সমন্বিত অবস্থিত মৌজা শ্যামপুর, জেএল নং ৪৬, আরএস দাগ নং ৮১০ এবং ৮১১, এলআর দাগ নং ১০১৪ এবং ১০১৫, আরএস খতিয়ান নং ০২৩৬, এলআর খতিয়ান নং ১৩৫০, ১২৭৭, ৭৫৯, ১০১১, ৫২৯, ১১৮১ হোল্ডিং নং বি২-২৯/৮৭/১,২,৩,৪, স্টেনা রোড, থানা : মহেশতলা, এডিএসআর অফিস বেহালা, মহেশতলা পুরসভার ওয়ার্ড নং ৩৫ অধীন, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি :** উত্তরে : প্রয়াত সুকুমার বোস এবং অন্যান্যর পুকুর, দক্ষিণে : ১৫ ফুট চওড়া সরকার পাড়া রোড, পূর্বে : ১২ ফুট চওড়া শ্যামপুকুর স্টেনা রোড, পশ্চিমে : শ্রীমতি পূরবী সরকারের ভবন। **দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত**	৯,৩২,২৫৬.০০ টাকা (নয় লাখ বত্রিশ হাজার দুশো ছাপান্ন টাকা) ২৪.০৬.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১১,৫০,০০০.০০ টাকা খ) ১,১৫,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50502982369 ঙ) নেই
২	ক) মেসার্স ওয়েস্টার্ন ইন্ডাস্ট্রিয়াল গ্যাসেস (স্বত্বা : শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া) এবং শ্রী রাজনারায়ণ কুশওয়া, ঠিকানা : পিতা প্রয়াত চন্দন কুশওয়া, ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থ তল, সুরধনি অ্যাপার্টমেন্ট বীরেন রায় রোড, পো. জোতে শিবরামপুর, কলকাতা, পিন - ৭০০১৪১ খ) বরিষা শাখা	স্বয়ংসম্পূর্ণ ফ্ল্যাট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১৭০৪ বর্গফুট সুরধনি অ্যাপার্টমেন্ট ফ্ল্যাট নং ৩এ এবং ৩বি, ৪র্থ তল (দক্ষিণ পশ্চিম দিকে) বীরেন রায় রোড (পশ্চিম) পো: জোতে শিবরামপুর, থানা : মহেশতলা, জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আসুতি ২ গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, মৌজা : সরশুনা, আরএস দাগ নং ১, আরএস খতিয়ান নং ৯৬২, তৌজি নং ৪৭ এবং ৫১, জেএল নং ১৭, আরএস নং ৪৮৬, ১২/সি/১ বাস স্ট্যান্ডের নিকট, স্বত্ব দলিল নং ৯৩৬২-২০০৬ সালের রাজ নারায়ণ কুশওয়ার নামে। **চৌহদ্দি নিম্নমতে :** উত্তরে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, দক্ষিণে : বীরেন রায় রোড (পশ্চিম), পূর্বে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন, পশ্চিমে : অন্যান্যর জমি এবং ভবন। **দখলের ধরণ : প্রতীকী**	৬৩,৫২,৯৯৯.০০ টাকা (তেষট্টি লাখ বাহান্ন হাজার নশো নিরানব্বই টাকা) ২০.০৪.২০১৮ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ৪৯,০০,০০০.০০ টাকা খ) ৪,৯০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB50185474998 ঙ) নেই
৩	ক) মেসার্স অপর্ণা লেডিজ টেলর্স (ঋণগ্রহীতা) (স্বত্বা : শ্রীমতি অপর্ণা সাহা), ঠিকানা : বাগপোতা, সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরশুনা, কলকাতা : ৭০০০৬১, এবং শ্রীমতি অপর্ণা সাহা ঋণগ্রহীতা/বন্ধকদাতা) খ) খিদিরপুর শাখা	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ ২ কাঠা এবং তদস্থিত নির্মাণ অবস্থিত মৌজা : সরশুনা, জেএল নং ১৭, খতিয়ান নং ২৯৪১, অংশ আরএস দাগ নং ২১৮৬, বাগপোতা সোনামুখী লিঙ্ক রোড, গীতাঞ্জলি পার্ক, সরশুনা, থানা : ঠাকুরপুকুর এবং জেলা : দক্ষিণ ২৪ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, শ্রীমতি অপর্ণা সাহার স্বত্বাধীনে। **চৌহদ্দি :** উত্তরে : দাগ নং ২১৩২, দক্ষিণে : সড়ক, পূর্বে : মোহন চন্দ্র পোল্লে, পশ্চিমে : মায়া ঘোষ। **দখলের ধরণ : স্বত্ব দখলীকৃত**	১১,৬১,১৫০.০০ টাকা (এগার লাখ একষট্টি হাজার একশ পঞ্চাশ টাকা) ১৫.০৭.২০২১ অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, ব্যয়, অন্যান্য চার্জ এবং ব্যয় সহ	ক) ১৮,০০,০০০.০০ টাকা খ) ১,৮০,০০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা ঘ) IDIB6262496302 ঙ) নেই

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : ২৯ এপ্রিল ২০২৪ (২৯.০৪.২০২৪) সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত

ডাকদাতাদের ওয়েবসাইট দেখতে পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে **(www.mstcecommerce.com)** আমাদের ই-নিলাম পরিষেবা প্রদয়াক সংস্থা এমএসটিসি লি. এর অনলাইন ডাকে অংশ নেওয়ার জন্য। কারিগরি সহায়তার জন্য অনুগ্রহ করে **এমএসটিসি হেল্প ডেস্ক নং ০৩৩-২২৯০১০০৪** এবং অন্যান্য সাহায্যের জন্য পরিষেবা প্রদায়ক সংস্থার হেল্প ডেস্কে ফোন করুন। এমএসটিসি লি. সহিত নথিভুক্তির অবস্থান জানতে এবং ইএমডি'র অবস্থান জানতে অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন **ibapifin@mstcecommerce.com**।
সম্পত্তির বিস্তারিত ছবি এবং সম্পত্তির ই-নিলামের নিয়ম এবং শর্তাদি জানতে অনুগ্রহ করে দেখুন **https://ibapi.in** এবং সংশ্লিষ্ট পোর্টালের বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে হেল্প লাইন নম্বর "১৮০০১০২৫০২৬" এবং "০১১-৪১১০৬১৩১" যোগাযোগ করুন।
ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে সম্পত্তির আইডি নম্বর ব্যবহার করতে সংশ্লিষ্ট সম্পত্তি অনুসন্ধানের সময় যা ওয়েবসাইট **https://ibapi.in** এবং **www.mstcecommerce.com** তে প্রদত্ত।

দ্রষ্টব্য : সংশ্লিষ্ট এই নোটিশ ঋণগ্রহীতা(গণ)/অংশীদার(গণ)/জামিনদাতা(গণ)/বন্ধকদাতাগণের-এর উদ্দেশ্যেও

তারিখ : ১০.০৪.২০২৪, স্থান : কলকাতা — **অনুমোদিত অফিসার, ইন্ডিয়ান ব্যাঙ্ক**

হালকা খাবার খেয়েই প্রচারের ঝড় তুলছেন প্রসূন ব্যানার্জি

মেনুতে থাকছে কলাইয়ের ডাল, ভাত, বেগুন ভাজার মতো নিরামিষ পদ

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: দলের কর্মীদের বাড়িতে গিয়েই সাদামাটা খাবার খেয়েই নির্বাচনী প্রচার চালাচ্ছেন উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। কখনো জুটছে কলাইয়ের ডাল, ভাত, বেগুন ভাজা। আবার কখনো আলু ভর্তা, মুসুরির ডাল সিদ্ধ, গরম ভাত। সঙ্গে রাখছেন গ্লুকোজ মেশানো পানীয় জলের বোতল। লোকসভার নির্বাচন ঘোষণার পর থেকেই এরকম সাদামাটা খাবার খেয়েই ভোট প্রচার চালাচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী। প্রচণ্ড দাবদহের মধ্যে উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের সাতটি বিধানসভায় সকাল থেকে রাত পর্যন্ত মিটিং, মিছিল, কর্মী বৈঠক এবং নির্বাচনী সভা নিয়েই ব্যস্ত রয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। তারমধ্যে শরীরকে ঠিক রাখতেই হালকা এবং পেট ঠান্ডা করা খাবারেই মনকে মানিয়ে রাখছেন ওই তৃণমূল প্রার্থী।

যদিও পিছিয়ে নেই উত্তর মালদার বিজেপি প্রার্থী খগেন মুর্মু। ফলের রস থেকে শুরু করে টক দই, মুড়ি, শসা আবার কখনো আলু সিদ্ধ, ভাত, সবজি এরকম খাবার খেয়েই নির্বাচনী প্রচার করে চলেছেন সংশ্লিষ্ট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী। যদিও উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের কংগ্রেস প্রার্থী মোস্তাক আলমও এই গরমের মধ্যে নিজের শরীর ঠিক রাখতেই বুঝে শুনে খাবার খাচ্ছেন। তিন প্রার্থীর এমন খাবার মেনু নিয়েও চায়ের আড্ডা থেকে পাড়ার ক্লাবের চলছে জোর আলোচনা।

বুধবার উত্তর মালদার লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি গাজোল ও রতুয়া বিধানসভা এলাকায় নির্বাচনী প্রচার সারেন। সকালে লাল চা এবং বিস্কুট দিয়ে শুরু হয় নির্বাচনী প্রচারের প্রথম অধ্যায়। সামান্য বেলা গড়াতে হালকা মুড়ি ভিজে জল, তরমুজ-সহ বেশ কিছু ফল খান। এরপরই দুপুরেই দলের এক কর্মীর বাড়িতেই মধ্যাহ্নভোজ সারেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। দুপুরের খাওয়ারে ছিল কলাইয়ের ডাল, ঝরঝরে ভাত, বেগুন ভাজা, পাঁচমিশালী তরকারি এবং টক দই। এই গরমের মধ্যেই আমিষ জাতীয় খাবার থেকেই মূলত দূরে থাকার চেষ্টা করছেন ওই তৃণমূল প্রার্থী। শরীরকে হালকা এবং তরতাজা রাখ ার চেষ্টা করছেন তিনি। তীব্র তাপদাহের মধ্যে কখনো পায়ে হেঁটে , আবার কখনো হুডখোলা জিপে একটানা নির্বাচনী প্রচারে সামিল হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। এই কাজের ফাঁকেই হালকা খাওয়ারই তার কাছে এখন প্রিয় বলে জানিয়েছেন ওই তৃণমূল প্রার্থী। রাতের খাওয়ারেও থাকছে দুটো রুটি, সিদ্ধ ডাল আর একটা সবজি।

উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত গাজোল, হবিবপুর, পুরাতন মালদা বিধানসভাগুলি আদিবাসী অধ্যুষিত। পাশাপাশি রয়েছে হরিশ্চন্দ্রপুর, চাঁচল, মালতিপুর, রতুয়া বিধানসভা কেন্দ্র। প্রতিটি বিধানসভা কেন্দ্র নির্বাচনী প্রচারে বেরিয়ে যেখানে যেমন খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা করেছেন দলের কর্মীরা, তাই দিয়েই পেট ভরাচ্ছেন তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি। তার সঙ্গেও সংশ্লিষ্ট এলাকার দলের একাংশ নেতা-নেত্রীরাও সেই খাবারই খাচ্ছেন।

উত্তর মালদা লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী প্রসূন ব্যানার্জি বলেন, যে পরিমাণ গরম পড়েছে, তাতে এই ধরনের হালকা খাবারই শরীরের পক্ষে ভালো। যদিও নির্বাচনী প্রচারের মধ্যেই দলের অধিকাংশ কর্মীরাই আবদার করছেন তাদের আয়োজন করা দুপুর অথবা রাতের ভোজনে সামিল হওয়ার জন্য। অবশ্যই দলের কর্মীদের সেই আবদার আমি মেনেই তাঁদের সঙ্গে খাবারের আয়োজনে সামিল হচ্ছি। বিভিন্ন এলাকার দলের কর্মীরা যেভাবে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত পাশে থেকে নির্বাচনী প্রচারে কাজ করে চলেছেন, তাতে খুব ভালো লাগছে। মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জির সার্বিক উন্নয়ন দেখেই মানুষ তৃণমূলকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করছেন। এবারে এই কেন্দ্রের জয় নিয়ে একদম আশাবাদী রয়েছি।

জল্পনার অবসান

আসানসোল কেন্দ্রে সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়াই ভরসা বিজেপির

নিজস্ব প্রতিবেদন, পশ্চিম বর্ধমান: অবশেষে বুধবার (১০ এপ্রিল) আসানসোল কেন্দ্রে প্রার্থী ঘোষণা করল বিজেপি। দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর অবশেষে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হল দুর্গাপুর বর্ধমানের বিদায়ী সাংসদ এস এস আলুয়ালিয়ার নাম। গত ২ মার্চ প্রথমে বিজেপি প্রার্থী হিসেবে নাম ঘোষণা হয়েছিল ভোজপুরি গায়ক নায়ক পবন সিংয়ের। একদিনের মধ্যেই তিনি ব্যক্তিগত কারণ দেখিয়ে প্রার্থীপদ প্রত্যাহার করে নেন। তারপর এতদিন দেওয়ালে শুধু পদ্ম আঁকা ছিল। প্রার্থীর নাম ছিল ফাঁকা। প্রার্থীর নাম ঘোষণা হতেই গেরুয়া শিবির নেমে পড়লেন প্রচারের কাজে।

বুধবার তাঁর নাম ঘোষণা হয়েছে বৃহস্পতিবার বিকেলে তিনি আসানসোলে আসবেন বলে দলীয় কর্মীরা জানিয়েছেন। দলীয় কর্মীদের দাবিমতো আসানসোলের ভূমিপুত্র এসএস আলুওয়ালিয়াকে প্রার্থী করা হল। উল্লেখ্য, সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়া এর আগে দু'বার এমপি নির্বাচিত হয়েছিলেন। তিনি ২০১৪ সালে দার্জিলিং থেকে এবং ২০১৯ সালে বর্ধমান দুর্গাপুর থেকে সাংসদ নির্বাচিত হয়েছিলেন। বিজেপি তাঁকে টানা তৃতীয়বারের মতো প্রার্থী করেছে। তিনি তাঁর জন্মস্থান আসানসোল থেকে টিকিট পেয়েছেন। তাঁর শৈশব থেকে যৌবনের অনেকটা সময় আসানসোলের জেকে নগরে কেটেছে। আসানসোলের জহরমল জালান স্কুলের প্রাক্তন ছাত্র তিনি। পাশাপাশি আসানসোলেই বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হয়েছিলেন।

এতদিন আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে পদ্মফুলের প্রার্থী কে হবেন সেই নিয়ে তৈরি হয়েছিল নানা জল্পনা। আলোচনায় ভাসছিল জিতেন্দ্রর তিওয়ারি, এসএস আলুওয়ালিয়া, কৃষ্ণেন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় সহ একাধিক নাম। তবে বিজেপি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থীর নাম ঘোষণা না করলেও আসানসোল কেন্দ্রের বিভিন্ন জায়গায় জনসংযোগ রাখছিলেন বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি। এদিন প্রার্থীর নাম ঘোষণা করে বিজেপি।

১৯৯৮ সালে কংগ্রেসের হয়ে তিনি আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছিলেন। সেবার জয়ী হয়েছিল সিপিএম। দ্বিতীয় স্থানে ছিল তৃণমূল এবং কংগ্রেস চলে যায় তৃতীয় স্থানে। সেবার ভোটের বাজারে আওয়াজ উঠেছিল আলুওয়ালিয়ার নোট, তৃণমূলে ভোট। বিরোধীরা আবারও সেই আওয়াজ তুলছেন ২০২৪ এর লোকসভা ভোটে।

সিপিএম নেতা পার্থ মুখোপাধ্যায় বলেন, 'পাশের সংসদ এলাকায় তিনি ব্যর্থ তাই সেখানে তাঁকে দুর্গাপুরে প্রার্থী না করে আসানসোলে আনা হল।' বিজেপি কর্মীদের দাবি, দেড় থেকে দু' লাখ ভোটে আলুওয়ালিয়া এবার ভোটে জিতবেন। তৃণমূল কংগ্রেসের জেলা সভাপতি বলেন, 'পাশের কেন্দ্রে তাঁর রিপোর্ট ভালো ছিল না। তাই আসানসোলে পাঠানো হল। কিন্তু বিজেপি কর্মীরাই গান গাইছিলেন তোমার দেখা নাইরে, তোমার দেখা নাই বা নিখোঁজের পোস্টার পড়েছিল। অবশেষে নিখোঁজ এমপির দেখা মিলবে আসানসোলে।' এখন দেখার গত দু'বারের মতো এবারও তিনি জয়ের ধারা বজায় রাখতে পারেন কিনা?

প্রচারের আগে ঢাক বাজিয়ে গাজন সন্ন্যাসীদের নাচালেন জগন্নাথ সরকার

নিজস্ব প্রতিবেদন, নদিয়া: গাজন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে ঢাক বাজিয়ে ভোট প্রচার শুরু করলেন রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার। চৈত্র মাস পরতেই শুরু হয় শিবের গাজন উৎসব। আর দু'দিন বাদেই নীল পুজো, আর সারা রাজ্যের পাশাপাশি নদিয়া জেলার বিভিন্ন প্রান্তে এই উৎসব চলছে ধুমধামের সঙ্গে। তাই ভোট প্রচারের আগে গাজন সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ নিয়ে এবং ফল বিতরণ করে বুধবার ভোট প্রচারের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে পড়লেন বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার।

রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত ফুলিয়া এলাকার বেশ কয়েকটি এলাকায় যান তিনি, এরপর শিবের আরাধনায় মত্ত হওয়া গাজন সন্ন্যাসীদের সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন। দেন শিবের চরণে পুজো, এরপর নিজেই ঢাক কাঁধে তুলে নিয়ে বাজাতে শুরু করেন। তবে বিজেপি প্রার্থীকে কাছে পেয়ে ঢাকের তালে নেচে উঠলেন গাজন সন্ন্যাসীরা। এ প্রসঙ্গে জগন্নাথ সরকার বলেন, 'আমি ছোটবেলা থেকেই গ্রামে মানুষ। জীবনে অনেক কিছু স্মৃতি লুকিয়ে রয়েছে আমার।' তিনি জানান, একটা সময় ছিল তিনি অষ্টক গানে সেজে নিত্য করতেন, আর ঢাক বাজানো তাঁর অনেক দিনের পুরনো অভ্যাস। তাই কোনও কাজেই তিনি হার মানেন না। আজকের দিনে সন্ন্যাসীদের আশীর্বাদ নিয়ে এগিয়ে চললেন নির্বাচনী ভোট প্রচারের জন্য রানাঘাট লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী জগন্নাথ সরকার।

'মানুষের সামনে আসার মুখ নাই, নির্বাচন কমিশনে প্যারেড করছে'

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: নির্বাচন কমিশনে শাসকদলের বার বার যাওয়া নিয়ে দিলীপ ঘোষ বলেন, যারা কাকার বাড়ি, মেসোর বাড়ি যাচ্ছে, তাদের জন্যই বলছি। নির্বাচন এসেছে আমরা জনসাধারণের সামনে এসেছি, যাদের জনসাধারণের সামনে আসার মুখ নাই, প্রশ্নের উত্তর নাই, তারাই নির্বাচন কমিশন অফিসে প্যারেড করছে।'

পাশাপাশি বিজেপি রাজ্যে ক্ষমতায় এলে মিথ্যা মামলায় জেল খাটা বিজেপি নেতা-কর্মীদের সংগ্রামী ভাতা দেওয়ার কথা শুভেন্দু অধিকারী বলার প্রসঙ্গে দিলীপবাবু বলেন, 'ঠিকই আছে। যারা সরকারি ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, পরিবারের লোককে হত্যা করা হয়েছে, সম্পত্তি নষ্ট করা হয়েছে, তাদের অবশ্যই প্রাপ্য এই ভাতা। আগেও তো যারা মিথ্যা মামলায় জেল খেটেছে, তাদেরকেও ভাতা দিয়েছে কেন্দ্র সরকার।'

প্রত্যেকদিনের মতো বুধবার প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে এরকম মন্তব্য করেন বর্ধমান-দুর্গাপুর লোকসভার বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। এদিন প্রাতর্ভ্রমণ ও চা-চক্রের মধ্যে দিয়ে জনসংযোগ সারার সঙ্গে রাজ্যের শাসকদলের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ইসুতে প্রশ্নের উত্তরে ঝাঁঝ বাড়ান দিলীপবাবু।

মহিলার গায়ে গরম জল ছোড়ার অভিযোগে রাজনৈতিক তরজা

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: ইন্দাস ব্লকের ডেওগড়িয়া গ্রামের এক মহিলার গায়ে গরম জল ছুড়ে দেওয়ার অভিযোগে রাজনৈতিক ময়দানে তৃণমূল-বিজেপি। আজ, বুধবার ইন্দাসের বিজেপির থানা ঘেরাও কর্মসূচিতে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বিষ্ণুপুর লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সৌমিত্র খাঁর দাবি, যে ভাবে গতরাতে এক মহিলার ওপরে গরম জল ছুড়ে দেওয়া হয়েছিল। তাঁর স্বামীকে বন্ধ করার জন্য খুনি হামিদ আর তৃণমূলের দালাল বকুল তারা গিয়ে মহিলাকে ভয় দেখিয়েছে, তার স্বামীকে ভয় দেখিয়েছে তাদের গ্রাম ছাড়া করে দেবে, বিজেপি করছে বলে এবং সব জায়গায় গিয়ে হুমকি দিচ্ছে। এরপরেই আহত মহিলা ভর্তি ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে সেখানে বিজেপি প্রার্থী জেলা সভাপতি এবং বিধায়করা তাঁর পরিবারের সঙ্গে এবং ওই মহিলার সঙ্গে দেখা করতে জান।

তৃণমূলের দাবি, 'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যাচার এই ঘটনার সঙ্গে রাজনৈতিক কোনও সম্পর্ক নেই। এটা সম্পূর্ণ পারিবারিক সমস্যা। পারিবারিক ঝামেলার কারণে ওই মহিলার গায়ে গরম জল পড়ে লেগেছে সঙ্গে সঙ্গে প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে আসা হলে আমরা প্রত্যেকটা নেতৃত্ব গিয়েছি দেখেছি। আমরা তাদের পরিবারের পাশে আছি এবং পুলিশের দ্বারস্থ হওয়ার জন্য বলা হয়েছে তাঁর পরিবারকে।' জানান রাজনৈতিক মরশুমে খ বর গরম করার চেষ্টা করছে। এটার সঙ্গে রাজনীতি জড়িয়ে নেই।

আহত মহিলার স্বামী শেখ মইদুল ইসলামের দাবি, পারিবারিক সমস্যা নিয়ে তাঁর কাকিমার সঙ্গে ঝামেলা হয় এরপর তাঁর কাকিমা স্ত্রীর গায়ে প্রথমে একটি ইট তারপরে ভাতের গরম মার ছুড়ে মারেন। ঘটনায় আহত হন মইদুল ইসলামের স্ত্রী। তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় ইন্দাস ব্লক প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রে। তাঁদের যথেষ্ট সাহায্য করছেন তৃণমূলের কর্মীরা তাঁরা আগে বিজেপি করলেও এখন কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে জড়িত নয়। এমনকি এই ঘটনা কোনও রাজনৈতিক ঘটনা নয়। শুধুমাত্র পারিবারিক অশান্তির জেরেই এই ঘটনা ঘটেছে। উভয় পক্ষই ইন্দাস থানার দ্বারস্থ হয়েছে।

ডিজিটাল প্রচার শুরু কাকলির

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: ডিজিটাল প্রচার শুরু করলেন বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের চতুর্থ বারের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার। বুধবার বিকেলে মধ্যমগ্রাম জেলা তৃণমূল কার্যালয় থেকে এই প্রচার শুরু করেন কাকলি। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের খ াদ্যমন্ত্রী রথীন ঘোষ, জেলা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ মফিজুল হক শাহাজী, পুরপ্রধান অশনি মুখার্জি, নিমাই ঘোষ, সহ অন্যান্যরা। ভিডিও অডিও ভিজুয়াল সহ একটি সুসজ্জিত ট্যাবলো সাতটি বিধানসভা এলাকার প্রতিটি জায়গায় সাংসদ ও রাজ্য সরকারের উন্নয়নের প্রচার করবে। পাশাপাশি এদিন সাংসদ তহবিলের টাকায় যে সকল কাজ হয়েছে তার তথ্য সহ একটি বইও প্রকাশ করা হয়। এদিন কাকলি বলেন, বাম জামানায় বারাসাত লোকসভা এলাকা ছিল অনুন্নত গ্রামীণ চেহারা। তারা কোনও উন্নয়ন করেননি। তৃণমূল জামানায় দীর্ঘ ১৫ বছর ধরে উন্নয়ন হয়েছে, তাতে রাজারহাট ভারতবর্ষের সবথেকে স্মার্ট সিটির পুরস্কার পেয়েছে। বারাসাতে মেডিক্যাল কলেজ, পরিশ্রুত পানীয়জল, রাস্তাঘাট সহ সামগ্রিক উন্নয়ন হয়েছে। উন্নয়ন কিভাবে করতে হয় বামেরা জানতেন না। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নেতৃত্বে গোটা রাজ্য জুড়ে যেমন উন্নয়ন হয়েছে তেমনই বারাসাতেরও উন্নয়ন হয়েছে।

ডাম্পারের ধাক্কায় মৃত্যু যুবকের, ক্ষতিপূরণের দাবিতে অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পুরুলিয়া: ডাম্পারের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হল এক যুবকের। মৃতের নাম জগন্নাথ বাউরি (৪৩)। বাড়ি পুরুলিয়ার নিতুড়িয়া থানার ইনানপুরে। যুবকটি পুরুলিয়া লেবার কমিশন দপ্তরে চাকরি করতেন। খবর পেয়ে ছুটে আসেন আত্মীয় পরিজন সহ স্থানীয় মানুষজন। রাস্তায় দেহ রেখে বিক্ষোভ পথ অবরোধে সামিল হন তাঁরা। ঘটনার জেরে বেশ কয়েক ঘণ্টা যান চলাচল বন্ধ হয়ে যায়। ঘটনাটি ঘটেছে বরাকর পুরুলিয়া রাজ্য সড়কে নিতুড়িয়ার বড়তোড়িয়ায়।

স্থানীয় ও পুলিশ সূত্রে জানা যায়, সকাল সাড়ে দশটা নাগাদ মৃত জগন্নাথ ও তাঁর বন্ধু মোটর বাইকে সড়বড়ি মোড় থেকে বাড়ি ফেরার সময় উলটোদিক থেকে আসা একটি ডাম্পার তাঁদের ধাক্কা মারলে ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় জগন্নাথের। প্রাণে বেঁচে যান তাঁর বন্ধু। ঘাতক গাড়িটি আটক করেছে পুলিশ। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় নিতুরিয়া থানার পুলিশ। ক্ষতিপূরণের দাবিতে ও যান নিয়ন্ত্রণের দাবিতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক ধরে পথ অবরোধ চলার পর বুধবার দুপুর দেড়টা নাগাদ পথ অবরোধ উঠে গেলে পুলিশ দেহটি উদ্ধার করে পুরুলিয়ার গর্ভমেন্ট মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের মর্গে পাঠায় ময়নাতদন্তের জন্য।

প্রার্থী নিয়ে বিজেপির অসন্তোষ বর্ধমানে

নিজস্ব প্রতিবেদন, বর্ধমান: ২০১৪ সালের বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী সন্তোষ রায় একরাশ ক্ষোভ উগরে দিলেন। এদিন বুধবার সন্ধ্যায় বাঘনাপাড়া স্টেশন সংলগ্ন একটি অনুষ্ঠান হলে এসে বলেন, 'বহিরাগত এই প্রার্থী অসীম সরকারকে তাঁরা মানছেন না।'

একই সঙ্গে জেলা সভাপতি গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগড়ে দেন তিনি। তাঁদের অভিযোগ, জেলা সভাপতি এবং প্রার্থী অসীম সরকার, প্রার্থী ঘোষণা হওয়ার পর কেউই তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ করেননি, যার ফলে তাঁরা কী ভাবে কাজ করবেন এই ভোটে কিছুই বুঝে উঠতে পারছেন না তাঁরা। অবিলম্বে এই প্রার্থীকে সরাতে হবে, বর্ধমান পূর্ব লোকসভা কেন্দ্রের ভূমিপুত্র কোনও এক বিজেপি কর্মীকে প্রার্থী করতে হবে এখানে। পাশাপাশি এই প্রার্থী না সরালে নমিনেশনের আগে রাজনৈতিক বোমা ফাটাবেন বলেও হুঁশিয়ারি দিয়েছেন বিজেপির প্রাক্তন শহর সভাপতি উদয় ঘোষ।

বামেদের প্রার্থী বদল বারাসাতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তর ২৪ পরগনা: শেষমেশ কর্মীদের অসন্তোষের কারণেই বামেদের প্রার্থী বদল হল বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রের। তবে বামেদের একংশের দাবি বিজেপির সঙ্গে যোগসাজগের অভিযোগেই এই প্রার্থী বদল করা হয়েছে। বারাসাত লোকসভা কেন্দ্রে বামেদের প্রার্থী করা হয়েছিল ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রবীর ঘোষ। তিনি বারাসাত ১ নম্বর ব্লকের ছোট জাগুলিয়া অঞ্চলের একটি স্কুলের প্রাক্তন শিক্ষক ছিলেন। তিনি বিজেপির শিক্ষক সেলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বলে অভিযোগ ছিল। ফলে এমন একজনকে প্রার্থী হিসেবে মেনে নিতে পারছিলেন না। তার বিজেপি যোগের একাধিক ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়। তারপরেই নড়েচড়ে বসে বাম নেতৃত্ব। অবশেষে তাকে বাদ দিয়ে সম্ভাব্য প্রার্থী ফরওয়ার্ড ব্লকের সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়। সঞ্জীব প্রার্থী হওয়াতে খুশি বাম কর্মীরা। পাশাপাশি প্রবীর ঘোষ অনুগামীদের দাবি, বারাসাতের তৃণমূলের নেতাদের সঙ্গে সঞ্জীবের সম্পর্ক ভালো। বেশ কিছু তৃণমূল নেতার কথাতেই চলেন সঞ্জীব। এমনকী এক তৃণমূল নেতার সঙ্গে সঞ্জীবের প্রমোটিংয়ের ব্যবসা আছে। ফলে বামেদের এই প্রার্থী বদলে আখেরে তৃণমূলেরই লাভ হল। যদিও বারাসাতের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ডাঃ কাকলি ঘোষ দস্তিদার এই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করেন চাননি।

এক লগ্নিসংস্থার কর্ণধারের বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ের থানায়, চাঞ্চল্য আরামবাগে

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: আরামবাগে এলএফএস ব্রোকিং নামক একটি শেয়ার মার্কেটিং অফিসের বিল্ডিংয়ের ছাদ থেকে পড়ে মৃত্যুর ঘটনায় শোরগোল শহর জুড়ে। আরামবাগ এসডিপিও অফিস থেকে একেবারে ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে আরামবাগ কলকাতা রাস্তার ওপরে এই মৃত্যুর ঘটনায় রীতিমতো হইচই পড়ে যায়। পুলিশ খবর পেয়েই রক্তাক্ত অবস্থায় ওই ব্যক্তির দেহ উদ্ধার করে নিয়ে যায় আরামবাগ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে। সেখানে তাকে মৃত বলে ঘোষণা করা হয়। এরপরেই পুলিশ তার দেহটি ময়না তদন্তে পাঠায়। আরামবাগ থানার পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই ব্যক্তির নাম মানস সিনহা (৫৭)। তার বাড়ি কলকাতার দমদম এলাকায়। মঙ্গলবার রাতে এই ঘটনায় ক্রমশই রহস্য ঘনীভূত হচ্ছে। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, আরামবাগ থানায় একটি অভিযোগ দায়ের করা হয়। মৃত মানসবাবুর কন্যা ওই সংস্থার কর্ণধার জিয়াউর রহমান ও তার স্ত্রীর বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ দায়ে করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। প্রশ্ন উঠেছে, মানসবাবুর মৃত্যু কিভাবে হল? কেউ কি ঠেলে ফেলে দিয়ে খুন করেছে? নাকি কোনও কিছুর চাপে পড়ে তিনি নিজেই আত্মঘাতী হয়েছেন? যদিও পুলিশ গোটা ঘটনা নিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। এদিন গভীর রাতে মৃত ব্যক্তির স্ত্রী বাড়ি থেকে আরামবাগে আসেন। তবে তিনি কোনও কথাই বলতে চাননি। কান্নায় ভেঙে পড়েন তিনি। যদিও পুলিশ দু'জন সিকিউরিটি গার্ডকে আটক করেছে। অফিসের সিসিটিভির হার্ডডিস্ক বাজেয়াপ্ত করেছে আরামবাগ থানার পুলিশ। জানা গেছে, আরামবাগের এই শেয়ার মার্কেটিং অফিসে অনেকেই এজেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। প্রচুর টাকা পান সকলেই। অভিযোগ যে, এদিন মানসবাবুও এই অফিসে আসেন তার পাওনা গন্ডা চাইতে। আর সেখানেই ফিল্মি কায়দায় ভিতরে নিয়ে যায় তাকে। এরপরেই তার রক্তাক্ত দেহ পড়ে থাকতে দেখা যায় এই অফিসের সামনেই। স্থানীয় বাসিন্দাদের ধারণা তাকে ওপরে নিয়ে গিয়ে ঠেলে ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু ওই সংস্থার এক কর্মী নাকি জানায় ফোন নিয়ে মানসবাবু ছাদে ফোন নিয়ে গিয়েছিলেন। অসাবধানবশত উনি পরে যেতে পারেন। সবমিলিয়ে এই ঘটনা নিয়ে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় আরামবাগে।

বোমা ফাটালেন প্রফুল্ল প্যাটেল

বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি ছিলেন শরদ পাওয়ার !

মুম্বই, ১০ এপ্রিল: একা অজিত পাওয়ার নন, বিজেপির সঙ্গে হাত মেলাতে রাজি ছিলেন শরদ পাওয়ারও! লোকসভা ভোটের মুখে রীতিমতো বোমা ফাটালেন এনসিপি গোষ্ঠীর নেতা প্রফুল্ল প্যাটেল। তাঁর দাবি, বিজেপির সঙ্গে হাত মেলানোর ব্যাপারে ৫০ শতাংশ রাজি হয়ে গিয়েছিলেন শরদ পাওয়ার।

এনসিপির অজিত শিবিরের এই নেতার বক্তব্য, 'অজিত পাওয়ার সদলবলে গত বছর ২ জুলাই মন্ত্রিসভায় শপথ নিলেন। আমরা ১৫ এবং ১৬ জুলাই শরদ পাওয়ারের সঙ্গে দেখা করলাম। তাঁকে আমাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে অনুরোধ করেছিলাম। পরে অজিত পাওয়ার এবং শরদ পাওয়ার আলাদা করে পুণেতে দেখা করেন। শরদজি অর্ধেক রাজি হয়েও গিয়েছিলেন। কিন্তু উনি

শেষ মুহূর্তে বেঁকে বসেন। এটা উনি সবসময় করে থাকেন।'

উল্লেখ্য, গত বছরের মাঝামাঝি সময়ে এনসিপিতে গোষ্ঠী কোন্দল চরমে পৌঁছয়। সদলবলে শরদ পাওয়ারের এনসিপি থেকে বেরিয়ে বিজেপির হাত ধরেন ভাইপো অজিত পাওয়ার। মহারাষ্ট্র মন্ত্রিসভায় যোগ দেন এনসিপির ৯ বিধায়ক। অজিত নিজে উপমুখ্যমন্ত্রী হন। ক্ষুব্ধ শরদ অজিত শিবিরের একাধিক নেতাকে বরখাস্ত করেন। দাবি করেন, আসল এনসিপি তাঁরাই। বিষয়টি গড়ায় নির্বাচন কমিশন পর্যন্ত। শেষ পর্যন্ত এনসিপি ভেঙে যায়। অজিত গোষ্ঠীকে আসল এনসিপি হিসাবে স্বীকৃতি দেয় নির্বাচন কমিশন।

যদিও মহারাষ্ট্রের রাজনৈতিক মহলে কানাঘুষো শোনা যায়, ভাইপোর এই বিদ্রোহে সায় ছিল শরদেরও। সেটাই এবার প্রকাশ্যে দাবি করলেন প্রফুল্ল প্যাটেল। যদিও শরদ গোষ্ঠী বরাবর বলে আসছে, তাদের মনে কোনওরকম সংশয় নেই। তাঁদের লড়াই বিজেপির বিরুদ্ধে। বিজেপিকে তাঁরা হারাবেনই। ভোটের মুখে এসব বলা হচ্ছে, বিভ্রান্তি ছড়াতে।

বিড়ালকে বাঁচাতে পরপর কুয়োয় নেমে মৃত একই পরিবারের ৫

মুম্বই, ১০ এপ্রিল: বিড়ালকে বাঁচাতে গিয়ে কুয়োয় পড়ে জলে ডুবে মৃত্যু হল একই পরিবারের ৫ সদস্যের। দীর্ঘ চেষ্টার পর ওই পরিবারের আরও এক সদস্যকে কোনওমতে বাঁচাতে সক্ষম হল প্রশাসন। ঘটনাটি ঘটেছে মহারাষ্ট্রের আহমেদনগর জেলার ওয়াডকি গ্রামে দীর্ঘক্ষণ ধরে উদ্ধার কাজ চালানোর পর কুয়ো থেকে ৫ টি দেহ উদ্ধার করতে সক্ষম হয়েছে প্রশাসন।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে ছিল কুয়োটি। স্থানীয় কৃষকেরা সেটিকে আবর্জনা ফেলার জায়গা হিসেবে ব্যবহার করত। মঙ্গলবার বিকেলের দিকে ওই কুয়োতে পড়ে যায় একটি বিড়াল। তাঁকে উদ্ধার করতে কুয়োর মধ্যে ঝাঁপ দেন এক যুবক। দীর্ঘক্ষণ ধরে সে কুয়ো থেকে উঠছে না দেখে কুয়োয় নামতে গিয়ে পড়ে যান পরিবারের আর এক সদস্য। এভাবেই একে একে কুয়োর মধ্যে নেমে আর উঠতে পারেননি পরিবারের ৬ জন সদস্য। বিষয়টি গুরুতর বুঝে ঘটনাস্থলে আসেন এলাকার লোকজন। খবর দেওয়া হয় পুলিশকেও।

প্রশাসনের তরফে জানা যাচ্ছে, রাতে ওই কুয়োতে উদ্ধারকাজে নামে উদ্ধারকারী দল। দীর্ঘ চেষ্টার পর রাত ১১ টিএ নাগাদ এক যুবককে জীবিত অবস্থায় উদ্ধার করা হয়। তড়িঘড়ি তাঁকে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে। এরপর একে একে

পরিবারের বাকি ৫ সদস্যের মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। পুলিশের তরফে জানা গিয়েছে, বিপুল পরিমাণ বর্জ্য পদার্থ জমে ছিল কুয়োর ভিতর। তা সরিয়ে উদ্ধারকাজ চালাতে রীতিমতো সমস্যা হচ্ছিল। শেষে স্থানীয় পুরসভা থেকে ২টি পাম্প নিয়ে এসে জল তুলে দেহ উদ্ধার করা সম্ভব হয়।

স্থানীয় নেভাসা থানার পুলিশ আধিকারিক ধনঞ্জয় যাদব জানান, ওই ৬ জনের মধ্যে মানিক নামে এক যুবক কোমরে দড়ি বেঁধে কুয়োর মধ্যে নেমেছিলেন। যার ফলে তাঁকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে। কুয়ো থেকে জীবিত উদ্ধার হওয়া যুবক বর্তমানে স্থিতিশীল বলে জানা গিয়েছে।

প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে হেপাটাইটিস, জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা

জেনেভা, ১০ এপ্রিল: ক্রমশই আরও বেশি প্রাণঘাতী হয়ে উঠছে হেপাটাইটিস। চওড়া হচ্ছে তার মরণথাবা। এমনটাই জানাল বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা। ২০২৪ সালের হেপাটাইটিস রিপোর্ট প্রকাশ করে হু জানিয়েছে, প্রতি বছর ১৩ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হচ্ছে এই অসুখে। যা যক্ষ্মায় মৃত্যুর সমান। সাম্প্রতিক হিসেব অনুযায়ী, দৈনিক সাড়ে তিন হাজার মানুষের প্রাণ কাড়ছে এই অসুখ। এই ভয়ংকর অসুখ হয়ে উঠেছে পৃথিবীর দ্বিতীয় সবচেয়ে সংক্রামক ব্যাধি। 'হু' প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যাচ্ছে, ১৮৭টি দেশের রিপোর্ট অনুসারে ২০১৯ সালে যেখানে ১১ লক্ষ মানুষের মৃত্যু হয়েছিল হেপাটাইটিসে, সেখানে ২০২২ সালে মৃত্যু হয়েছে ১৩ লক্ষ মানুষের। এর মধ্যে ৮৩ শতাংশ মৃত্যুর কারণ হেপাটাইটিস বি। হেপাটাইটিস সি কেড়েছে ১৭ শতাংশ মানুষের প্রাণ। আর এই সব মৃত্যুর ক্ষেত্রে দুই তৃতীয়াংশ মৃত্যুই হয়েছে বাংলাদেশ, চিন, ইথিওপিয়া, ভারত, ইন্দোনেশিয়া, নাইজেরিয়া, পাকিস্তান, ফিলিপিন্স, রাশিয়া ও ভিয়েতনামে। মনে করা হচ্ছে, ২০২২ সালেই হেপাটাইটিস বি-তে আক্রান্ত হয়েছিলেন ২৫ কোটিরও বেশি মানুষ। হেপাটাইটিস সি-এর ক্ষেত্রে সংখ্যাটা ৫ কোটি।

মোদিকে ঈশ্বর রূপে পুজো, নিজের আঙুল অর্পণ কর্নাটকের যুবকের

বেঙ্গালুরু, ১০ এপ্রিল: কোনওদিন সাক্ষাৎ না হওয়া দ্রোণাচার্যকে গুরু মেনে তাঁর মূর্তি স্থাপন করে লক্ষ্যভেদ করতেন একলব্য। পরবর্তীকালে গুরুদক্ষিণা হিসাবে ডান হাতের বুড়ো আঙুল অর্পণ করেছিলেন গুরুর চরণে। এযুগের 'একলব্যে'র খোঁজ মিলল কর্নাটকে। এই যুবক মনেপ্রাণে গুরু মেনেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে। বাড়িতে গড়েছেন মোদি-মন্দিরও। তৃতীয়বারের জন্য মসনদে বসুন তিনিই। এই কামনায় এবার ঈশ্বরের কাছে নিজের একটি আঙুল কেটে অর্পণ করলেন অরুণ ভার্নেকর। কর্নাটকের যুবকের মোদিভক্তি দেখে চমকে গিয়েছেন আত্মীয়-প্রতিবেশীরাও।

এক সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, কর্নাটকের কারওয়ারে বৃদ্ধ মাকে নিয়ে থাকেন অরুণ। বিয়ে করেননি। আগে কাজ করতেন মুম্বই ফিল্মসিটিতে। তাঁর এহেন মোদিভক্তির উদাহরণ লোকে

আগেও দেখেছে। ২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনেও তিনি এমন কিছু করতে গিয়েছিলেন। কিন্তু সেযাত্রায় তিনি সফল হননি। তবে এবার মনের ইচ্ছে পূরণ করে ফেলেছেন অরুণ। তৃতীয়বারও মোদিকেই তিনি প্রধানমন্ত্রীর আসনে দেখতে চান। তাই তাঁর সাফল্য কামনা করে মা কালীর কাছে নিজের বাম তর্জনী কেটে উৎসর্গ করে দিয়েছেন অরুণ।

তবে এখানেই শেষ নয়। ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা থেকে বাড়িতে মোদির মূর্তি গড়ে মন্দিরও তৈরি করেছেন অরুণ। আঙুল কাটার পর নিজের রক্ত দিয়ে সেই মন্দিরের দেওয়ালেই প্রধানমন্ত্রীর সুরক্ষা কামনা করে বিশেষ বার্তা লিখেছেন তিনি। নমোকে 'মোদিবাবা' হিসাবে সম্বোধন করে দেওয়ালে লেখা রয়েছে, 'মোদিবাবা সবচেয়ে মহান।' পাশাপাশি মোদির নেতৃত্বেই পাকিস্তান ও চিনের সঙ্গে সংঘাতে সমাপ্তি ঘটেছে। কাশ্মীরে শান্তি ফিরেছে। এমনটাই বিশ্বাস অরুণের।

অরুণের এই ভক্তি নজর কেড়েছে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বদের। কিন্তু এই ধরনের কাণ্ড না ঘটানোর আর্জি জানিয়ে গেরুয়া শিবিরের এক নেতা নন্দ কিশোর জানিয়েছেন, 'এটা পাগলামি। এই ধরনের কাজকর্ম না করেও তিনি সকলের কাছে প্রধানমন্ত্রী যা যা অর্জন করেছেন তা তুলে ধরতে পারতেন। তাতেই মোদি খুশি হতেন। অন্য আরেক বিজেপি কর্মী জগদীশ নায়েক বলেন, 'এটা খবুই আশ্চর্যের। আমি সকলকে অনুরোধ করছি এই রকম কিছু করবেন না। আমরা সকলে চাই মোদি নির্বাচনে জয়লাভ করুন। আপনারা যথাযথ উপায়ে তাঁর প্রতি নিজেদের ভালোবাসা প্রদর্শন করুন।'

সরালেন বিজেপির ছবি

নির্দল প্রার্থী হয়ে পবন লড়বেন বিহার থেকে

পাটনা, ১০ এপ্রিল: লোকসভা ভোটে আসানসোল লোকসভা কেন্দ্রে প্রার্থী হিসাবে বুধবার দুপুরে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রের বিদায়ী সাংসদ সুরেন্দ্র সিং আলুওয়ালিয়ার নাম ঘোষণা করেছিল বিজেপি। তার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ভোজপুরি চলচ্চিত্রের তারকা অভিনেতা পবন সিং নিজের এক্স হ্যান্ডল থেকে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির ছবি সরিয়ে দিলেন। সেই সঙ্গে পবন জানিয়েছেন, লোকসভা ভোটে বিহারের কারাকাট কেন্দ্র থেকে প্রার্থী হবেন তিনি।

এক মাস আগে আসানসোলকে 'না' বলা পবন হিন্দিতে এক্সে লিখেছেন, 'মাতা গুরুতারা ভূমেরু। মানে হল, মা এই ভূমির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এবং আমি মাকে কথা দিয়েছিলাম এ বার নির্বাচনে লড়ব। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে আমি বিহারের কারাকাট থেকে ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব। জয় মা দেবী।' বিজেপি নেতৃত্বাধীন এনডিএ কারাকাট আসনটি ছেড়েছে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা রাষ্ট্রীয় লোকমোর্চার প্রধান উপেন্দ্র কুশওয়াহাকে। অন্যদিকে, আরজেডি-কংগ্রেস-বামেদের মহাগঠবন্ধনের তরফে সেখানে প্রার্থী দিয়েছে সিপিআইএমএল (লিবারেশন)। এই পরিস্থিতিতে পবন কারাকাটে নির্দল প্রার্থী হিসাবে লড়তে পারেন বলে মনে করছেন রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের একাংশ।

গত ২ মার্চ বিজেপির তরফে দিল্লি থেকে আসানসোলের প্রার্থী হিসাবে তাঁর নাম ঘোষণা করা হয়েছিল। তার পরেই তার বিরুদ্ধে প্রচারে নেমেছিল তৃণমূল। দলের তরফে মুখপাত্র অরূপ চক্রবর্তী নিজের এক্স হ্যান্ডেলে অভিযোগের সুরে লিখেছেন, 'ভোজপুরিতে প্রকাশিত পবনের বিভিন্ন গান এবং ভিডিওতে বাংলার মহিলাদের প্রতি অশালীনতা প্রকাশ পেয়েছে।' আসানসোলের প্রাক্তন বিজেপি সাংসদ তথা রাজ্যের মন্ত্রী বাবুল সুপ্রিয় এক্সে পবনের বিতর্কিত গানের ভিডিও পোস্ট করেছিলেন। এর পর দিনই ভোজপুরি সিনেমার 'পাওয়ার স্টার' আসানসোলে ভোটে দাঁড়াতে অস্বীকার এক্সে বার্তা দেন। তার সপ্তাহ দেড়েক পরে অন্য একটি এক্স পোস্টে পবন লিখেছিলেন, 'আমি বিহার থেকে ভোটে লড়ব।' বুধবার মোদির ছবি সরিয়ে সে কথা আবার জানালেন তিনি।

এবার থেকে ব্রিটেনের নোটে থাকবে রাজা তৃতীয় চার্লসের ছবি

লন্ডন, ১০ এপ্রিল: প্রথমবার ব্রিটেনের নোটে রাজা তৃতীয় চার্লসের ছবি। নতুনভাবে প্রকাশিত এই নোট মঙ্গলবার তুলে দেওয়া হল রাজার হাতে। উল্লেখ্য, এই প্রথমবার ব্রিটেনের নোটে পালটানো হল দেশের শাসকের ছবি। ১৯৬০ সাল থেকে এই নোটে রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের ছবি ছিল। এবার থেকে রাজার ছবি থাকবে নোটে। মঙ্গলবার বার্কিংহাম প্যালেসে গিয়ে রাজার সঙ্গে দেখা করেন ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের আধিকারিকরা। ক্যানসারে আক্রান্ত হওয়ার পর থেকে সেভাবে জনসমক্ষে দেখা যায় না রাজা তৃতীয় চার্লসকে। তবে এদিন ব্যাংকের আধিকারিকদের সঙ্গে দেখা করেন তিনি। ব্রিটেনের প্রথা অনুযায়ী, ব্যাংক কোনও নতুন নোট প্রকাশ করলে প্রথম নোটটি তুলে দেওয়া হয় দেশের রাজা বা রানির হাতে। মঙ্গলবার সেই প্রথামাফিক নতুন নোট গ্রহণ করেন চার্লস। ৫, ১০, ১৫, ২০ পাউন্ডের নোট দেওয়া হয় তাঁকে। আগামী ৫ জুন থেকে আমজনতার জন্য এই নোটগুলো বাজারে ছাড়া হবে।

উল্লেখ্য, ১৯৬০ সাল থেকে ব্রিটেনের নোটে দেশের রাজা বা রানির ছবি ছাপা শুরু করে ব্যাংক অফ ইংল্যান্ড। প্রথমবার নোটে ছাপা হয় রানি দ্বিতীয় এলিজাবেথের ছবি। ২০২২ সালে তাঁর মৃত্যুর পরে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়, এবার থেকে ব্রিটেনের নোটে ছাপা হবে রাজার ছবি। তবে রানির ছবি দেওয়া নোটগুলো এখনও আগের মতোই কার্যকর হবে। যে সমস্ত নোট ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে গিয়েছে, তার পরিবর্তেই ব্যবহৃত হবে এই নতুন নোটগুলো। ইতিমধ্যেই ব্রিটিশ কয়েনগুলোতে রাজার ছবি খোদাই করা হয়ে গিয়েছে। বাজারে ব্যবহৃতও হচ্ছে সেই কয়েন। ব্যাংক অফ ইংল্যান্ডের আধিকারিকদের আশা, দ্রুতই বাজারে ছড়িয়ে যাবে রাজার ছবি দেওয়া নোট। তবে ব্রিটেনবাসী যেহেতু ক্যাশলেস অর্থনীতির দিকে ঝুঁকে, তাই নয়া নোটের প্রসার হবে ধীর গতিতে।

রাফায় ঢুকে হামাস বিনাশ করতে অভিযান শুরু করবে ইজরায়েলি বাহিনী

দিনক্ষণ চূড়ান্ত করলেন নেতানিয়াহু

গাজা, ১০ এপ্রিল: ছয় মাস পেরিয়ে গিয়েছে। হামাস নিধনে এখনও গাজায় অগ্নিবর্ষণ করছে ইজরায়েলি ফৌজ। আন্তর্জাতিক মহলের চাপ উপেক্ষা করে নিজের সিদ্ধান্তে অনড় ইজরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু। লক্ষ্য একটাই। হামাস জঙ্গিদের সমূলে বিনাশ করা। আর তার জন্য রাফায় ঢুকে অভিযান শুরু করতেই হবে ইজরায়েলি বাহিনীকে। এমনটাই জানিয়ে এই অভিযানের দিনক্ষণ চূড়ান্ত করলেন নেতানিয়াহু।

সূত্রে খবর, রাফায় অভিযান শুরু করা নিয়ে একটি ভিডিওবার্তা দিয়েছেন নেতানিয়াহু। দৃঢ় কণ্ঠে তিনি জানিয়েছেন, রাফায় অভিযান শুরু না করলে এই যুদ্ধে জয় আসবে না। আমরা আমাদের লক্ষ্য পূরণে অবিচল। আমাদের এখন উদ্দেশ্য পণবন্দিদের মুক্ত করে হামাসের বিরুদ্ধে জয়লাভ করা। রাফায় ইজরায়েলি ফৌজের অভিযানের দিনক্ষণ আমি ঠিক করে ফেলেছি। সেই দিন আসছে। ওই শহরে ঢুকে হামাস জঙ্গিদের খতম করবে আমাদের জওয়ানরা। বিশ্বের কোনও শক্তি কোনও বাহিনী আমাদের আটকাতে পারবে না। অনেকেই চাইছে আমাদের আটকাতে কিন্তু কেউ সেটা পারবে না। হামাস যা করেছে তা

পুনরাবৃত্তির সুযোগ ওরা আর পাবে না। তবে ঠিক কবে রাফায় ঢুকবে ইজরায়েলি প্রতিরক্ষা বাহিনী সেটা তিনি স্পষ্ট করেননি।

কিন্তু কেন রাফায় ঢুকে আক্রমণ শানাতে এতটা মরিয়া ইজরায়েল? দক্ষিণ গাজায় অবস্থিত রাফা শহরটি মিশর সীমান্তবর্তী। যা এখন প্রায় ১৫ লক্ষ প্যালেস্তিনীয়দের শেষ আশ্রয়। ইজরায়েলি সেনার হামলা থেকে বাঁচতে এই শহরের বহু শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিয়েছেন তাঁরা। এই মুহূর্তে ইজরায়েলের মারে কার্যত ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে গোটা গাজা ভূখণ্ড। উত্তর থেকে দক্ষিণের বিভিন্ন এলাকা এমনকি মাটির নিচেও হামাস জঙ্গিদের ডেরা গুঁড়িয়ে দিয়েছে ইজরায়েলি ফৌজ। তেল আভিভের অভিযোগ, এই রাফা শহরেই নতুন করে ঘাঁটি গাড়ছে জেহাদিরা। এখান থেকেই তারা সন্ত্রাসী কার্যকলাপ চালাচ্ছে। তাই হামাসকে পুরোপুরি শেষ করতে হলে এই শহরও তোলপাড় করতে হবে। এদিকে, রাফা সীমান্ত বন্ধ করে রেখেছে মিশর। ফলে শহর ছেড়ে পালানোর আর কোনও পথ নেই হামাসের কাছে। গত মাস দু'য়েক ধরে রাফায় আছড়ে পড়ছে ইজরায়েলের গোলা-বারুদ। হামলা, অনাহার, রোগব্যাধিতে কার্যত কোনঠাসা হয়ে গিয়েছে শহরটি। গত মার্চ মাসেই রাফায় ইজরায়েলি ফৌজের বোমাবর্ষণে প্রাণ হারিয়েছিলেন ১১ জন শরণার্থী। রাফায় ইহুদি দেশটির অভিযানের ভয়ংকর পরিণতি নিয়ে আতঙ্কের প্রহর গুনছে মানবাধিকার সংস্থাগুলো। এর আগে বেশ কয়েকবার এনিয়ে গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করেছে আমেরিকা। রাফায় যাতে সাধারণ মানুষের জীবন বিপন্ন না হয় তা নিয়ে নেতানিয়াহুর সঙ্গে কথা বলেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বাইডেন। গাজার মৃত্যুমিছিল বন্ধ নিয়ে 'বন্ধুদেশ'কে কড়া হুঁশিয়ারি দিয়েছে হোয়াইট হাউস। প্রয়োজনে অবস্থান বদল করা হবে বলেও জানিয়েছে ওয়াশিংটন। কিন্তু তাতেও কোনও পরোয়া নেই নেতানিয়াহুর। নিজের অবস্থানে অনড় থেকেই জানিয়ে দিলেন রাফায় অভিযান হবেই।

রামদেবের ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জুর করল না সুপ্রিম কোর্ট

নয়াদিল্লি, ১০ এপ্রিল: পতঞ্জলির 'বিভ্রান্তিকর এবং মিথ্যা বিজ্ঞাপন' মামলায় আবার সুপ্রিম কোর্টের রোষের মুখে পড়লেন যোগগুরু রামদেব। যোগগুরু এবং পতঞ্জলির ম্যানেজিং ডিরেক্টর (এমডি) তথা রামদেবের সহযোগী আচার্য বালকৃষ্ণের ক্ষমাপ্রার্থনা মঞ্জুর না করে শীর্ষ আদালতের ডিভিশন বেঞ্চের মন্তব্য, 'আমরা অন্ধ নই'। পুরো বিষয়টি নিয়ে আদালত 'উদার হতে চায় না' বলেও মন্তব্য করল সুপ্রিম কোর্ট। পাশাপাশি, সুপ্রিম কোর্ট এ-ও জানিয়েছে, পুরো বিষয়টি নিয়ে কেন্দ্রের উত্তরে সন্তুষ্ট নয় শীর্ষ আদালত।

বুধবার মামলার শুনানি চলাকালীন, বিচারপতি হিমা কোহলি এবং বিচারপতি আহসানউদ্দিন আমানুল্লার ডিভিশন বেঞ্চ বলে, 'ক্ষমাপত্র কাগজে-কলমে রয়েছে। ওঁদের পিঠ দেয়ালে ঠেকে গিয়েছে। আমরা এই ক্ষমাপত্র মেনে নিচ্ছি না। আমরা মনে করি ইচ্ছাকৃত ভাবে অঙ্গীকার লঙ্ঘন করা হয়েছে।'

সুপ্রিম কোর্টের পর্যবেক্ষণ, আদালতে পাঠানোর আগে ক্ষমাপত্র সংবাদমাধ্যমে পাঠিয়েছিলেন রামদেব। সেই বিষয়েও যোগগুরু এবং তাঁর সহযোগীর সমালোচনা করেছে শীর্ষ আদালত। সেই প্রসঙ্গে বিচারপতি কোহলি বলেন, 'বিষয়টি আদালতে পৌঁছানোর আগে সংবাদমাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। মঙ্গলবার সন্ধ্যা সাড়ে ৭টা পর্যন্ত এটি আমাদের জন্য আপলোড করা হয়নি। স্পষ্টতই ওঁরা প্রচারে বিশ্বাসী। তাই এমনটা করা হয়েছে।'

মামলার হলফনামা পড়ার সময় বিচারপতি আমানুল্লা রামদেবের আইনজীবী মুকুল রোহতগীকে বলেন, 'আপনারা হলফনামাতেও ফাঁকি দিচ্ছেন। এটা কে তৈরি করেছে, আমি অবাক।' এর পর মুকুল জানান, তাঁর মক্কেল আইনের বিষয়ে পেশাদার নন। তাই ভুল হয়েছে। এর পর রামদেবের ক্ষমাপ্রার্থনা আদৌ আন্তরিক কি না সেই প্রশ্ন

তুলে বিচারপতি আমানুলা বলেন, 'আমাদের নির্দেশের পরেও ভুল হয় কি করে? আমরা এই ক্ষেত্রে এতটা উদার হতে চাই না।' পুরো বিষয়টিতে সমাজে সঠিক বার্তা দিতে হবে বলেও উল্লেখ করেছে সুপ্রিম কোর্ট।

একই সঙ্গে এত দিন পতঞ্জলির বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ না করার জন্য শীর্ষ আদালতের ভৎর্সনার মুখে পড়েছে উত্তরাখণ্ড লাইসেন্সিং বিভাগও। সুপ্রিম কোর্টের প্রশ্ন, কেন উত্তরাখণ্ডের লাইসেন্সিং ইন্সপেক্টররা নিজেদের কাজ করেননি। লাইসেন্সিং বিভাগের তিন জন আধিকারিককে একসঙ্গে বরখাস্ত করা উচিত বলেও আদালতের পর্যবেক্ষণ। এর পর উত্তরাখণ্ড লাইসেন্সিং বিভাগকে উদ্দেশ করে সুপ্রিম কোর্টের মন্তব্য, 'আমরা বিষয়টি মোটেও হালকা ভাবে নেব না। আমরা কোনও ভাবেই ছেড়ে কথা বলব না।'

কানাডার রাজনীতিতে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করেনি ভারত

স্পষ্ট করল কানাডার গোয়েন্দা সংস্থা

ওটায়া, ১০ এপ্রিল: কানাডার নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করেছে ভারত! কয়েক দিন আগেই এমন চাঞ্চল্যকর দাবি করেছিল কানাডার গোয়েন্দা সংস্থাগুলি। কিন্তু এবার তদন্তকারীরা জানালেন, সরকারি তদন্তে বোঝা গিয়েছে, ভারত কানাডার রাজনীতিতে কোনও রকম হস্তক্ষেপ করার চেষ্টা করেনি।

এদিকে কানাডার গোয়েন্দাদের দাবি, কানাডার শেষ দুই নির্বাচনে বরং মাথা গলিয়েছে চিন। কয়েকদিন আগেই, কানাডার গোয়েন্দা সংস্থাগুলি দাবি করেছিল, ২০১৯ ও ২০২১ সালে সেদেশের নির্বাচনে ভারত ও পাকিস্তান হস্তক্ষেপ করেছিল। দুই নির্বাচনেই জয়লাভ করেছিল জাস্টিন ট্রুডোর লিবারাল পার্টি। সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে চিনা হস্তক্ষেপের অভিযোগ ওঠার পর বিরোধীরা চাপ দিতে থাকে প্রশাসনের উপরে। এর পরই ট্রুডো একটি কমিশন গঠন করেন। যে কমিশন কানাডার নির্বাচনে হস্তক্ষেপের বিষয়টি খতিয়ে দেখবে। বুধবার সেই কমিশনের সামনে হাজিরা দেওয়ার কথা ট্রুডোর। এরই মধ্যে ওই প্যানেলের এক সদস্য জানিয়েছেন, আমি বিশ্বাস করি না ২০২১ সালের নির্বাচনের প্রচারে ভারতের তরফে কোনও হস্তক্ষেপ করা হয়েছে। এমন কোনও প্রমাণ মেলেনি।

গত ফেব্রুয়ারিতেই বিদেশমন্ত্রকের মুখপাত্র রণবীর জয়সওয়াল জানিয়েছিলেন, আমরা সংবাদমাধ্যমের রিপোর্টে দেখতে পাচ্ছি কানাডার কমিশন এই নিয়ে তদন্ত করছে। কিন্তু কানাডার নির্বাচনে ভারতের হস্তক্ষেপের সমস্ত অভিযোগ ভিত্তিহীন। আমরা কড়াভাবে এই অভিযোগকে উড়িয়ে দিচ্ছি। অন্য দেশের নির্বাচনে নাক গলানো ভারত সরকারের নীতি নয়। বরং কানাডা আমাদের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে বার বার হস্তক্ষেপ করে। উল্লেখ্য, নিজ্জর খুনের নেপথ্যে ভারতের সরকারি আধিকারিকদের হাত রয়েছে বলে তোপ দেগেছিল কানাডা। কিন্তু সেই দাবির সপক্ষেও কোনও প্রমাণ দিতে পারেনি ট্রুডোর প্রশাসন।

THE BUILDING CONTRACTORS ARE HEREBY INVITED TO SUBMIT THE. QUOTATION FOR THE C0NSTRUCTON OF G+4 RESIDENTIAL BUILDING WITH EIGHT NO. OF FLATS OF PUSPVATIKA CO.OP. HOUSING SOCIETY LTD, HAVING ITS PLOT AT PLOT NO.AA -IID /2543, PRE NO. 04.0709, NEW TOWN, KOT. THE LAST DATE OF SUBMISION OF THE QUOTATION IS 20.04.2024.
THE SELECTION PROCESS IS THE DISCRETIONARY PART OF SOCIETY.
SD/-
SECRETARY,
PUSPVATIKA C.H.S. LTD.
ADD:-854,TODI CORNER, 32, EZRA STREET, KOLKATA - 7O0 001.

পূর্ব রেলওয়ে

ই-টেন্ডার নং ঃ এলআরসি-৩_সিটি_এসএএনডি বিএলএএসটি_পিটি-HV, তারিখ ০৯.০৪.২০২৪। ডেপুটি চিফ মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার (এলএইচবি), পূর্ব রেলওয়ে, লিলুয়া, হাওড়া, পিন-৭১১২০৪ নিম্নলিখিত কাজের জন্য আর্থিক ও প্রযুক্তিগত সঙ্গতি আছে এরূপ টেন্ডারদাতাদের থেকে ই-টেন্ডার (ওপেন টেন্ডার) আহ্বান করছেন ঃ **কাজের নাম ঃ** প্রত্যেক পিওএইচ-এ কম্পোনেন্ট সহ আইসিএফ বগিগুলির স্যান্ড ব্লাস্টিং। **কাজের আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৫,১২,৪৭,৯৮৩.৬০ টাকা। **বায়নামূল্য ঃ** ৪,০৬,২০০ টাকা। **টেন্ডার নথিপত্রের মূল্য ঃ** ০.০০। **টেন্ডার বন্ধের তারিখ ও সময় ঃ** ৩০.০৪.২০২৪, দুপুর ২টা। **ওয়েবসাইট যেখানে টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ পাওয়া যাবে ঃ www.ireps.gov.in** (MISC-10/2024-25)
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ওয়েবসাইট www.er.indianrailways.gov.in / www.ireps.gov.in-এও পাওয়া যাবে।
আমাদের অনুসরণ করুন ঃ @EasternRailway
@easternrailwayheadquarter

দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ে — টেন্ডার

ই-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং ঃ ৪৪৭০-জিআরসি-সিই-সি-II-২৭-২০২৪, তারিখ ০৯.০৪.২০২৪। ভারতের রাষ্ট্রপতির তরফে চিফ ইঞ্জিনিয়ার (কন)/২/গার্ডেনরিচ, দঃপূঃরেলওয়ে নিম্নরূপ কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করছেন। নিম্নলিখিত টেন্ডার ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in**-এ আপলোড করা হয়েছে। নির্দিষ্ট তারিখে বেলা ১২টায় টেন্ডার বন্ধ হবে। **কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণ ঃ** ডেপুটি চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/আদ্রার অধিক্ষেত্রে আদ্রা ডিভিশনে পুরুলিয়া–কোটশিলা শাখায় কিমি ৩২৫/২-৩-এ লেভেল ক্রসিং গেট নং পিকে-৩-এর পরিবর্তে রোড ওভারব্রিজ নির্মাণের কাজ সম্পাদন। **আনুমানিক ব্যয় ঃ** ৪৩.২৫ কোটি টাকা। **বিড সিকিউরিটি ঃ** ২৩,১২,৬০০ টাকা। **কাজ শেষ করার সময়সীমা ঃ** ১২ মাস। **বন্ধের তারিখ ঃ** ০২.০৫.২০২৪। আগ্রহী টেন্ডারদাতারা টেন্ডারের সম্পূর্ণ বিবরণ/বর্ণনা/স্পেসিফিকেশনের জন্য ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** দেখতে ও অনলাইনে তাঁদের বিড জমা করতে পারেন। কোনভাবেই এই কাজের জন্য ম্যানুয়াল টেন্ডার গ্রাহ্য হবে না। **বি.দ্র. ঃ** অন্য সব টেন্ডারে অংশ নিতে সম্ভাব্য বিডার নিয়মিত **www.ireps.gov.in** দেখতে পারেন। (PR-23)

সঞ্জুদের হারিয়ে শেষ বলে ম্যাচ জিতল গুজরাত

নিজস্ব প্রতিনিধি: ১৯৬ রান তুলেও হার রাজস্থান রয়্যালসের। শেষ বলে ম্যাচ জিতল গুজরাত টাইটান্স। জয়পুরে আইপিএলের ২৪তম ম্যাচে জিতলেন শুভমন গিলেরা। রিয়ান পরাগ এবং সঞ্জু স্যামসনের দাপটে বড় রান তুলে নেয় রাজস্থান। কিন্তু ১৯৬ রান তুলেও হারতে হল তাদের।

বুধবার জয়পুরে বৃষ্টি হয়। সেই কারণে খেলা ১০ মিনিট দেরিতে শুরু হয়েছিল। গুজরাত ব্যাট করার সময়েও বৃষ্টি পড়ে। ফলে ম্যাচের মাঝেও কিছু সময় নষ্ট হয়। টস জিতে রাজস্থানকে ব্যাট করতে পাঠিয়েছিলেন গুজরাত অধিনায়ক শুভমন। প্রথমে ব্যাট করার সুযোগ পেয়ে সুবিধাই হয় সঞ্জুদের। দুই ওপেনার যশস্বী জয়সওয়াল (২৪) এবং জস বাটলার (৮) অবশ্য খুব বেশি রান করতে পারেননি। ৪২ রানের মধ্যে ২ উইকেট হারায় রাজস্থান। সেখান থেকে পরাগ (৭৬) এবং সঞ্জু (৬৮) মিলে ১৩০ রানের জুটি গড়েন।

১৫ ওভার শেষে রাজস্থানের ১৩৪ রান ছিল। হাতে উইকেট থাকলে যে কোথায় পৌঁছে যাওয়া যায়, সেটাই দেখালেন সঞ্জুরা। শেষ ৫ ওভারে রাজস্থান তুলল ৬২ রান।

এর নেপথ্যে পরাগ এবং সঞ্জু ছাড়াও রয়েছেন শিমরন হেটমেয়ার। ৮ বল বাকি থাকতে মাঠে নেমেছিলেন তিনি। ৫ বলে ১৩ রান করে দলকে ১৯০ রান পাড় করিয়ে দিলেন।

পরাগ ৪৮ বলে ৭৬ রান করেন। তাঁর ইনিংসে ছিল পাঁচটি ছক্কা এবং তিনটি চার। এ বারের আইপিএলে শুরু থেকেই ফর্মে রয়েছেন পরাগ। লখনউ সুপার জায়ান্টসের বিরুদ্ধে করেছিলেন ৪৩ রান। দ্বিতীয় ম্যাচে দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে তিনি ৮৪ রানে অপরাজিত ছিলেন। মুম্বইয়ের বিরুদ্ধে ৫৪ রান করেছিলেন পরাগ। সেই ম্যাচেও অপরাজিত ছিলেন তিনি। শুধু রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর বিরুদ্ধে মাত্র ৪ রান করেছিলেন। এ দিন আবার অর্ধশতরান করলেন অসমের ব্যাটার।

গুজরাতের হয়ে শুরুটা ভাল করেছিলেন সাই সুদর্শন এবং শুভমন গিল। ৬৪ রানের জুটি গড়েন তাঁরা। সুদর্শন ৩৫ রান করে আউট হয়ে গেলেও শুভমন শেষ পর্যন্ত টিকে থাকার চেষ্টা করছিলেন। কিন্তু ম্যাথু ওয়েড (৪) এবং অভিনব মনোহর (১) রান না পাওয়ায় চাপ বেড়ে যায় গুজরাতের। শুভমন একাই লড়াই করলেন। ৪৪ বলে ৭২ রান করেন তিনি। কিন্তু বড় শট খেলতে গিয়ে স্টাম্পড হয়ে যান শুভমন।

গুজরাতের হয়ে উইকেট নেওয়ার কাজটা শুরু করেছিলেন কুলদীপ সেন। তিনি সুদর্শনের উইকেট নেওয়ার পর ওয়েড এবং অভিনবকেও আউট করেন। সেই ধাক্কা সামলাতে পারেনি গুজরাত। শুভমনের উইকেটটি নেন যুজবেন্দ্র চহাল। বিজয় শঙ্করকেও আউট করেন তিনিই। অশ্বিন উইকেট না পেলেও একটা সময় রান আটকে রেখেছিলেন। পরে যদিও ৪ ওভারে ৪০ রান দিয়ে শেষ করেন তিনি। চহাল ২ উইকেট নিলেও দেন ৪৩ রান। কেশব মহারাজ ইমপ্যাক্ট ক্রিকেটার হিসাবে নেমে ২ ওভারে মাত্র ১৬ রান দেন।

‘আইপিএলে ৬০০-৭০০ ক্যাচ পড়েছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি: সানরাইজার্স হায়দরাবাদের বিপক্ষে শেষ ওভারে পাঞ্জাব কিংসের দরকার ছিল ২৯ রান। শশাঙ্ক সিং আর আশুতোষ শর্মা মিলে জয়দেব উনাদকাটের ৬ বল থেকে তুলে ফেলেন ২৬ রান। হায়দরাবাদ জেতে মাত্র ২ রানে। অথচ ম্যাচটা উনাদকাটের দল আরও বড় ব্যবধানেই জিততে পারত, যদি ফিল্ডাররা বল না ফসকাতেন। উনাদকাটের শেষ ওভারে যে তিনটি ছয় হয়েছে, এর দুটিই ছিল হাত ফসকে বাউন্ডারি পার হওয়া। ওই ওভারেই ক্যাচ পড়েছে মোট ৩টি। আর দুই দল মিলিয়ে পুরো ম্যাচে ক্যাচ মিসের সংখ্যা ৭!

শুধু কাল রাতের পাঞ্জাব, হায়দরাবাদ ম্যাচই নয়, বল হাত ফসকে যাচ্ছে এবারের আইপিএলের প্রতিটি ম্যাচেই। নভজোত সিং সিধুর মতে, সংখ্যাটা এরই মধ্যে ৭০,এর কাছাকাছি। ভারতের আরেক সাবেক ক্রিকেটার, দুর্দান্ত সব ক্যাচের জন্য যাঁর খ্যাতি আছে, সেই মোহাম্মদ কাইফ দিলেন আরও উদ্বেগজনক পরিসংখ্যান। আইপিএলে গত কয়েক বছরের মধ্যেই নাকি ৬০০, ৭০০ ক্যাচ পড়েছে।

পাঞ্জাব,হায়দরাবাদ ম্যাচের বিশ্লেষণে স্টার স্পোর্টসে ক্যাচিং নিয়ে কথা বলেন নভজোত ও কাইফ। এবারের আসরে এখন পর্যন্ত ৬৬,৬৭টি ক্যাচ পড়েছে উল্লেখ করে সাবেক এই ক্রিকেটার দায় দিয়েছেন ফিল্ডারদের, ‘ক্যাচ ম্যাচ জেতায়।

কিন্তু খেলোয়াড়েরা ফিল্ডিং উপভোগ করে না। হয় তাদের হাতে তেল দেওয়া থাকে, নয়তো চামড়ায় অ্যালার্জি আছে। ফিল্ডিং উপভোগ না করলে ক্যাচ নেওয়া যায় না।’ একই সুরে কথা বলেছেন সাবেক ক্রিকেটার কাইফও। এবারের আইপিএলে বিশ্লেষকের ভূমিকায় থাকা এই সাবেক ক্রিকেটারের দিল্লি ক্যাপিটালস ও গুজরাট লায়নসে কাজ করার অভিজ্ঞতা আছে।

খেলোয়াড়দের কাছ থেকে দেখার সুবাদে ফিল্ডিং নিয়ে খেলোয়াড়দের উদাসীনতার অভিযোগ এনেছেন তিনি, ‘আইপিএলে খেলোয়াড়েরা ফিল্ডিংয়ে সময় দিতে চায় না। তারা অজুহাত দেখিয়ে ফিল্ডিং সেশন থেকে দূরে থাকে। এই লিগে গত পাঁচ বছরেই ৬০০,৭০০ ক্যাচ পড়েছে। খেলোয়াড়দের দেখি ব্যাটিংয়ে ঘণ্টার পর ঘণ্টা সময় দেয়, বোলিংয়েও সময় দেয়। কিন্তু ফিল্ডিংয়ে ডাকলেই অজুহাত দেখায়।’

ভারতের হয়ে ১৩ টেস্ট ও ১২৫ ওয়ানডে খেলা কাইফ এ ক্ষেত্রে কোচদেরও দায় দেখেন, ‘ফিল্ডিং উপভোগ্য করে তোলার দায়িত্বটা কোচদের। কেউ একজন কয়েক ঘণ্টা ব্যাটিং বা বোলিং করার পর আমরা কোচরা তাদের রুমে ফিরে বিশ্রাম নেওয়ার সুযোগ দিই। তারাও ফিল্ডিং এড়াতে খুশিমনে চলে যায়।’

কেইনের ঘরে ফেরার রাতে আর্সেনাল-বায়ার্নের রোমাঞ্চকর ড্র

আর্সেনাল ২ ২ বায়ার্ন মিউনিখ

নিজস্ব প্রতিনিধি: চ্যাম্পিয়নস লিগের শেষ আটে আর্সেনাল-বায়ার্ন মিউনিখ ম্যাচে সবার চোখ ছিল হ্যারি কেইনের ওপর। এটা যে ইংলিশ স্ট্রাইকারের লন্ডনে ফেরার ম্যাচ ছিল। ঘরে ফেরার রাতে কেইন গোল পেলেও, শেষ পর্যন্ত জয় নিয়ে ফেরা হয়নি। উত্থান-পতনের রোমাঞ্চকর লড়াই শেষে ২-২ সমতাতে মাঠ ছেড়েছে আর্সেনাল ও বায়ার্ন।

ঘরের মাঠ এমিরেটসে শুরু থেকেই জমে উঠে আর্সেনাল-বায়ার্ন দ্বৈরথ। মাঠের পারফরম্যান্সে অবশ্য আর্সেনালই দাপট দেখিয়েছে বেশি। যদিও তা শেষ পর্যন্ত বায়ার্নকে হারানোর জন্য যথেষ্ট ছিল না। উল্টো সুযোগ মিস করার খেসারত দিয়ে লম্বা সময় পর্যন্ত ম্যাচ পিছিয়ে থেকে হারের শঙ্কাতেও ছিল আর্সেনাল। শেষ পর্যন্ত হার এড়ালেও, অস্বস্তি থেকে গেল মিকেল আরতেতার দলের। পরের ম্যাচটা যে তাদের বায়ার্নের মাঠ আলিয়েঞ্জ অ্যারেনায় খেলতে হবে। এ ম্যাচ শেষে আর্সেনাল শিবিরে অস্বস্তির সঙ্গে অবশ্য যুক্ত হয়েছে ক্ষোভও।

ম্যাচের শেষের দিকে বায়ার্ন গোলরক্ষক ম্যানুয়াল নয়্যার বুকায়ো সাকাকে ফেলে দিলে পেনাল্টির জোরাল আবেদন করে আর্সেনাল। যদিও তাতে সাড়া না দিয়ে শেষ বাঁশি বাজান রেফারি। যা নিয়ে মাঠেই ক্ষোভ প্রকাশ করতে দেখা গেছে আর্সেনাল খেলোয়াড়দের। যদিও তাতে কোনো লাভ হয়নি। পেনাল্টি নিয়ে আর্সেনালের হতাশার রাতটি শেষ হয়েছে ২-২ ড্রয়ে।

কেইনের প্রত্যাবর্তনের রাতে অনুমেয়ভাবেই দাপুটে শুরু করে

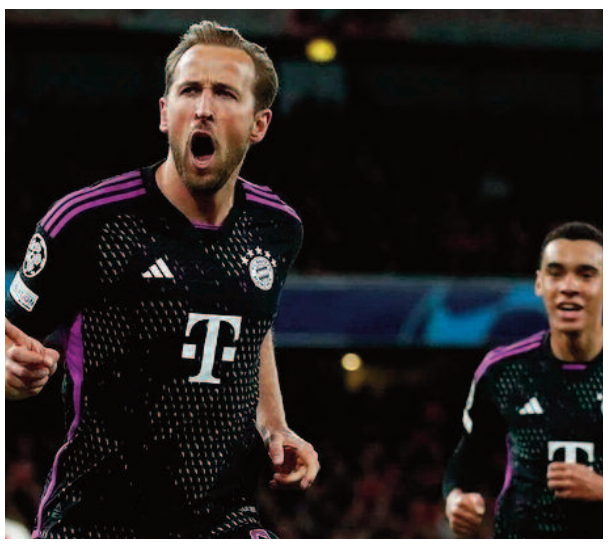

আর্সেনাল। দারুণ ছন্দে থাকা গানারদের আক্রমণের তোপে কিছুটা কোণঠাসা হয়ে পড়ে বায়ার্ন। অতিথিদের চাপে রেখে ১২ মিনিটে আর্সেনালকে এগিয়ে দেন সাকা। বক্সের ভেতর বল পেয়ে বাঁ পায়ের বাঁকানো নিচু শটে গোল করেন ইংলিশ উইঙ্গার। গোল খেয়ে যেন ঘুম ভাঙে বায়ার্নের। ১৮ মিনিটে সুযোগ কাজে লাগিয়ে ম্যাচে সমতাও ফিরিয়ে আনে তারা।

অসাধারণ ফিনিশিংয়ে লক্ষ্যভেদ করেন সের্হে নাব্রি। এ গোলের সুযোগ তৈরিতে অবশ্য আর্সেনালের নিজেদের ভুলও কম ছিল না। এরপর ঘরের মাঠে আর্সেনাল সমর্থকদের দ্বিতীয়বার হৃদয় ভাঙে ২৯ মিনিটে। বক্সের ভেতর লেরয় সানেকে ফাউল করে উইলিয়াম সালিবা ফেলে দিলে এ পেনাল্টি পায় বায়ার্ন। আর্সেনাল গোলরক্ষক আগেই জায়গা ছাড়লে আলতো শটে বল জালে জড়ান কেইন।

পিছিয়ে পড়ার পর খেই হারায় আর্সেনাল। আক্রমণ ও বলের দখলে অবশ্য আর্সেনালই এগিয়ে ছিল, কিন্তু তাদের আক্রমণগুলো ম্যাচে ফেরার জন্য মোটেই যথেষ্ট ছিল না। ঘরের মাঠে পিছিয়ে থেকেই বিরতিতে যায় প্রিমিয়ার লিগে শীর্ষে থাকা দলটি।

বিরতির পরও দাপট ছিল আর্সেনালের। ম্যাচে ফেরার জন্য জোর চেষ্টা চালায় তারা। বায়ার্নও চেষ্টা করে পাল্টা আক্রমণ থেকে ব্যবধান বাড়িয়ে ম্যাচকে নিরাপদে নিয়ে যেতে। তবে এ লক্ষ্যে বায়ার্ন সফল না হলেও, আর্সেনাল ঠিকই কাঙ্ক্ষিত সমতাসূচক গোলটি পেয়ে যায়। দুর্দান্ত এক দলগত আক্রমণ থেকে গোল করেন লেয়ান্দ্রো ট্রোসার্ড। এই গোলই শেষ পর্যন্ত হার থেকে বাঁচায় আর্সেনালকে। এখন বায়ার্নের মাঠ থেকে দ্বিতীয় লেগে জয় নিয়ে ফিরতে পারে কি না সেটাই দেখার অপেক্ষা।

আইপিএল নিলামে ক্রিকেটার ধরে রাখার নিয়ম নিয়ে ভিন্ন দলের ভিন্ন মত, বোর্ডের বৈঠকে উঠবে ঝড়?

নিজস্ব প্রতিনিধি: আগামী সপ্তাহে আইপিএলের ১০টি দলের কর্তাদের বৈঠকে ডেকেছে বোর্ড। সেই বৈঠকে ঝড় উঠতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। আইপিএল মহা নিলামে ক্রিকেটার ধরে রাখার পদ্ধতি নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা। বেশ কিছু দল মালিকের মধ্যে তর্কবিতর্ক হলে অবাক হওয়ার কিছু নেই। জানা গিয়েছে, মহা নিলামে বেশি সংখ্যক ক্রিকেটার ধরে রাখার পক্ষে মত দিয়েছে সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। তারা বোর্ডকে চাপ দিচ্ছে নতুন নিয়ম আনার জন্য। মুখে অবশ্য বলা হয়েছে, এটি নেহাতই প্রস্তাব। জানা গিয়েছে, বেশির ভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজকি চাইছে অন্তত আট জন ক্রিকেটারকে আবার কেনা যেত। ধরে রাখা ক্রিকেটারদের মধ্যে সর্বাধিক দু'জন বিদেশি রাখা যেত।

বেশির ভাগ ফ্র্যাঞ্চাইজি চাইছে দল গঠনের ক্ষেত্রে একটা ধারাবাহিকতা রাখতে। অর্থাৎ, দলের যে সব ক্রিকেটারদের মধ্যে বোঝাপড়া ভাল এবং একসঙ্গে খেলে সাফল্য পেয়েছেন, তাঁদের ধরে রাখতে। বার বার দল ভেঙে যাওয়ার সেটা সম্ভব হচ্ছে না বলেই মত দিয়েছেন তাঁরা। তবে বিরোধিতাও রয়েছে। তাদের দাবি, নামী ক্রিকেটারেরা বছর বছর একই দলে খেলে গেলে বাকি দলগুলির জনপ্রিয়তা বাড়বে কী করে?

সম্প্রতি দিল্লি ক্যাপিটালস

ধরে রাখতে। গত বারের নিলামে চার জন ক্রিকেটারকে ধরে রাখা হয়েছিল। পাশাপাশি এক জনকে ‘রাইট টু ম্যাচ’ কার্ড ব্যবহার করে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছে। ২০২০ সালের ফাইনালিস্টরা গত দু'বছর ভাল খেলতেই পারেনি। এ বারও লিগ তালিকায় সবার শেষে।

আইপিএলই ভারতে টেস্ট খেলার প্রস্তুতি নিউজিল্যান্ডের, বলছেন টিম সাউদি

নিজস্ব প্রতিনিধি: ভারতে কখনোই টেস্ট সিরিজ জিততে পারেনি নিউজিল্যান্ড। পরিসংখ্যান তুলে ধরে অনেকেই বলতে পারেন, সিরিজ জয়ের প্রশ্ন আসে কীভাবে, ভারতে তো ৩৬ টেস্ট খেলে নিউজিল্যান্ড জিতেছেই মোটে দুবার। সেই দুই জয়ের সর্বশেষটিও এসেছে ৩৬ বছর আগে ১৯৮৮ সালে।

ভারতের মাটিতে সাদা পোশাকের ক্রিকেটে এমন যাদের পারফরম্যান্স, সেই নিউজিল্যান্ড আগামী অক্টোবরে ভারতে যাবে তিন টেস্টের সিরিজ খেলতে। দলটির অধিনায়ক টিম সাউদির আশা এবার বদলাতে পারে ভাগ্য। সাউদিকে আশা জোগাচ্ছে ইন্ডিয়ান প্রিমিয়ার লিগ (আইপিএল)! কিউই অধিনায়কের আশা, নিউজিল্যান্ডের খেলোয়াড়দের ভারতে বিশ্বের সেরা ফ্র্যাঞ্চাইজি টি-টোয়েন্টি লিগে খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগবে।

সাউদি নিজে অবশ্য এবারের আইপিএলে নেই। তবে তাঁর ৯ সতীর্থ আছেন এবারের আইপিএলে। রাচিন রবীন্দ্র, মিচেল স্যান্টনার, ড্যারিল মিচেল, কেইন উইলিয়ামসনরা আইপিএল অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভারতে টেস্টে সাফল্য এনে দেবেন বলেই মনে করছেন সাউদি।

আইপিএল কীভাবে বিদেশি ক্রিকেটারদের সাহায্য করছে, ভারতীয় সংবাদমাধ্যম টেলিগ্রামকে সেই ব্যাখ্যাই দিয়েছেন সাউদি, ‘আপনারা তো দেখছেনই সারা বিশ্ব থেকেই মেধাবী ক্রিকেটাররা ভারতে আসছে। আনকোরা অনভিজ্ঞ

ক্রিকেটাররা বিদেশি খেলোয়াড়দের সঙ্গে খেলার সুযোগ পাচ্ছে। বিদেশি খেলোয়াড়েরা আবার এমন অন্য সব বিদেশির সঙ্গে খেলছে আগে, যা আপনি চিন্তাও করতে পারতেন না।’

সাউদি মনে করেন, আইপিএলের জন্যই ভারতের কন্ডিশনে খেলার অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছেন বিদেশি ক্রিকেটাররা, ‘আমি মনে করি, সারা বিশ্ব থেকে আসা ক্রিকেটাররা আইপিএল খেলেই উপমহাদেশ বিশেষ করে ভারতের মাটিতে খেলার অভিজ্ঞতা বাড়িয়ে নিচ্ছে। আম মনে করি, সব মিলিয়ে ক্রিকেটের জন্যই আইপিএল খুব বড় এক ব্যাপার।’

ভারতে খেলাটা কতটা কঠিন, সেটি বললেন ১০০ টেস্টে ৩৮০ উইকেট নেওয়া এই পেসার, ‘এখানে (নিউজিল্যান্ডে) পেস ও বাউন্সি উইকেটে খেলে অভ্যস্ত আমরা। আর ভারতে গেলে তো প্রথম দিন থেকেই স্পিনের চ্যালেঞ্জ। প্রথাগত সুইংয়ের চেয়ে যেখানে রিভার্স সুইং সামলাতে হয় বেশি। এ ছাড়া গরম তো আছেই। নিজেদের কন্ডিশনে ভারতই বিশ্বের অন্যতম সেরা দল। তবে চ্যালেঞ্জটা নিতে ছেলেরা অপেক্ষা করে।’

এপ্রিল-মে মাসের প্রচণ্ড গরমে ভারতের বিভিন্ন ভেন্যুতে আইপিএল ম্যাচ খেলার অভিজ্ঞতা বিদেশি ক্রিকেটারদের কতটা কাজে লাগে, সেই উদাহরণ সাউদি দিলেন গত বছরের ওয়ানডে বিশ্বকাপের প্রসঙ্গ টেনে। ৩৫ বছর বয়সী বোলার বললেন, ‘আমরা এর (আইপিএল খেলার) উপযোগিতা সর্বশেষ ওয়ানডে বিশ্বকাপেই দেখেছি। যেসব দলের একাধিক খেলোয়াড়ের আইপিএল অভিজ্ঞতা ছিল, তারা কিন্তু ভালো করেছে।’

সাউদি আইপিএল খেলার অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে ভারতে টেস্টে ভালো করার আশা করছেন। তবে তাঁর সতীর্থরা এবারের আইপিএলে তেমন একটা সুযোগ পাচ্ছেন না। রাচিন রবীন্দ্র, ড্যারিল মিচেল, ট্রেন্ট বোল্টরা নিয়মিত খেলছেন। চোট কাটিয়ে ফেরা কেইন উইলিয়ামসন গুজরাট টাইটানসের প্রথম তিন ম্যাচ খেলতে পারেননি। তবে মিচেল স্যান্টনার, ডেভন কনওয়ে, লকি ফার্গুসন, গ্লেন ফিলিপস, ম্যাট হেনরিরা এখনো ম্যাচ খেলার সুযোগ পাননি।

পাগলাটে-রুদ্ধশ্বাস লড়াইয়ে রিয়াল-সিটির ড্র

রিয়াল মাদ্রিদ ৩
ম্যানচেস্টার সিটি ৩

নিজস্ব প্রতিনিধি: পাগলাটে, অবিশ্বাস্য, রোমাঞ্চকর!

রিয়াল মাদ্রিদ-ম্যানচেস্টার সিটি ম্যাচের উত্তেজনাকে বোধহয় এই শব্দগুলোও ঠিকঠাক বোঝাতে পারছে না। চ্যাম্পিয়নস লিগের কোয়ার্টার ফাইনালের প্রথম লেগে যা ঘটেছে, ফুটবলে রোমান্টিকদের মনে তা রয়ে যাবে আরও অনেক দিন! সান্তিয়াগো বার্নাব্যুতে প্রথম ১৪ মিনিটে দেখা মিলেছে অবিশ্বাস্য এক ঝড়ের। যার রেশ ছিল ম্যাচের শেষ পর্যন্ত।

উত্তপ্ত এ লড়াইয়ে প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে যায় স্বাগতিক রিয়াল। দ্বিতীয়ার্ধে ফিল ফোডেন জাদুতে সমতায় ফেরার পর সিটিকে দুর্দান্ত এক গোলে এগিয়ে দেন ইওস্কো গাভারদিওল। এরপর ঝিমিয়ে পড়া বার্নাব্যুকে মাতিয়ে তোলেন ফেদে ভালভের্দে। ৩-৩ গোলে সমতায় ফেরে রিয়াল। শেষ পর্যন্ত এ ফলেই শেষ হয়েছে ম্যাচটি।

রিয়ালের মাঠে ম্যাচের প্রথম মিনিট থেকেই ছড়িয়ে পড়ে উত্তেজনা। ঘড়ির কাঁটা মিনিট পেরোনোর আগেই দুই দলই একটি করে আক্রমণ শানায় এবং জ্যাক গ্রিলিশকে ফাউল করে হলুদ কার্ড দেখেন অরলিয়েঁ চুয়ামেনি। আর সেই ফাউল থেকে পাওয়া ফ্রি কিকেই বাজিমাত করেন বের্নার্দো সিলভা। ২৫ গজ দূর থেকে বাঁ পায়ে বুদ্ধিদীপ্ত এক শটে বল জালে জড়ান এ পর্তুগিজ মিডফিল্ডার। বার্নাব্যুকে স্তব্ধ করে শুরু করা ম্যাচে ৭ মিনিটের মাথায় ব্যবধান দ্বিগুণ করতে পারত সিটি। যদিও কাছাকাছি গিয়ে সামান্যের জন্য গোল পাওয়া হয়নি হালান্ড-ফোডেনদের।

শুরুতে গোল খেয়ে রিয়াল তখ

আক্রমণাত্মক ফুটবল খেললেও এ সময় আক্রমণগুলো ছিল যথেষ্ট পরিণত। এরপর ম্যাচ যতই সামনে এগিয়েছে আক্রমণ ও পাল্টা আক্রমণের ধারা বার্নাব্যুর সবুজ দিগন্তে সৌন্দর্যের আভা ছড়িয়েছে।

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে **কৃষ্ণানন্দ সিং** কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**